মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৭তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০১৪

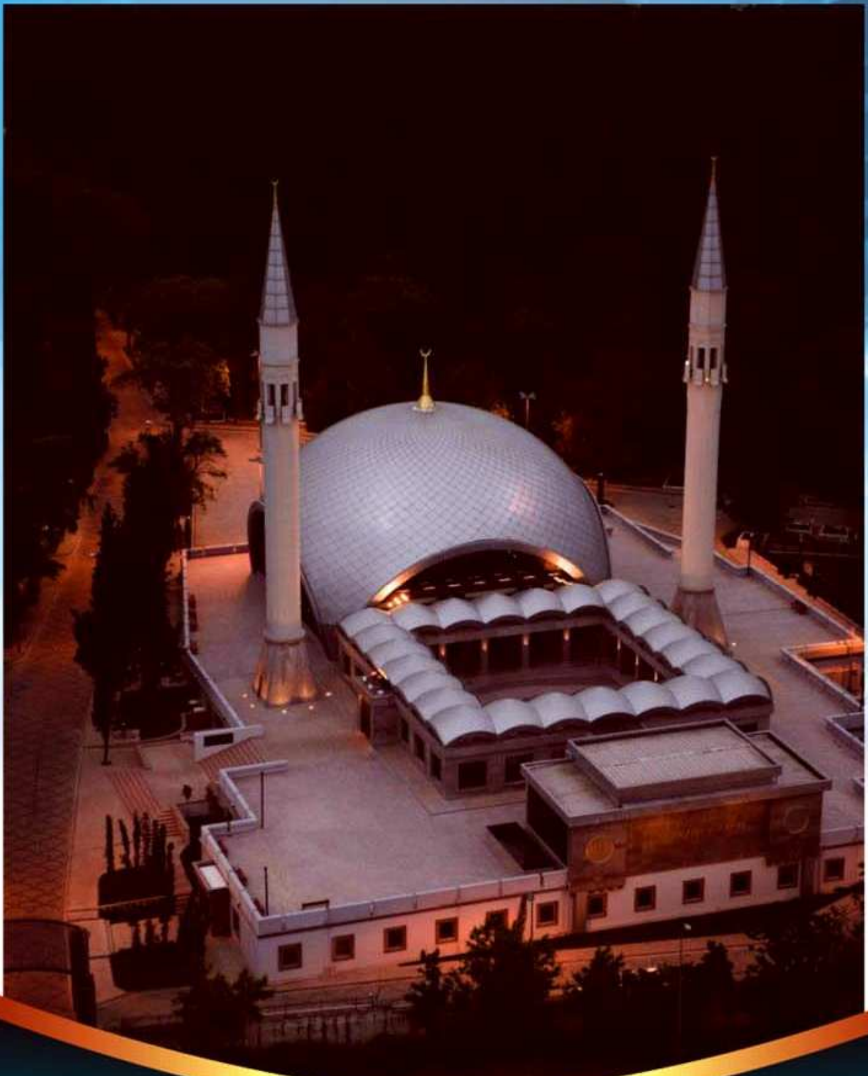

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **দরসে কুরআন :**

♦ সমাজ পরিবর্তনে চাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

✡ **প্রবন্ধ :**

♦ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত *(শেষ কিস্তি)* ০৬
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ বিদ'আত ও তার পরিণতি *(৫ম কিস্তি)* ১১
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

♦ বিবাহের গুরুত্ব ও পদ্ধতি *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১৮
-আব্দুল ওয়াদুদ

✡ **স্মৃতিকথা :** ২৩
জেল-যুলুমের ইতিহাস *(২য় কিস্তি)*
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

✡ **অর্থনীতির পাতা :** ২৬
ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*
-কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

✡ **নবীনদের পাতা :** ৩১
যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
-আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

✡ **হক-এর পথে যত বাধা :** ৩৫

✡ **হাদীছের গল্প :** সৌন্দর্যই মর্যাদার মাপকাঠি নয় ৩৭

✡ **অমর বাণী :** *-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৩৮

✡ **চিকিৎসা জগৎ :** প্রকৃতির মহৌষধ মধু *-আফতাব চৌধুরী* ৩৯

✡ **কবিতা :** ৪০
♦ সাড়া দাও দাও সাড়া ♦ শোভে
♦ আহলেহাদীছ আন্দোলন

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪১

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৩

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সম্পাদকীয়

শিক্ষার মান

একটি বেসরকারী সংস্থার হিসাব মতে এবারে পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৭৫ জন বাংলা লিখতে জানে না'। ইংরেজী ও গণিতের অবস্থা আরও করুণ। বলা হয়েছে, গত বছর ইন্টারমিডিয়েট থেকে উত্তীর্ণ জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ৮০ শতাংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এগুলো সেই সময়কার টাটকা হিসাব যখন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ-৫ পাওয়ায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহা উল্লসিত। নিঃসন্দেহে অন্যেরাও উল্লসিত। কিন্তু ভুক্তভোগীদের নিকট এগুলি দুঃসংবাদ মাত্র। কারণগুলির কিছু কিছু তুলে ধরা হ'ল।- (১) বোর্ড কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে পরীক্ষকদের অধিক নম্বর দিতে উদ্বুদ্ধ করা (২) অল্প সময়ের মধ্যে অধিক খাতা মূল্যায়নে বাধ্য হওয়া (৩) দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য শিক্ষকদের পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া (৪) হাতের লেখার সৌন্দর্য ও বানান ভুলের জন্য নম্বর কর্তনের বিধান না থাকা (৫) ছাত্র-ছাত্রীদের ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের প্রতি অধিক যোর দেওয়া (৬) মোবাইলের মাধ্যমে এবং এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা নকল সরবরাহ করা। এমনকি বই দেখে লিখা (৭) ব্যাকরণ শিক্ষা ও ভাষাগত ভিত মযবুত করার চাইতে কথিত সৃজনশীল পদ্ধতি ও এমসিকিউ পদ্ধতির প্রতি অধিক যোর দেওয়া। (৮) ক্লাসে ও প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের বাড়তি কোন সুযোগ না থাকা (৯) শিক্ষকদের মধ্যে মানুষ গড়ার কারিগর হবার বদলে স্রেফ চাকুরী ও অর্থোপার্জনের মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া (১০) ঘুষ, ডোনেশন ও দলীয় বিবেচনায় ডিগ্রীসর্বস্ব অযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া (১১) শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কের বদলে 'বন্ধু' ও 'ভাই' সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি অতি উৎসাহ প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে অন্যান্যদের চাইতে ডাক্তার ও প্রকৌশলীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। যা ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ এরাই সমাজের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ এবং সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন পেশাজীবী। এজন্য সবচেয়ে বড় দায়ী হ'ল সরকার। কেননা বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রত্যেক পেশার জন্য পৃথক না করে কলেজ-মাদরাসা-ডাক্তার সবার জন্য একই ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরী করা। স্বাভাবিকভাবেই এতে অংশগ্রহণে তারা অনীহাবোধ করে এবং অংশ নিলেও ফেল করে। (খ) চাকুরী ক্ষেত্রে উৎকট দলীয়করণ, অন্যায় পোস্টিং ও ট্রান্সফারের খড়্গ, প্রয়োজনীয় সুবিধাদি থেকে বঞ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি অন্যদের সমান গণ্য করে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত হওয়ায় তাদেরকে সর্বদা হীনমন্যতায় ভুগতে হয়। (গ)

উচ্চতর ডিগ্রী ব্যতীত এমবিবিএস ডাক্তারদের মূল্যায়ন না করা, উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে সিনিয়র প্রফেসরদের অঘোষিত বাধা সৃষ্টি ও ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করিয়ে দেওয়া। এক বিষয়ে ফেল করলে পুনরায় নতুনভাবে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া এবং দলাদলির অভিশাপ ছাড়াও নানারূপ বাধা তাদেরকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে নিরুৎসাহিত করে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রতি সিনিয়র প্রফেসরদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও নোংরা ব্যবহার ভুক্তভোগীদের নিকট অত্যন্ত অমর্যাদাকর হিসাবে গণ্য হয় (ঘ) মেডিকেলের অধিকাংশ উচ্চতর প্রশিক্ষণ ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ায় মফস্বল শিক্ষার্থীদের উচ্চতর ডিগ্রী হাছিল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে (ঙ) বিদেশে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের উচ্চ বেতন ও মর্যাদা তাদেরকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেশত্যাগে বাধ্য করে। ফলে জাতি তাদের মূল্যবান সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। (চ) নকল বা নিম্নমানের ঔষধ কোম্পানীগুলি বিভিন্ন গিফট ও ঘুষ দিয়ে ডাক্তারদের অধিক দামে বাজে কিংবা অপ্রয়োজনীয় ঔষধ লিখতে প্রলুব্ধ করে। পক্ষান্তরে সরকারী দলের ক্যাডারদের চাপে বা উচ্চতর তদবিরে ডাক্তারদের অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় রিপোর্ট লিখতে এমনকি তাদেরকে পেশা বহির্ভূত কাজে বাধ্য করা হয়। না করলে ট্রান্সফার-ওএসডি, পদাবনতি ইত্যাদির হুমকি প্রভৃতি বিষয়গুলি সৎ ও মেধাবী ডাক্তারদের সর্বদা সরকারী চাকরীতে নিরুৎসাহিত করে। (ছ) ট্রান্সফার ও পদোন্নতির জন্য এমনকি পরীক্ষায় পাস করার জন্য সরকার দলীয় ছাত্রনেতা বা শিক্ষক নেতাদের কাছে তদবীর করা অত্যন্ত অমর্যাদাকর হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবতা তাদেরকে অনেক সময় বাধ্য করে। যা তাদেরকে অত্র পেশায় নিরুৎসাহিত করে (জ) পাবলিক মেডিকেলে সুযোগ না পেয়ে বহু টাকার বিনিময়ে বেসরকারী মেডিকেল থেকে ডিগ্রী অর্জনকারীদের মর্যাদা সমান গণ্য করায় মেধাবীরা এ পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফলে ডাক্তারীর মত সেবামূলক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ পেশায় ক্রমেই মানহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। (ঝ) বহু বছরের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের উচ্চতর ডিগ্রী না থাকায় তাদেরকে আজীবন জুনিয়র করে রাখা অত্যন্ত অমানবিক বিষয়। তাদেরকে সংক্ষিপ্ত কোর্স করে উচ্চতর ডিগ্রী দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করায় তারা হীনমন্যতায় ভোগেন। (ঞ) হাসপাতালগুলিতে মহিলা রোগীদের জন্য মহিলা ডাক্তারদের অগ্রাধিকার না দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য সমান গণ্য করায় মেধাবী ভদ্র ও পর্দানশীন মহিলা ডাক্তারগণ এই পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে সেসব স্থান দখল করে অযোগ্য ও মানহীন ডাক্তাররা।

এবারে আসা যাক মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে। এটা সবাই জানেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ কোন সরকারই ইসলামী শিক্ষার প্রতি আন্তরিক নয়। তারা যা কিছু করেন, কেবল ভোটের স্বার্থে করেন। বৃটিশ সরকার যেভাবে ওল্ডস্কীম-নিউস্কীম ও আলিয়া নেছাব সৃষ্টি করে ইসলামী শিক্ষার গলা টিপে ধরেছিল, স্বাধীন দেশের মুসলিম সরকারগুলি তার চেয়ে নিকৃষ্টভাবে এটা করে যাচ্ছে। কোন কোন মন্ত্রী মাদরাসাগুলিকে জঙ্গী প্রজনন ক্ষেত্র বলছেন নির্লজ্জভাবে। আলিয়া মাদরাসা শিক্ষকদের জাতীয় সংগঠন জমিয়তুল মুদাররেছীন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণ সরকার মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি করেছেন। তাদের দাবীকৃত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস করেছেন। প্রথমতঃ এর মাধ্যমে সরকার তাদের মুখ বন্ধ করেছে। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় যে কেমন সোনার পাথরবাটি, তা আমরা আজও জানতে না পারলেও ফাযেল-কামিল ডিগ্রীগুলি অনার্স ও মাস্টার্সের মান পাবে বলা হয়েছে। তাদের জন্য মুফতী, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, প্রধান মুহাদ্দিছ-এর মত অতীব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পদ সমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। যা ঐসব লকবের সাথে অত্যন্ত অমর্যাদাকর। কাউকে ধ্বংস করতে গেলে তাকে প্রথমে মাথায় তুলে পরে ছুঁড়ে ফেলতে হয়। আলিয়ার শিক্ষকদের সাথে সেটাই করা হচ্ছে। সিলেবাসে ২০০ নম্বরের ইংরেজী ও অন্যান্য বস্তুগত বিষয় চাপিয়ে দিয়ে একে অত্যন্ত কঠিন করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ছাত্র ফেল করবে এবং এক সময় ছাত্রবিহনে মাদ্রাসাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। তাদেরকে বেতনের টোপ গিলিয়ে সরকার এখন কওমী শিক্ষকদের পিছনে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদেরকে দু'ভাগ করা হয়ে গেছে। বাকীটা সত্বর হবে। অবশেষে এরাও টোপ গিলবেন। অতঃপর এদের হাত দিয়েই ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের বাকী কাজটি সারা হবে। ইতিমধ্যেই ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও অনেকটা কেবল ডিগ্রীধারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। মেধা, যোগ্যতা ও উন্নত চরিত্রের ছোঁয়া সেখানে নেই বললেও চলে। এমনকি বাহ্যিক দাড়ি-টুপী-পোষাক ও চাল-চলনের পার্থক্যটুকুও প্রায় ঘুচে যেতে বসেছে।

দূরীকরণের উপায় : এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা সরকারের নিকট কতগুলি পরামর্শ পেশ করেছি। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান বিষয়টি পুনরায় পেশ করছি। আর তা হ'ল (১) শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে হবে এবং সরকারকে কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে (২) বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে (৩) ডিগ্রীকে সাধারণ মান রেখে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন-ভাতার মান নির্ধারণ করতে হবে (৪) পেশা ভিত্তিক পৃথক বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে (৫) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিচার বিভাগে যাবতীয় রাজনৈতিক দলাদলি নিষিদ্ধ করতে হবে। সাথে সাথে এসবের প্রশাসনিক কাঠামোকে সরকারী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

সমাজ পরিবর্তনে চাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ-(الرعد ١١)

‘নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ হবার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই’ *(রা‘দ ১৩/১১)*।

বর্ণিত আয়াতাংশটি মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগের পক্ষে কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। একই মর্মে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ‘মানুষ তার চেষ্টার বাইরে কিছুই পায় না’ *(নাজম ৫৩/৩৯)*।

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি আগ বেড়ে কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করবেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তনে সচেষ্ট হবে। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় জীবন দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি যদি কেবল কা‘বা গৃহে বসে মানুষকে উপদেশ দিতেন তাহ’লে তাঁকে প্রশংসাকারী লোকের সংখ্যা গুণে শেষ করা যেত না। অন্ততঃ পক্ষে তাঁর কোন শত্রু থাকত না। কিন্তু সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে মানুষ তৈরীর কাজ করতে গিয়ে তিনি কায়েমী স্বার্থবাদী সমাজনেতাদের চোখের বালি হন। নানাবিধ গীবত-তোহমত ও চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র অবশেষে হত্যা প্রচেষ্টা এবং হিজরত। অতঃপর সেখানে গিয়েও হামলা ও যুদ্ধ বিগ্রহের মূল কারণ ছিল একটাই অহীর বিধানের আলোকে সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা। প্রচলিত শয়তানী বিধানের পরিবর্তে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে বলা হয় ‘জিহাদ’। যাবতীয় শিরকী আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ কায়েম করতে চেয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি ও তাঁর সাথীগণ জীবনপাত করেছেন। ফলে আল্লাহ্র রহমতে সমাজ পরিবর্তিত হয় এবং পরবর্তীতে ইসলামী খেলাফত কায়েম হয়। আজও বিশ্বের দিকে দিকে যে অগণিত মুসলিমের বসবাস এবং দৈনিক অসংখ্য মানুষ যারা ইসলাম কবুল করে ধন্য হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে সেদিনের সমাজ পরিবর্তন প্রচেষ্টা। আজও যারা তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ কায়েম করতে চান, তাদেরকে শেষনবী (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া তরীকায় সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যা মানুষের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন পাল্টে দেবে। অতঃপর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন আসবে। এমনকি যথার্থ প্রচেষ্টা থাকলে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিবর্তন আসবে। কারণ সত্যের বিভাসে মিথ্যার চাকচিক্য বেশীক্ষণ টিকে না।

জানা আবশ্যক যে, এই পরিবর্তন প্রচেষ্টা হ’তে হবে সার্বিক জীবনে এবং হ’তে হবে ইসলামী তরীকায়। নইলে পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে প্রচলিত ত্বাগূতী তরীকায় কোন ইসলামী দল ক্ষমতায় গেলেও তাতে সমাজের কোন পরিবর্তন আসবে না। বরং ইসলামের বদনাম হবে ও সমাজ আরও বিনষ্ট হবে। তাই সর্বাগ্রে তাগূতী রাস্তা ছাড়তে হবে ও আল্লাহ্র রাস্তা ধরতে হবে। মানুষকে হক ও বাতিল তথা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য বুঝাতে হবে। একজন মুমিন যেখানেই বসবাস করুন না কেন, তাকে সর্বদা এককভাবে ও সাংগঠনিকভাবে ব্যক্তি ও সমাজ পরিবর্তনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। এতে তিনি নিহত হলে বা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলে উভয় অবস্থায় তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ’।[১]

ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ :

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকটি ভ্রান্ত আক্বীদার জন্ম হয়েছে। যেমন (১) তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী আক্বীদা। তারা বলেন, যেমন কর্ম তেমন ফল। অতএব তাকদীর বলে কিছু নেই। এদেরকে ‘ক্বাদারিয়া’ বলা হয়।

(২) বস্তুবাদী আক্বীদা : যারা বলেন বস্তুই সব। যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা এবং উপায়-উপকরণ থাকলে কাংখিত পরিবর্তন সম্ভব। অন্য কারু সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এরা নিজেদেরকে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ বলেন। (৩) যুক্তিবাদী আক্বীদা : যারা যুক্তির উপর নির্ভরশীল এবং পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে সবকিছু যুক্তির মাধ্যমে করতে চান। এরা মু‘তাযিলা বলে পরিচিত। (৪) নাস্তিক্যবাদী আক্বীদা : যারা বলেন, মানুষ নিজ প্রচেষ্টায় সবকিছু করতে পারে। আল্লাহ বলে কিছু নেই। এদেরকে নিরীশ্বরবাদী বা প্রকৃতিবাদী বলা হয়। আল্লাহ বলেন, তারা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি। কালের আবর্তনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণা ভিত্তিক কথা বলে থাকে’ *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। কিয়ামত সম্পর্কে তারা বলে, ‘... আমরা জানিনা কিয়ামত কি? আমরা মনে করি এটি একটি ধারণা মাত্র এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই’

১. *মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।*

(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)। (৫) অদৃষ্টবাদী আক্বীদা : যারা আয়াতের শেষাংশের ভিত্তিতে বলেন, আল্লাহই সবকিছু করেন। তিনি যখন কারু ধ্বংস চান, তখন মানুষ নিজেই সেদিকে এগিয়ে যায়। এদের ভ্রান্তির বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'মুশরিকরা সত্বর বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহ'লে আমরা শিরক করতাম না বা আমাদের বাপ-দাদারাও করত না। আর কোন বস্তুকে আমরা হারামও করতাম না। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের অবিশ্বাসীরা স্ব স্ব রাসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। অবশেষে তারা আমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেছিল। বলে দাও, তোমাদের কাছে (তোমাদের দাবীর পক্ষে) কোন প্রমাণ আছে কি? থাকলে আমাদের সামনে তা পেশ কর। মূলতঃ তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ করে থাক এবং অনুমানভিত্তিক কথা বল' *(আন'আম ৬/১৪৮)*।

অথচ এবিষয়ে সঠিক আক্বীদা এই যে, মানুষকে তার সাধ্যমত সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে হবে। রোগী ঔষধ খাবে। কিন্তু ভরসা থাকবে আল্লাহ্র উপর। সর্বদা এ বিশ্বাস মযবুত রাখতে হবে যে, রোগ ও তা আরোগ্য দানের মালিক আল্লাহ। এতে বান্দার বা ডাক্তারের কোন হাত নেই। বান্দা চেষ্টা করবে। কিন্তু পূর্ণতা আল্লাহ্র হাতে। সফলতা ও ব্যর্থতার মালিক তিনি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার সমাজ পরিবর্তনে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাহ্যতঃ ব্যর্থ হলেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে মদীনায় হিজরত করলেন। পথিমধ্যে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছওর গিরিগুহায় আত্মগোপন করে থাকলেন তিনদিন। এ সময় গুহা মুখে শত্রুর পদচারণা দেখে ভীত সাথীকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(তওবা ৯/৪০)*। ফলে আল্লাহ্র হুকুমে শত্রুর দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরে গেল। তিনি ও তাঁর সাথী নিরাপদ থাকলেন।

পক্ষান্তরে ওহোদ যুদ্ধকালে তীরন্দায বাহিনী শেষ মুহূর্তে গিয়ে প্রচেষ্টা বাদ দেয় এবং গণীমত সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম বাহিনী সাক্ষাত বিজয় থেকে চরম বিপর্যয়ে পড়ে যায়। এখানে আল্লাহ তীরন্দাযদের পরিবর্তনের কারণে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। অবশ্য আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, ব্যক্তি তার নিজস্ব ভুলের কারণেই কেবল বিপদগ্রস্ত হবে। বরং অনেক সময় অন্যের কারণে ব্যক্তির উপর বিপদ এসে থাকে। যেমন ওহোদ যুদ্ধে তীরন্দাযদের বৃহদাংশের ভুলের কারণে সেনাপতিসহ সংখ্যালঘু অংশ সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েও নিহত হন। যার পরিণামে পুরা মুসলিম বাহিনীর উপর বিপর্যয় নেমে আসে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ 'আমরা কি ধ্বংস হব, অথচ আমাদের মধ্যে রয়েছেন বহু সৎকর্মশীল মানুষ? স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহশের এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ 'হ্যাঁ! যখন পাপ আধিক্য লাভ করবে'।[২]

উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, পাপের প্রতি মানুষ খুব সহজে এবং দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। যেমন তীরন্দায বাহিনীর ৫০ জনের ৪০ জনই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ ও তাদের সেনাপতির আদেশ অমান্য করে দুনিয়া লাভের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। দ্বিতীয়তঃ পাপের কাজ চাকচিক্যপূর্ণ ও লোভনীয় হওয়ায় দ্রুতবেগে তা সমাজে বিস্তার লাভ করে। আর অধিকাংশ মানুষ তা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে পাপের প্রতিরোধ ও সৎকর্ম সম্পাদনের কাজ আড়ম্বরহীন ও কঠিন হওয়ায় মানুষ ঝুঁকি নিতে ভয় পায় এবং তাদের সংখ্যা কম হয়। নিঃসন্দেহে তাদের পুরস্কারও বেশী। যেকারণ তারাই হবেন কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র মনোনীত বিজয়ী দল বা ফিরক্বা নাজিয়াহ।

উক্ত হাদীছে আরেকটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে, পাপ প্রসারের জন্য নেতা বা সংগঠনের তেমন কোন প্রয়োজন হয় না। কেবল একটা ঝোঁক ও হুজুগই যথেষ্ট। কিন্তু মিথ্যার প্রতিরোধ ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র নামে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ আমীর ও মামূরের প্রয়োজন হয়। তাই ইমারত ও বায়'আত বিহীন কোন ঠুনকো সংগঠন দিয়ে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। ঐগুলি কোন ইসলামী সংগঠন হিসাবেও স্বীকৃত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, হামযা, তালহা, যুবায়ের প্রমুখ একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানবায সাথী ছিলেন বলেই সে যুগে প্রচলিত মিথ্যার স্রোত প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। যদিও দলের মধ্যে সুবিধাভোগী মুনাফিক ও চক্রান্তকারীদের অপতৎপরতা সর্বদাই অব্যাহত ছিল। এদের ব্যাপারে সতর্ক থেকেই হকপন্থীদের কাফেলা এগিয়ে যাবে কিয়ামত অবধি।

এক্ষণে সমাজ পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য বিষয় হ'ল তিনটি : (১) আক্বীদার পরিবর্তন। যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মাক্কী সূরা সমূহে বলতে গেলে এ বিষয়েই সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে। (২) নিজস্ব আচরণের পরিবর্তন। কেননা আক্বীদা ও আচরণ দ্বিমুখী হলে বা সুবিধাবাদী হলে তা সমাজ পরিবর্তনে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। (৩) নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলে সমৃদ্ধ নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীবাহিনী। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'তোমার জন্য আল্লাহ ও তোমার অনুসারী

২. *বুখারী হা/৩৩৪৬; মুসলিম হা/২৮৮০*।

মুমিনগণই যথেষ্ট' *(আনফাল ৮/৬৪)*। তিনি বলেন, তুমি বলে দাও, এটিই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ মহাপবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। যদিও আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ 'আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? *(যুমার ৩৯/৩৬)*। এর অর্থ বান্দার জন্য সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহ যথেষ্ট। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের জন্য একক নেতৃত্বের অধীনে একদল আল্লাহভীরু কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। একারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ'।[৩] কেননা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে বা ছাগলকে নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে নেয়'।[৪] তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়'।[৫] এখানেও শয়তানী ধোঁকায় পড়ে মুসলিম উম্মাহ যেন ধর্মের নামে শতধা বিচ্ছিন্ন না হয়, সেজন্য আল্লাহ কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে সমবেতভাবে ধারণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। কিন্তু মুসলমানেরা আল্লাহ্র উক্ত নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ধর্মের নামে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়েছে এবং হাবলুল্লাহকে ছেড়ে অসংখ্য আব্দুল্লাহকে আঁকড়ে ধরেছে। যেটা ছিল অভিশপ্ত ইহূদীদের রীতি। যে বিষয়ে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সাবধান করে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ- 'নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং নিজেরা দলে দলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) তিনি তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন' *(আন'আম ৬/১৫৯)*। ইহূদী-নাছারা ও মুসলিম উম্মাহ্র শিরক ও বিদ'আতপন্থী সকল মানুষ, যারা ফির্কা নাজিয়াহ ছেড়ে নিজেদের ফাসিদ রায় ও ক্বিয়াসের অনুসারী হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। অতঃপর সেটাকেই উত্তম ভেবেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ উপরোক্ত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

পরিশেষে দরসে বর্ণিত আয়াতটির সরলার্থ এই যে, নবীগণের তরীকায় আল্লাহ্র পথে দাওয়াত এবং শয়তানী পথ সমূহের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদের মাধ্যমেই কেবল শিরকী সমাজ পরিবর্তন করা এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর এজন্য প্রয়োজন আল্লাহ্র রহমতের উপর নির্ভরশীল একদল যোগ্য কর্মীবাহিনী এবং আল্লাহ্র পথের নিঃস্বার্থ দাঈ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ
২২০, বংশাল (২য় তলা)
১৩৮, মাজেদ সরদার লেন
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রাপ্তিস্থান :
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১ ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০ ৮০০৯০০

৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৬৩।*
৪. *আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৭।*
৫. *তিরমিযী হা/২১৬৫।*

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ :

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট ও ছিন্ন হওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ, অনুকম্পা পরিহার করা, পূর্ববর্তী আত্মীয়দের বংশধরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, শারঈ ওযর ব্যতীত তাদের প্রতি ইহসান না করা, কারো প্রতি আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করার দোষ চাপানো ইত্যাদি।[৬]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম :

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গোনাহ।[৭] কেননা আল্লাহ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৮] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন[৯] এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে উল্লেখ করেছেন।[১০] বিশেষ করে পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।[১১] আর অন্যান্য আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা গোনাহের কারণ, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপকারিতা ও পাপ :

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি বড় গোনাহের কাজ। এর ফলে পারস্পরিক বন্ধন নষ্ট হয়, বংশীয় সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হয়, শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়, বিচ্ছিন্নতা ও একে অপরকে পরিত্যাগ করা অবধারিত হয়। এটা পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, হৃদ্যতা ও ভালবাসা দূর করে, অভিশাপ ও শাস্তি ত্বরান্বিত করে, জান্নাতে প্রবেশের পথকে বাধাগ্রস্ত করে, হীনতা ও লাঞ্ছনা আবশ্যক করে। এছাড়া এর কারণে মানবমনে চিন্তা ও পেরেশানী বৃদ্ধি পায়। কেননা মানুষ যার নিকট থেকে ভাল ব্যবহার, কল্যাণ ও সুসম্পর্ক কামনা করে, তার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে সেটা অধিক পীড়াদায়ক ও অসহনীয় হয়। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনামতে জ্ঞাতি সম্পর্ক ছিন্ন করার কিছু পাপ ও অপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অভিশপ্ত :

কুরআন মাজীদে আল্লাহ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ، أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- 'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকে লা'নত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৩)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনু নাছের আস-সা'দী বলেন, এতে দু'টি বিষয় রয়েছে। ১. আল্লাহ্র আনুগত্য আবশ্যকীয় করে নেয়া এবং তাঁর আদেশকে যথার্থভাবে পালন করা। এটা কল্যাণ, হেদায়াত ও কামিয়াবী। ২. আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়া, তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন না করা। যার দ্বারা দুনিয়াতে কেবল বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আর এ বিপর্যয় সৃষ্টি হয় পাপাচার ও অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এবং জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করার কারণে। তারাই ঐসকল লোক যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে। আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে তাদেরকে দূর করে দিয়ে এবং তাঁর ক্রোধের নিকটবর্তী করে তাদের অভিসম্পাত করেন'।[১২]

অন্যত্র তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِه وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِه أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ 'যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস' *(রা'দ ১৩/২৫)*।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ক্ষতিগ্রস্ত ফাসেকদের দলভুক্ত:

জ্ঞাতি সম্পর্ক বিনষ্টকারী পাপাচারী ও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يُضِلُّ بِه إِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ، الَّذِيْنَ يَنقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِه وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِه أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ- 'বস্তুত তিনি ফাসেকদের ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' *(বাক্বারাহ ২/২৬-২৭)*।

৩. পার্থিব শাস্তি ত্বরান্বিত হওয়া ও পরকালীন শাস্তি বাকী থাকা :

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে পরকালে কঠোর শাস্তি তো রয়েছেই। তাছাড়া দুনিয়াতেও তাদের দ্রুত শাস্তি হবে।

---

৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, কাতী'আতুর রাহিম, পৃঃ ২।
৭. ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমাহ ২৫/২৪৭।
৮. নিসা ৪/৩৬; বানী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭।
৯. বুখারী হা/১৩৯৬।
১০. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪, সনদ ছহীহ।
১১. বুখারী হা/২৪০৮; মুসলিম হা/২৫৯৩; বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭; তিরমিযী হা/১৯০১।
১২. আব্দুর রহমান ইবনু নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, ১/৭/৮৮, সূরা মুহাম্মাদ ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ ‘আল্লাহ তা‘আলা বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর ন্যায় অন্য কাউকে পৃথিবীতে দ্রুত শাস্তি দেয়ার পরও পরকালীন শাস্তিও তার জন্য জমা করে রাখেননি’।[১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْيِ. ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং বিদ্রোহের মত দুনিয়াতেই ত্বরিৎ শাস্তির উপযুক্ত আর কোন পাপ নেই। পরকালে তার জন্য যে শাস্তি সঞ্চিত রাখা হবে, তা তো আছেই’।[১৪]

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন :

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে মহান আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهَا مَهْ. قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ. قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ فَذَاكِ لَكِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِى الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ).

‘আল্লাহ তা‘আলা যখন সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করলেন, তখন ‘রেহেম (আত্মীয়তা)’ উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কোমর ধরল। আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও? সে বলল, এটা হ’ল আত্মীয়তা ছিন্নকারী হ’তে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার স্থান! তিনি বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব? রেহেম বলল, জ্বী হ্যাঁ, প্রভু! তিনি বললেন, এটা তো তোমারই জন্য। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, ইচ্ছা হ’লে পড়তে পার, ‘তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন সমূহকে ছিন্ন করবে’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২)*।[১৫] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, قَالَ اللهُ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِىَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِى مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ. ‘আল্লাহ তা‘আলা বলছেন, আমিই রহমান (দয়ালু), আমি আমার নাম (রহমান) থেকেই ‘রাহেম’ (আত্মীয়তার বন্ধন)-এর নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে আমা হ’তে ছিন্ন করব’।[১৬]

৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না :

জ্ঞাতি সম্পর্ক বিনষ্টকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[১৭] তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ ‘জান্নাতে প্রবেশ করবে না মদ পানকারী, জাদুতে বিশ্বাসী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী’।[১৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি বড় গোনাহের কাজ। একাজের মাধ্যমে দুনিয়াতে বিভিন্ন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও শাস্তি রয়েছে, পরকালে তো বটেই। তাই আমাদেরকে এ থেকে সাবধান হ’তে হবে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এমনকি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের থেকে দূরে থাকা যরূরী। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বালক ও নির্বোধদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হ’তে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। রাবী সাঈদ ইবনু সাম‘আন (রাঃ) বলেন, ইবনু হাসানা জুহানী তাঁকে বলেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, এর নিদর্শন কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যতা করা হবে।[১৯]

আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকার নিদর্শন

কতিপয় আলামত দেখে সহজেই অনুমতি হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শন নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

১. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র, অসচ্ছল ও অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে দান-ছাদাক্বা না করা। এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের মধ্যে সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় শ্রেণীর লোক আছে। কখনও কখনও সচ্ছল লোকেরা দূরবর্তী লোকদেরকে সহযোগিতা করলেও, অভাবী নিকটাত্মীয়দের

১৩. আবু দাঊদ হা/৪৯০২; তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; মিশকাত হা/৪৯৩২।
১৪. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৭, সনদ ছহীহ।
১৫. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৫০, সনদ ছহীহ।
১৬. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৩, সনদ ছহীহ।
১৭. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম, হা/২৫৫৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪।
১৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৮।
১৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৬, সনদ ছহীহ।

সহযোগিতা করে না। এটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

২. হাদিয়া বা উপঢৌকন বিনিময় না করা। এটা কখনও কৃপণতার কারণে হয়ে থাকে। কখনওবা এ ধারণায় হয়ে থাকে যে, যাকে হাদিয়া দেওয়া হবে তার এ ধরনের উপহার-উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই। যদিও এ ধারণা ভুল। কেননা কোন উপহার সাধারণত মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয় না। বরং উপহার-উপঢৌকন পারস্পরিক মুহাব্বত, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।[২০]

৩. পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ না করা। বহু দিন, মাস ও বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় অথচ আত্মীয়-স্বজন পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। ফলে একে অপরকে ভুলে যেতে শুরু করে। এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পূর্ব লক্ষণ।

৪. আত্মীয়দের মাঝে একে অপরের সুখে-দুঃখে সহমর্মী ও সমব্যথী না হওয়া। বিপদাপদে পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকা।

৫. আত্মীয় ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর একত্রিত হওয়ার জন্য দিনক্ষণ নির্ধারিত ও স্থান নির্দিষ্ট থাকলে, সেখানে উপস্থিত না হওয়া।

৬. আত্মীয়-স্বজন সম্পর্ক বজায় রাখলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা আর তারা সম্পর্ক ঠিক না রাখলে বন্ধন ছিন্ন করা। এটা প্রকৃত অর্থে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা নয়। বরং এটা হচ্ছে বিনিময়।[২১] যে কোন মূল্যে সম্পর্ক ও বন্ধন বজায় রাখাই হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা।[২২]

৭. বিবাহ-ওয়ালীমা, ঈদ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদেরকে দাওয়াত না দেওয়া।

৮. খারাপ কথা ও কাজ এবং অশোভন আচরণের মাধ্যমে তাদের কষ্ট দেওয়া।

৯. তাদেরকে হকের দিকে দাওয়াত না দেওয়া, হেদায়াতের দিক-নির্দেশনা প্রদান না করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ না করা।

১০. ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা কিংবা অন্য কোন কারণে আত্মীয়দের মাঝে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা তৈরী করা।

উপরোক্ত কাজগুলি থেকে বিরত থেকে আত্মীয়দের সাথে সাধ্যমত সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হওয়া সকলের জন্য অতীব যরূরী।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে, যার কোন একটি বা একাধিক কারণ বিদ্যমান থাকলে মযবূত জ্ঞাতি সম্পর্কও শিথিল হয়ে যায়, শক্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. অজ্ঞতা : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত এবং সম্পর্ক বিনষ্ট করার পাপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ফলে এ ধরনের অজ্ঞ মানুষ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় না। বরং কোন কোন সময় এ বন্ধন ছিন্ন করতে তৎপর ও সচেষ্ট হয়।

২. তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতার অভাব : মানুষের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির অভাব থাকলে তার দ্বীনদারী দুর্বল হয়ে যায়। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা বা না করায় তার মধ্যে তেমন কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বা ভাবান্তর সৃষ্টি হয় না। তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নেকী অর্জনে আগ্রহী হয় না এবং এ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পরিণতিকে ভয় পায় না।

৩. অহংকার : কোন কোন মানুষ যখন উচ্চ পদমর্যাদা ও শীর্ষস্থান লাভ করে কিংবা বড় ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়, তখন আত্মীয়দের সাথে গর্ব-অহংকার করে। আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিকে গর্বভরে প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে অবজ্ঞা করে। আর এ কাজকে সে যথার্থ মনে করে। এমনকি সে এটাও মনে করে যে, মানুষ তার কাছে সাক্ষাৎ করতে আসবে এবং সে নিজে সাক্ষাৎ দাতা হওয়ার অধিক উপযুক্ত। এই অহংকার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ।

৪. দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা : অনেক মানুষ এমন আছে যে, আত্মীয়-স্বজন থেকে দীর্ঘ সময় এমনকি বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে অপরিচিতি ও অজানা-অচেনা অবস্থা সৃষ্টি হয়। দেখা-সাক্ষাতে কালক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রতা তৈরী হয়। এভাবে আত্মীয়দের সাথে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার ফলে স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

৫. অত্যধিক তিরস্কার : বহু মানুষ এমন আছে যে, দীর্ঘদিন পরে তার বাড়ীতে কোন আত্মীয় আসলে অব্যাহত ও অবিরতভাবে তাকে তিরস্কার ও নিন্দা করতে থাকে। এমনকি এক্ষেত্রে সীমালংঘন করে ফেলে এবং ঐ আত্মীয়ের হক ভুলে গিয়ে তাকে যথার্থ সমাদর ও যত্ন করতে ঘাটতি করে ফেলে। এতে ঐ আত্মীয় তার বাড়ীতে আসা কমিয়ে দেয়। এভাবে দূরত্ব তৈরী হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

৬. অতিরিক্ত কষ্ট করা : সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাদের নিকটে কোন আত্মীয় আসলে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট করে। তাদের সমাদর ও আপ্যায়নে সীমালংঘন করে; সম্পদের অপচয় করে, অর্থ-কড়ি বিনষ্ট করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা নিঃসম্বল হয়ে যায়। এতে অনেক আত্মীয় তার বাড়ীতে যাওয়া কমিয়ে দেয় এ আশংকায় যে, সে সমস্যায় পড়বে।

৭. বাড়ীতে আগত আত্মীয়দের গুরুত্ব কম দেওয়া : বহু মানুষ রয়েছে যাদের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন আসলে

২০. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪, সনদ হাসান।*
২১. *বুখারী হা/৫৯৯১।*
২২. *মুসলিম হা/২৫৫৮।*

তাদেরকে যথার্থ গুরুত্ব দেয় না; তাদের সাথে প্রাণ খুলে কথাও বলে না। বরং তাদেরকে এড়িয়ে চলা বা প্রত্যাখ্যান করার ভাব মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে এবং আত্মীয়দের সাথে যখন কথা বলে তখন তাদের মুখ শুকিয়ে যায়। তাদের আগমনে খুশি হ'তে পারে না, তাদের আগমনে শুকরিয়া আদায় করে না, তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা বা সাদর সম্ভাষণ জানায় না। বরং তাদের কথা-বার্তায় বিরক্তভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে ঐ আত্মীয়ের সাথে অন্যদের সাক্ষাৎ করা বা তার বাড়ীতে আসার ব্যাপারে অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৮. কৃপণতা : সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ ও সম্মান দান করলেও তারা আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকে। এটা অহংকারবশতঃ নয়। বরং এটা আত্মীয়দের জন্য গৃহদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ভয়, যাতে তারা বেশী বেশী আগমন করবে এবং তার কাছে অধিক হারে অর্থ-কড়ি চাইবে ইত্যাদি। তাছাড়া তার বাড়ীতে আসলে আত্মীয়-স্বজনকে যথার্থ আপ্যায়ন করতে হবে, সাধ্যমত তাদের খেদমত করতে হবে। এতে তার ব্যয় বেড়ে যাবে। এই ভয়ে আত্মীয়দের এড়িয়ে চলে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ও তাদেরকে পরিত্যাগ করে।

৯. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব করা : অলসতাবশতঃ কিংবা কারো কারো যিদ ও গোঁড়ামির কারণে উত্তরাধিকারীদের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব করা। যখন মীরাছ বণ্টনে দেরী হবে এবং কেউ ভোগ-দখল করতে থাকবে, তখন আত্মীয়দের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে। এতে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশ লাভের দাবী তীব্র হবে। অপর দিকে এই ওয়ারিছদের কেউ মারা গেলে মীরাছ বণ্টনের পরিসর বেড়ে যায়, সেটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে থাকে না। কারণ এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব বেড়ে যায়। আর সকলে সম্পদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণের জন্য সমবেত হয়। এতে পরস্পরের মধ্যে কুধারণার সৃষ্টি হয় এবং গোলযোগ ও ঝগড়া-বিবাদ বেঁধে যায়। ফলে পরিস্থিতি হয় সঙ্কটাপন্ন, সমস্যা হয় ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর ফলাফল হয় আত্মীয়দের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

১০. আত্মীয়দের মাঝে যৌথ কারবার : যখন কয়েক ভাই কিংবা কিছু আত্মীয়-স্বজন মিলে যৌথভাবে কোন প্রকল্প অথবা ব্যবসা বা কোম্পানী চালু করা হয় এবং তা যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত না হয়, তখন অংশীদারদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এজন্য তা প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে নিষ্কলুষ মন-মানসিকতা নিয়ে। অন্যথা যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কর্মপরিধি বেড়ে যাবে তখন পরস্পর বিরোধী মনোভাব তৈরী হবে। বিদ্রোহ ত্বরান্বিত হবে এবং খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে। বিশেষত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ও পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থ মানসিকতা কম থাকলে অথবা একজন স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকলে কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট হ'লে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। কখনও অবস্থা এমন হয় যে, এ বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ফলে প্রতিপক্ষের জন্য এটা হয় লজ্জা ও অপমানের কারণ। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ 'আর শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর তো অবিচার করে থাকে, করে না কেবল মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প' *(ছোয়াদ ৩৮/২৪)*।

১১. দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা : দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, বিত্ত-বৈভবে নিমজ্জিত ব্যক্তি, যার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার মত সময় নেই এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রদর্শনের মত ন্যূনতম ফুরসত নেই। এরূপ ব্যক্তির সাথে অন্যরাও সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে এ ধরনের লোকের নিকটে পার্থিব জীবন হয় মুখ্য এবং পরকালীন জীবন হয় গৌণ। ফলে তারা দ্বীনদার, পরহেযগার মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। কখনওবা এদের দুনিয়াপ্রীতি ধর্মভীরু মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। কেননা এ ধরনের লোকেরা আল্লাহভীরুদের অজ্ঞ, মূর্খ ও অসামাজিক বলে তিরস্কার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

১২. দূরত্ব ও সাক্ষাৎ করতে অলসতা : এমন অনেক মানুষ আছে, যারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী দূরে হয়ে গেলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে কষ্টবোধ করে। এর ফলে ঐ আত্মীয়রা ধীরে ধীরে তার থেকে দূরে সরে যায়। দূরের আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকলেও সফরের কষ্ট তাকে নিবৃত্ত করে দেয়। ফলে ঐ আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের বাড়ীতে গমন করতে হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

১৩. আত্মীয়দের কষ্ট সহ্য না করা ও সহিষ্ণু না হওয়া : অনেক লোক আছে, যারা আত্মীয়দের প্রদত্ত ন্যূনতম কোন কষ্টও সহ্য করে না এবং তাদের কোন তিরস্কারও বরদাশত করে না। এমনকি এ কারণে লোকেরা ক্রমশঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দিকে ধাবিত হয়।

১৪. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের ভুলে যাওয়া : পরিবারের কারো ওয়ালীমা বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত-ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়; অথচ দরিদ্র আত্মীয়দেরকে দাওয়াত দেয়া হয় না। কখনও দায়সারাভাবে কিংবা ফোনে দাওয়াত দেওয়া হয়। কোন কোন সময় কাউকে ভুলবশত আমন্ত্রণ করা হয় না। এসব কারণে আত্মীয়দের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কেউ এ ভুলে যাওয়াকে মনে করে তাদের সাথে ভুলে যাওয়ার অভিনয় করা হয়েছে বা তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এ ধরনের কুধারণা সৃষ্টির ফলে জ্ঞাতি সম্পর্ক ছিন্ন ও তাদের প্রত্যাখ্যানের দিকে ধাবিত হয়।

১৫. হিংসা-দ্বেষ : আল্লাহ অনেককে বিদ্যা-বুদ্ধি ও সম্পদ দান করেছেন এবং তাদের অন্তরে আত্মীয়দের প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারা সাধ্যমত আত্মীয়দের আদর-আপ্যায়ন করে। এটা দেখে কোন কোন আত্মীয় হিংসা করে, তার খুলূছিয়াতে সন্দেহ পোষণ করে। সে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভোগে, অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসে। ফলে ঐ আত্মীয়ের প্রতি অকারণে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে। এটাই এক সময় তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর খাড়া করে দেয়।

১৬. অত্যধিক হাসি-ঠাট্টা : অতিরঞ্জিত কোন কিছুই ভাল নয়। তেমনি হাসি-ঠাট্টার ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি মঙ্গলজনক নয়। বিশেষত সবাই এসব পসন্দ করে না। আবার হাসি-ঠাট্টার ছলে মুখ ফসকে এমন কথা বের হয়ে যায়, যা অন্যের কাছে অসহনীয় হয় এবং এটা তার মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে যে ব্যক্তি উক্ত কথা বলে তার প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়। যা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নের পর্যায়ে গড়ায়।

১৭. চোগলখোরী করা : চোগলখোরী যেমন মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তেমনি আত্মীয়দের মাঝেও সম্পর্কের অবনতি এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। কেননা পরস্পরের দোষ-ত্রুটির আদান-প্রদান ও কুৎসা রটনা মানুষের অন্তরে ক্ষোভ পয়দা করে। আর আত্মীয়দের মাঝে এ ঘটনার অবতারণা হ'লে আত্মীয়তা নষ্ট হয়।

১৮. কু-ধারণা পোষণ করা : কোন কোন সময় আত্মীয়রা অপরের কাছে স্বীয় প্রয়োজন ও চাহিদা ব্যক্ত করে তা পূরণের দাবী করে। কিন্তু দাবীকৃত ব্যক্তির পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব হয় না বা সে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে যাচঞাকারীর মনে ঐ আত্মীয় সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরী হয়। সে মনে করে যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে সহায়তা করা হ'ল না। এতে তার মনে ঐ আত্মীয়ের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যা এক সময় বিচ্ছিন্নতায় রূপ নেয়। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে কু-ধারণা সৃষ্টি হ'তে পারে। এগুলি থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

১৯. আত্মীয়দের থেকে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখার প্রচেষ্টা : এক শ্রেণীর ধনী লোক আছে, যারা সম্পদের যাকাত বের করে দূরবর্তী লোকদের দান করে এবং নিকটাত্মীয়দের পরিত্যাগ করে এ কারণে যে, আত্মীয়রা তার সম্পদের পরিমাণ জেনে যাবে। নিজেকে গোপন রাখার প্রচেষ্টায়ই সে আত্মীয়দেরকে দূরে সরিয়ে দেয়।

২০. স্বামী-স্ত্রীর অসৎ চরিত্র : কোন কোন লোক স্ত্রীর খারাপ চরিত্রের কারণে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে ও অশেষ দুর্ভোগ পোহায়। কেউই এটা সহ্য করতে পারে না। জীবন তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। স্ত্রীর অসৎ চরিত্রের কারণে সে চায় না তার কোন আত্মীয় বা অন্য কেউ তার স্ত্রীর সাথে কথা বলুক। ফলে সে আত্মীয়দের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এমনকি আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকেও বিরত থাকে এবং তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। আবার কেউ তার বাড়ীতে আসলেও সে আনন্দিত হয় না, তার সাথে হাসিমুখে কথা বলে না। তাকে যথাযথ আপ্যায়ন করে না। এসব কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে স্বামীর চরিত্র খারাপ হ'লেও স্ত্রীকে সমস্যায় পড়তে হয়। সেও স্বামীর সাথে তার কোন মহিলা আত্মীয় দেখা-সাক্ষাৎ করুক বা কথা বলুক এটা সে মেনে নিতে পারে না। ফলে স্বামীকে সে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা না করতে বাধ্য করে।

এগুলি হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কতিপয় কারণ। সুতরাং এসব কারণের কোন একটি পরিলক্ষিত হ'লে তা দ্রুত পরিহার করতে হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার মত সকল প্রকার কারণ থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে হবে।

উপসংহার :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অতীব যরূরী। কেননা এটা হায়াত ও রিযক বৃদ্ধির মাধ্যম এবং জান্নাত লাভের উপায়। পক্ষান্তরে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা জান্নাত থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে উম্মতকে সাবধান করে বলেন, أَرْحَامَكُمْ أَرْحَامَكُمْ 'তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন' (সম্পর্কে সাবধান হও)।[২৩] অতএব প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ-নারীকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২৩. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৩৬, ১৫৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৮৯৪, সনদ ছহীহ।*

ঢাকার যে সকল হকার্স পয়েন্টে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. মতিঝিল ২. রাজারবাগ ৩. মহাখালী ৪. সদরঘাট ৫. বলাকা (নিউমার্কেট) ৬. তেজগাঁও ৭. বাংলা মটর ৮. ক্যান্টমেন্ট ৯. মিরপুর-১ ১০. আজমপুর ১১. রামপুরা ১২. আসাদগেট ১৩. কমলাপুর ১৪. যাত্রাবাড়ী ১৫. কাঁচপুর ১৬. গাবতলী ১৭. নবাবপুর ১৮. মগবাজার ১৯. মালিবাগ ২০. চেয়ারম্যান বাড়ী (বনানী) ২১. বারীধারা (নর্দা) ২২. উত্তরা ২৩. আব্দুল্লাহপুর ২৪. আসকোনা (গাজীপুর)।

সার্বিক যোগাযোগ

মহীউদ্দীন, সার্কুলেশন ম্যানেজার
ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
১০, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৬৮১-৪৭৪৭৩৬; ০১৭২০-০৮৬১৮৬।

বিদ‘আত ও তার পরিণতি

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৫ম কিস্তি)

শারঈ মানদণ্ডে বিদ‘আতে হাসানাহ্ ও সায়্যিআহ্

যারা বিদ‘আতকে হাসানাহ্ ও সায়্যিআহ্ তথা ভাল ও মন্দ শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত করে এবং বিদ‘আতে হাসানাহ্কে ইসলামী শরী‘আতে বৈধ বলে আখ্যায়িত করে, তারা স্পষ্টভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করে। কেননা তিনি বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ‘নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা’।[২৪] অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক প্রকার বিদ‘আতের উপর ভ্রষ্টতার হুকুম জারী করেছেন যা হেদায়াতের বিপরীত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ– ‘তারাই হেদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতা এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় করেছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল’ *(বাকারাহ ২/১৭৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ‘আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হেদায়াতকারী নেই। আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন, তার জন্য কোন পথ ভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন’? *(যুমার ৩৯/৩৬-৩৭)*।

দ্বিতীয়তঃ সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাদের কেউই বিদ‘আতকে হাসানাহ্ এবং সায়্যিআহ্ শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত করেননি।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ইসলামী শরী‘আতের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। কেননা ইবাদতের মূল হল নিষিদ্ধ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা জায়েয হওয়ার দলীল না পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيه فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের এই শরী‘আতের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২৫]

শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান (রহঃ) বলেন,

مَنْ قَسَّمَ الْبِدْعَةَ إِلَى بِدْعَةٍ حَسَنَةٍ وَبِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ؛ فَهُوَ غَالِطٌ وَمُخْطِئٌ وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ ﷺ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ حَكَمَ عَلَى الْبِدَعِ كُلِّهَا بِأَنَّهَا ضَلاَلَةٌ، وَهَذَا يَقُوْلُ لَيْسَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً، بَلْ هُنَاكَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ–

‘যে ব্যক্তি বিদ‘আতকে হাসানাহ্ ও সায়্যিআহ্ তথা ভাল ও মন্দ শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত করল, সে ভুল করল এবং সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা মর্মে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর বিরোধিতা করল। কেননা রাসূল (ছাঃ) সকল বিদ‘আতকেই গোমরাহী বলে ফায়ছালা দিয়েছেন। অথচ এ ব্যক্তি (বিদ‘আতী) বলছে যে, সকল বিদ‘আত গোমরাহী নয়; বরং কিছু সুন্দর বিদ‘আত আছে’।[২৬]

হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) বলেন,

فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ : مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَهُوَ أَصْلٌ عَظِيْمٌ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ، وَهُوَ شَبِيْهٌ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ؛ فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّيْنِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ فَهُوَ ضَلاَلَةٌ، وَالدِّيْنُ بَرِيْءٌ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ مَسَائِلُ الاعْتِقَادَاتِ أَوِ الْأَعْمَالِ أَوِ الْأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ–

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ‘সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’ একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য, যা থেকে কোন কিছুই বাদ পড়ে না। ইহা দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহের মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়। ইহা রাসূল (ছাঃ)-এর ঐ বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’। অতএব যে ব্যক্তি নতুন কিছু সৃষ্টি করবে এবং তাকে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করবে, অথচ তা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে তা গোমরাহী। আর দ্বীন এ থেকে মুক্ত। চাই তা আক্বীদাহ সংক্রান্ত বিষয় হোক, কিংবা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোন কথা ও কর্ম সংক্রান্ত হোক’।[২৭]

বিদ‘আতে হাসানাহ ও সায়্যিআহ পন্থীদের দলীলের জবাব

প্রথম দলীল :

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ، وَقَدْ رَأَى الصَّحَابَةُ جَمِيْعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوْا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ–

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।*

২৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪২, ‘খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা অনুচ্ছেদ।*

২৫. *বুখারী হা/২৬৯৭, ‘বিবাদ মীমাংসা’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/১১৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।*

২৬. *ছালেহ আল-ফাওযান, আল-ইরশাদ ইলা ছহীহিল ই‘তিকাদ ১/৩০০ পৃঃ।*

২৭. *তদেব।*

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের দৃষ্টিতে যা উত্তম আল্লাহর দৃষ্টিতেও তা উত্তম। আর মুসলমানদের দৃষ্টিতে যা নিকৃষ্ট আল্লাহর দৃষ্টিতেও তা নিকৃষ্ট। আর প্রত্যেক ছাহাবী আবূ বকর (রাঃ)-কে খলীফা করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে ছিলেন।[২৮]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের নিকটে যে কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হবে, আল্লাহর নিকটেও সে কাজ উত্তম। অতএব বিদ‘আতে হাসানাহ্ মানুষের নিকট উত্তম বলে বিবেচিত বিধায় আল্লাহর নিকটেও তা উত্তম আমল হিসাবে গণ্য।

জবাব : ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, تفرد به النخعي، قال أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث، وهذا الحديث إنما يعرف من كلام بن مسعود– ‘এই হাদীছটি নাখঈ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, তিনি (নাখঈ) হাদীছ জালকারী। আর এই হাদীছটি ইবনু মাসঊদের বক্তব্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে’।[২৯]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن هذا ليس من كلام رسول الله وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله– ‘এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা নয়। হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এটাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাণী হিসাবে প্রমাণিত’।[৩০]

আল-আলাঈ (রহঃ) বলেন, আমি আমার দীর্ঘ গবেষণার পরেও হাদীছ গ্রন্থ সমূহে মারফূ সূত্রে এর কিছুই খুঁজে পাইনি। এমনকি যঈফ সনদেও পাইনি। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে ‘মাওকূফ’ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৩১]

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود– ‘মারফূ‘ সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে ‘মাওকূফ’ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে’।[৩২] তিনি আরো বলেন,

إِنَّ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى أَنَّ فِيْ الدِّيْنِ بِدْعَةً حَسَنَةً، وَأَنَّ الدَّلِيْلَ عَلَى حُسْنِهَا اعْتِيَادُ الْمُسْلِمِيْنَ لَهَا–

‘নিশ্চয়ই দুনিয়ার আশ্চর্যজনক বিষয় হল, কিছু মানুষ এই হাদীছটিকে দ্বীনের মধ্যে বিদ‘আতে হাসানাহ থাকার দলীল হিসাবে পেশ করে। অথচ বিদ‘আতে হাসানার দলীল পেশ করা মুসলমানদেরকে বিদ‘আতের উপর অভ্যস্ত করার নামান্তর’।[৩৩]

অতএব হাদীছটি মারফূ‘ সূত্রে ছহীহ না হওয়ায় তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও তা রাসূল (ছাঃ)-এর অকাট্য বাণী- فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা[৩৪] এর স্পষ্ট বিরোধী।

পক্ষান্তরে যদি হাদীছটিকে মাওকূফ সূত্রে ছহীহ ধরা হয়, তাহলে তাতে বর্ণিত المسلمون এর ال ইস্তিগরাকের জন্য এসেছে। অর্থাৎ সকল মুসলমান যার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে।

ইয ইবনু আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন, যদি হাদীছটিকে ছহীহ ধরা হয়, তাহলে তাতে বর্ণিত المسلمون দ্বারা أهل الإجماع বুঝানো হয়েছে।[৩৫]

অতএব উল্লিখিত আছার দ্বারা যারা বিদ‘আতে হাসানার বৈধতার দলীল পেশ করেছে, তারা কি এমন কোন বিদ‘আত উপস্থাপন করতে সক্ষম, যার উপর সকল মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করেছে? কখনোই তা সম্ভব নয়। বরং সকল প্রকার বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা, যা ছহীহ হাদীছ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

আর যদি المسلمون এর ال কে للجنس বা জাতি বাচক ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে, উক্ত বিদ‘আতকে কিছু মুসলিম বিদ‘আতে হাসানা বলে গণ্য করেছে এবং কিছু মুসলিম তাকে বিদ‘আতে সায়্যিআহ বলে আখ্যায়িত করেছে। আর এরূপ হলে তা ইজমা বলে গণ্য হবে না এবং এর দ্বারা দলীল পেশ করা বৈধ হবে না।

প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত আছারে বর্ণিত المسلمون এর ال দ্বারা للعهد বুঝানো হয়েছে। অতএব المسلمون দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইজমায়ে ছাহাবা তথা যার উপর ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর পৃথিবীতে এমন কোন বিদ‘আত নেই যা হাসানাহ বা ভাল হওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। বরং তাঁরা সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

সুধী পাঠক! উল্লিখিত আছারের প্রকৃত উদ্দেশ্য তার শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমার দলীল পেশ করেছেন।

---

২৮. মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬০০; সিলসিলা যঈফা হা/৫৩৩।
২৯. আবু উসামাহ্ সালীম ইবনু আব্দিল হিলালী আস-সালাফী, আল-বিদ‘আত ওয়া আছারুহুস সায়্যি ফিল উম্মাহ্, ৬০ পৃঃ।
৩০. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফুরুসিয়্যাহ, পৃঃ ৬১।
৩১. সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃঃ ৮৯।
৩২. সিলসিলা যঈফা হা/৫৩৩-এর আলোচনা দ্রঃ।
৩৩. তদেব।
৩৪. ইবনু মাজাহ, ‘খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ, হা/৪২।
৩৫. ফাতাওয়া ইয ইবনু আব্দিস সালাম, পৃঃ ৪২।

Contents

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত আছারটি দ্বারা খেলাফতের ক্ষেত্রে আবু বকর (রাঃ)-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমার কথা বুঝানো হয়েছে।[৩৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই আছারটি সকল মুসলমান যার উত্তমতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে আল্লাহর নিকট তা উত্তম হওয়ার দলীল। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমানের রায় বা মত তোমাদের উপর দলীল সাব্যস্ত হওয়া বুঝানো হয়নি।[৩৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত আছারে বর্ণিত المسلمون দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ছাহাবায়ে কেরাম। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম যার উত্তমতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন, আল্লাহর নিকট তা উত্তম।

এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) ছিলেন কঠোরভাবে বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যানকারী। তিনি বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ ‘হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই তোমরা নতুন কিছু সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের জন্য নতুন কিছু সৃষ্টি করা হবে। যখন তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) কোন নবাবিস্কৃত বস্তু দেখবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হল, প্রথমটাকেই আঁকড়ে ধরা’।[৩৮] অতএব তাঁর কথা কিভাবে বিদ‘আতে হাসানা বৈধতার দলীল হতে পারে?

এছাড়াও উল্লিখিত দলীলের উপর ভিত্তি করে যে কোন ভাল কাজকে বৈধ মনে করলে তা হবে ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً ‘সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তাকে উত্তম মনে করে’।[৩৯]

প্রিয় পাঠক! মুসলমানদের নিকট যে কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হবে, আল্লাহর নিকটেও সে কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হলে রাসূল (ছাঃ) ঐ তিন ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করতেন না; যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে কম মনে করেছিল এবং সারারাত্রি জেগে জেগে ছালাত আদায়, প্রতিদিন ছিয়াম পালন এবং বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উক্ত তিন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এতো ভাল হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ছালাত ও ছিয়ামের মত ভাল আমলের প্রতি উৎসাহ না দিয়ে বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ’তে বিমুখ হবে (সুন্নাত পরিপন্থী আমল করবে), সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়’।[৪০] অতএব ভাল কাজটি অবশ্যই কুরআন ও ছহীহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

দ্বিতীয় দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ-

‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতি চালু করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান প্রতিদানও সে পাবে। তবে তাদের প্রতিদান থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করবে, সে তার কাজের পাপ ও তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান পাপের অধিকারী হবে। তবে তাদের পাপ থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না’।[৪১]

জবাব : যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত বক্তব্যকে বিদ‘আতে হাসানার বৈধতার দলীল হিসাবে পেশ করে, তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যারা কুরআন ও হাদীছের প্রথম ও শেষ অংশ গোপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। যেমন- ছালাত অস্বীকারকারীরা দলীল দিয়ে থাকে যে, আল্লাহ নিজেই বলেছেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ‘দুর্ভোগ ছালাত আদায়কারীদের জন্য’ *(মাঊন ১০৭/৪)*। অথচ তারা পরের আয়াতগুলো উল্লেখ করে না। যেখানে বলা হয়েছে,

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ-

‘যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে উদাসীন; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য আদায় করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না’ *(মাঊন ১০৭/৫-৭)*। অর্থাৎ যারা তাদের ছালাত সম্বন্ধে উদাসীন ও লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করে তাদের জন্য দুর্ভোগ। কিন্তু তারা এসব কিছু উল্লেখ না করে বলে, ছালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ।

অনুরূপভাবে তারা উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলার বাণী- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না’ *(নিসা ৪/৪৩)*। অথচ তারা উক্ত আয়াতের পরের অংশ উল্লেখ করে না। যেখানে বলা হয়েছে,

৩৬. ইবনু কাছীর (রহঃ), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৩২৮ পৃঃ।
৩৭. ইবনুল কাইয়িম (রহঃ), আল-ফুরূসিয়্যাহ ৬০ পৃঃ।
৩৮. সুনানুদ দারেমী হা/১৬৯; ইবনু হাজার আসকালানী, সনদ ছহীহ, ফাতহুল বারী ১৩/২৫৩ পৃঃ।
৩৯. সিলসিলাতুল আছারিছ ছহীহাহ্ হা/১২১; আলবানী, সনদ ছহীহ, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ১/৮৩ পৃঃ।
৪০. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫, ‘কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।
৪১. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।

وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ 'তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ' *(নিসা ৪/৪৩)*। অর্থাৎ তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। কিন্তু তারা অবস্থা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র বলে থাকে যে, তোমরা ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।

বিদ'আতে হাসানার বৈধতার প্রমাণে উল্লিখিত দলীল পেশ করার ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হাদীছের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। অথচ পূর্ণ হাদীছ উল্লেখ করলে খুব সহজেই এর সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। তা হল :

মুনযির ইবনু জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার আবা পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব-অনটনে তাদের এই করুণ অবস্থা দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে আসলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বেলাল (রাঃ) আযান ও এক্বামত দিলেন। ছালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন- 'হে মানব জাতি! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মাত্র ব্যক্তি [আদম (আঃ)] থেকে সৃষ্টি করেছেন।... নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী' *(নিসা ৪/১)*। অতঃপর তিনি সূরা হাশরের শেষের দিকের এই আয়াত পাঠ করলেন- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভবিষ্যতের জন্য কি সঞ্চয় করেছে সেদিকে লক্ষ্য করে'। অতঃপর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ এক ছা' আটা ও কেউ এক ছা' খেজুর দান করল। অবশেষে তিনি বললেন, এক টুকরা খেজুর হলেও নিয়ে আস। বর্ণনাকারী বলেন, আনছার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলে নিয়ে আসলেন। তার হাত তা বহন করতে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। রাবী আরো বলেন, অতঃপর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে থাকল। ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ হয়ে গেল। রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা খাঁটি সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতি চালু করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে, তাদের সমান প্রতিদানও সে পাবে। তবে তাদের প্রতিদান থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করবে, সে তার কাজের পাপ ও তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান পাপের অধিকারী হবে। তবে তাদের পাপ থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না'।[৪২]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন আনছারীর দান আরম্ভ করার মাধ্যমে অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম একের পর এক দান করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশি হয়ে বলেছিলেন, কেউ যদি কোন সুন্নাতের উপর আমল আরম্ভ করে, আর তাকে দেখে অন্য কেউ আমল করে, তাহলে সে ব্যক্তিও সমপরিমাণ নেকীর হকদার হবে। এখানে বিদ'আতে হাসানাকে বৈধ করা হয়নি।

ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সুন্নাতের উপর আমল আরম্ভকারী। তাকে দেখে পরবর্তী আমলকারীদের সমপরিমাণ নেকীর হকদার হবে। আর এটা দু'টি দিক লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে।

(ক) প্রথমে লক্ষ্য করুন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখন উক্ত কথা বলেছিলেন? তিনি যখন ছাহাবায়ে কেরামকে দানের উৎসাহ দিচ্ছিলেন তখন এক আনছারীর দান আরম্ভ করার মাধ্যমে সকলেই দান আরম্ভ করেছিলেন। আর দান ইসলামী শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আর সুন্নাত কখনই বিদ'আত হতে পারে না। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً এর অর্থ হল, مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةٍ তথা 'যে ব্যক্তি সুন্নাতের উপর আমল আরম্ভ করল'।

(খ) বিদ'আতে হাসানাহ ও বিদ'আতে সায়্যিআহ এরূপ প্রকারভেদ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। কেননা কোন্ জিনিস উত্তম এবং কোন্ জিনিস নিকৃষ্ট? তা ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মানুষের বিবেক নির্ধারণ করলে তা কখনই গ্রহণীয় হবে না। সুন্নাত হল, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে বিদ'আত হল, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত। আর কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত কোন কাজ কখনোই হাসানাহ বা উত্তম হতে পারে না।

অতএব যে সুন্নাত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত অথচ মানুষ তার উপর আমল করে না, এমন কোন সুন্নাতকে নতুনভাবে জীবিত করাকে সুন্নাতে হাসানাহ্ বলা হয়। যেমন- জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তিনি তাঁর উম্মাতের উপর ফরয হওয়ার আশংকায় তিন দিনের বেশি জামা'আতে আদায় করেননি। ওমর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পরে উক্ত সুন্নাতকে জীবিত করলেন।

হে মুসলিম ভাই! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত কথাকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল,

৪২. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।

Contents

(ক) যিনি বলেছেন, مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ‘যে ব্যক্তি একটি সুন্নাত জারী করল’। তিনিই আবার বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ‘নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা’।[৪৩] আর এটা অসম্ভব যে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে এমন কথা বের হবে, যা তাঁরই অন্য একটা বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এটাও অসম্ভব যে, কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর দু’টি বাণীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। আর এটাও অসম্ভব যে, কখনো দু’টি হাদীছ বিরোধপূর্ণভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হবে। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্র বাণী বা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর মধ্যে বিরোধ আছে, সে যেন তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে নেয়। কেননা এ ধারণা এসেছে তার হাদীছ বুঝার ব্যর্থতা থেকে বা মনের কুটিলতা থেকে। আল্লাহ্র বাণী বা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর মধ্যে বিরোধ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহ’লে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً ও كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ এ দুই হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।[৪৪] সুতরাং আমাদের জন্য জায়েয হবে না যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক হাদীছকে গ্রহণ করব আর অন্য হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করব।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَنَّ ‘যে ব্যক্তি সুন্নাত জারী করল’। কিন্তু বলেননি من ابتدع ‘যে বিদ‘আত করল’। অতঃপর তিনি বলেছেন, فِي الإِسْلاَمِ তথা ইসলামের মধ্যে। আর বিদ‘আত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ইসলাম বহির্ভূত বলেই তাকে বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেছেন, حَسَنَةً তথা উত্তম। আর বিদ‘আত কখনো হাসানাহ্ তথা উত্তম হয় না; বরং রাসূল (ছাঃ) বিদ‘আতকে ضَلاَلَةٌ বা ভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৫]

(গ) সালাফে ছালেহীনের কেউ সুন্নাতে হাসানার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাকে বিদ‘আতে হাসানাহ বলে আখ্যায়িত করেননি।

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত কথা দ্বারা বিদ‘আতে হাসানা বৈধতার দলীল পেশ করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ– ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিল’।[৪৬]

তৃতীয় দলীল : হাদীছে এসেছে, আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল কারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি ওমর (রাঃ)-এর সাথে রামাযানের এক রাতে মসজিদের দিকে বের হলাম। আর মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে ছালাত আদায় করছিল। কেউ একাকী ছালাত আদায় করছিল আবার কেউ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করছিল। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, আমি যদি এই লোকগুলিকে একজন ক্বারী (ইমাম)-এর পেছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপরে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উবাই ইবনু কা‘বের পেছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। তারপর অন্য এক রাতে আমি ওমর (রাঃ)-এর সাথে বের হলাম। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে ছালাত আদায় করছিল। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ‘কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা’! তোমরা রাতে যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা ছালাত আদায় কর। এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন। কেননা লোকেরা তখন রাতের প্রথম অংশে ছালাত আদায় করত।[৪৭]

জবাব : প্রথমত যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ– ‘নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা,[৪৮] সেখানে অন্য কারো কোন কথা দ্বারা রাসূল (ছাঃ) এর উক্ত বাণীর বিরোধিতা করা বৈধ নয়। এমনকি নবী (ছাঃ)-এর পরে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আবূবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওছমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর উক্তির মাধ্যমেও নয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ‘সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি’ *(নূর ২৪/৬৩)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, أَتَدْرِيْ مَا الْفِتْنَةُ؟ اَلْفِتْنَةُ الشِّرْكُ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَعَ فِيْ قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيُهْلَكُ ‘তুমি কি জান ফিতনা কি? ফিতনা হ’ল শিরক। সম্ভবত কেউ যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার হৃদয়ে সৃষ্টি হয় ভ্রষ্টতা। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়’।[৪৯]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, يُوْشِكُ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৩. ইবনু মাজাহ, ‘খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ, হা/৪২।
৪৪. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-ইবদা ফী কামালিশ শারঈ ওয়া খাতারিল ইবতিদা‘, পৃঃ ১৯।
৪৫. তদেব।
৪৬. বুখারী হা/১০৮; মুসলিম হা/৩;
৪৭. বুখারী হা/২০১০, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১৩০১।
৪৮. ইবনু মাজাহ, ‘খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ, হা/৪২।
৪৯. ছালেহ আল-উছায়মীন, শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/১৭৯; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৪৮; সূরা নিসা ৬৪-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

وَتَقُوْلُوْنَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ‘আশংকা হয় যে, আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হবে। আমি বলছি যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর তোমরা বলছ, আবূবকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন’।[৫০]

দ্বিতীয়তঃ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীকে সম্মান করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র নাযিলকৃত দণ্ডবিধি সম্পর্কে অবগতির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনকি তিনি আল্লাহ্র বাণীর নিকট আত্মসমর্পণকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং ওমর (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে একথা বলা অনুচিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীর বিরোধিতা করে কোন বিদ‘আত সম্পর্কে বলবেন نِعْمَ الْبِدْعَــةُ هَــذِه (এটা উত্তম বিদ‘আত)? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই রামাযান মাসে ক্বিয়ামুল লাইল জামা‘আতবদ্ধভাবে আদায় করেছেন। হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّىْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا–

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে এক রাত্রিতে (তারাবীহ) ছালাত আদায় করলেন। তাঁর সাথে কিছু মানুষও ছালাত আদায় করল। অতঃপর পরবর্তী দিনও তিনি তারাবীহ্র ছালাত আদায় করলেন। এতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। অতঃপর ৩য় বা ৪র্থ রাত্রিতে লোকেরা সমবেত হ’ল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট বের হ’লেন না। সকাল বেলায় তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ব্যতীত অন্য কোন কারণ আমাকে তোমাদের নিকট বের হ’তে বাধা দেয়নি। কারণ (ফরয হয়ে গেলে) তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হবে’।[৫১]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওমর (রাঃ) জামা‘আতবদ্ধভাবে তারাবীহর ছালাত আরম্ভ করেননি। বরং তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তিনি তারাবীহ্র ছালাত তিন দিন জামা‘আতের সাথে আদায় করার পরে উম্মতের উপর তা ফরয হওয়ার আশংকায় জামা‘আত ত্যাগ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুবরণের পরে যেহেতু অহী অবতীর্ণের সমাপ্তি ঘটেছে, সেহেতু তা ফরয হওয়ার আশংকা দূরীভূত হয়েছে। আর তখনই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুমোদিত সেই সুন্নাতকেই ওমর (রাঃ) কেবল পুনর্জীবিত করেছিলেন মাত্র।

তৃতীয়তঃ ওমর (রাঃ) জামা‘আতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র ছালাতকে বিদ‘আত বলেছিলেন আভিধানিক অর্থে। কেননা আবু বকর (রাঃ)-এর যামানায় ও ওমর (রাঃ)-এর প্রথম যামানায় তারাবীহ্র ছালাত জামা‘আতবদ্ধভাবে আদায় হত না। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ফরয হওয়ার আশংকায় ত্যাগকৃত জামা‘আতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র ছালাত আদায়ের সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেছিলেন বলেই আবিধানিক অর্থে এটাকে বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যেহেতু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা‘আতবদ্ধভাবে তারাবীহর ছালাত আদায়ের সুন্নাত জারী করেছেন, সেহেতু আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করলেও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অবশ্যই বিদ‘আত নয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন,

قَوْلُ عُمَرَ «نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِه» فَأَكْثَرُ مَا فِيْهِ تَسْمِيَةُ عُمَرَ تِلْكَ بِدْعَةً مَعَ حُسْنِهَا، وَهَذِه تَسْمِيَةٌ لُغَوِيَّةٌ، لاَ تَسْمِيَةٌ شَرْعِيَّةٌ. وَذَلِكَ أَنَّ الْبِدْعَةَ فِيْ اللُّغَةِ تَعُمُّ كُلَّ مَا فُعِلَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ : فَمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ–

‘ওমর (রাঃ)-এর উক্তি, ‘এটা উত্তম বিদ‘আত’ কলার মধ্যে বেশির বেশি এতটুকু আছে যে, তিনি সেটাকে বিদ‘আতে হাসানাহ হিসাবে নামকরণ করেছেন। এই নামকরণ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে; পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। আর আভিধানিক দৃষ্টিতে বিদ‘আত হল, ঐ সকল সাধারণ নতুন সৃষ্টি, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আর পারিভাষিক দৃষ্টিতে বিদ‘আত হল, যা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়।[৫২]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

البدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية، كقوله: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وتارة تكون بدعة لغوية، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نِعْمَتَ البدعةُ هذه–

৫০. *শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/১৭৯; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ২০/২৫০; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৪৮ পৃঃ; সূরা নিসা ৬৪-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

৫১. *বুখারী হা/২০১২; মুসলিম হা/৭৬১।*

৫২. *শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৯৫ পৃঃ।*

‘বিদ‘আত দুই প্রকার। কখনো এটা পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ‘আত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী ‘নিশ্চয়ই সকল নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত এবং সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা’। আবার কখনো আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ‘আত হয়। যেমন- আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) লোকদেরকে তারাবীহর ছালাতের জন্য একত্রিত করেন এবং সর্বদা এ আমল করার জন্য উৎসাহিত করে বলেন, ‘এটা কতই না সুন্দর বিদ‘আত’।[৫৩]

চতুর্থ দলীল : বর্তমান পৃথিবীতে এমন কিছু নতুন বিষয় রয়েছে যা মুসলিম সমাজ গ্রহণ করেছে এবং তার উপর আমল করছে। অথচ সেগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে পরিচিত ছিল না। যেমন মাদরাসা নির্মাণ, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি। এগুলিকে মুসলিম সমাজ ভাল বলে গ্রহণ করেছে ও তার উপর আমল করছে এবং তারা এগুলোকে উত্তম কাজ হিসাবে গণ্য করেছে। যদি ইসলামী শরী‘আতে বিদ‘আতে হাসানার কোন অস্তিত্ব না থাকে তাহলে উল্লিখিত ভাল কাজগুলির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

জবাব : প্রকৃতপক্ষে এগুলো বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা শরী‘আতসম্মত কাজের একটা মাধ্যম মাত্র। আর মাধ্যম সমূহ স্থান ও কালের আবর্তনে ভিন্ন হয়ে থাকে এবং মাধ্যমগুলোর বিধান উদ্দেশ্যগুলোর বিধানের আওতাভুক্ত হয়। কাজেই শরী‘আতসম্মত বিষয়ের মাধ্যমগুলো বৈধ এবং শরী‘আত বিরোধী মাধ্যমগুলো অবৈধ। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ‘আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে’ *(আন‘আম ৬/১০৮)*। মুশরিকদের ইলাহগুলিকে গালি দেওয়া সীমালংঘন নয়, বরং সত্য ও উপযুক্ত। কিন্তু আল্লাহকে গালি দেওয়া সীমালংঘন ও যুলুম। কিন্তু মুশরিকদের ইলাহগুলিকে গালি দেওয়ার মত প্রশংসিত কাজ যখন আল্লাহকে গালি দেওয়ার মত ঘৃণিত কাজের কারণ হয়ে গেল, তখন সেটা (বিধর্মীদের উপাস্যকে গালি দেয়া) হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে ছুরি একটি ধারাল অস্ত্র, যা দ্বারা মানুষ হত্যা করা যায় এবং কুরবানীর পশুও যবেহ করা যায়। এক্ষণে যদি ছুরি তৈরী করা হয় মানুষ হত্যার উদ্দেশ্যে তাহলে ছুরি তৈরী করা হারাম হবে। আর যদি তা কুরবানীর পশু যবেহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা বৈধ হবে।

অতএব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও গ্রন্থ রচনা যদিও শাব্দিক অর্থে বিদ‘আত যা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় ছিল না, কিন্তু এটা শারঈ জ্ঞান চর্চার একটা মাধ্যম মাত্র। আর মাধ্যম সমূহের জন্য উদ্দেশ্য সমূহের বিধান প্রযোজ্য। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি হারাম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদরাসা বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার ভবন নির্মাণও হারাম সাব্যস্ত হবে। আর যদি কেউ দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তবে তার ভবন নির্মাণ বৈধ বা শরী‘আতসম্মত হবে। কিন্তু এটাকে বিদ‘আতে হাসানা বলার কোন অবকাশ নেই। কেননা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা সরাসরি কোন ইবাদত নয়; বরং এটা আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একটি মাধ্যম মাত্র।

[চলবে]

৫৩. *তাফসীর ইবনু কাছীর ১/১৬৬ পৃঃ; সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

এখন থেকে **‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ

ডা. শামীম আহসান
আমীর সাধুর মার্কেট
উডল্যান্ডের পূর্ব পার্শ্বে
ইপিজেড মোড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডাঃ জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ

আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের সামনে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

বিবাহের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

*আব্দুল ওয়াদূদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৮) মোহরানা নির্ধারণ : বিবাহের আগে মোহরানা নির্ধারণ করা এবং বিবাহের পর তা স্ত্রীকে দিয়ে দেওয়া ফরয। আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ‘তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশী মনে প্রদান কর’ *(নিসা ৪/৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ‘তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর’ *(নিসা ৪/২৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ‘(বিবাহে) সবচেয়ে বড় শর্ত যেটা তোমরা পূর্ণ করবে, সেটা হ’ল যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর’।[৫৪] অর্থাৎ মোহর।

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আমার জীবনকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন এবং তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখল নবী করীম (ছাঃ) তার সম্পর্কে কোন ফায়ছালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আপনার বিবাহের প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সঙ্গে এর বিবাহ দিয়ে দিন। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কী? সে উত্তর দিল, না, আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে দেখ, কিছু পাও কি-না। তারপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও। তারপর লোকটি আবার চলে গেল। ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু এই আমার লুঙ্গি (শুধু এটাই আছে)। সাহল (রাঃ) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি লুঙ্গির অর্ধেক মহিলাকে দিতে চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে তোমার লুঙ্গি দিয়ে কি করবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহ’লে তার কোন কাজে আসবে না। আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোন কাজে আসবে না। এরপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর সে উঠে দাঁড়াল ও নবী করীম (ছাঃ) তাকে যেতে দেখে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পরিমাণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে গণনা করল। নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী তোমার মুখস্থ আছে। সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার কাছে এ মহিলাকে তোমার অধীনস্থ করে দিলাম’।[৫৫]

স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মোহরানা দিতে হবে। যখন আলী (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি ফাতিমাকে (মোহরানা স্বরূপ) কিছু দাও। আলী (রাঃ) বললেন, আমার নিকট কিছু নেই। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার হুতামী বর্মটি কোথায়’?[৫৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ ‘তুমি বিবাহ কর, একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হ’লেও’।[৫৭]

উল্লেখ্য যে, কারণবশতঃ মোহর বাকী রাখা যায়। তবে সেটা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। তাই যত দ্রুত সম্ভব তা পরিশোধ করা কর্তব্য। মোহর বাকী থাকলে সন্তান অবৈধ হবে একথা ঠিক নয়। কেননা বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মোহর পরিশোধ করা শর্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, অমুক ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি তাদের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কোন মোহর নির্ধারণ করলেন না এবং মহিলাকে কিছু দিলেন না। ঐ ব্যক্তি হোদায়বিয়ার ছাহাবী ছিলেন। পরে তিনি খায়বরের গণীমতের অংশ পান। এ সময় তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হ’লে তিনি বলেন, স্ত্রীর জন্য আমার কোন মোহর নির্ধারিত ছিল না। এক্ষণে আমি আমার খায়বরের প্রাপ্ত অংশ তাকে মোহর হিসাবে দান করলাম। যার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম’।[৫৮] নবী করীম (ছাঃ) একদা মোহর বাকী রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা আদায় করতে বলেন।[৫৯] তবে সমাজে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার যে প্রচলন রয়েছে, তা চরম অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ণ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং হাতে অর্থ এলেই সর্বাগ্রে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে।

(৯) খুৎবা পড়া ও কবুল বলানো : আমাদের সমাজে কবুল বলানোর জন্য কাযী বা যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বরের অনুমতি নিয়ে দু’জন সাক্ষীসহ কনের নিকট চলে যান। কাযী

* *সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা), ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।*

৫৪. বুখারী হা/৫১৫১, মুসলিম হা/১৪১৮, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩১৪৩।

৫৫. বুখারী হা/৫০৮৭, ৫১২১, ৫১২৬, মুসলিম হা/১৪২৫, বুলূগুল মারাম হা/৯৭৯।

৫৬. আবু দাউদ হা/২১২৫, নাসাঈ হা/৩৩৭৫, বুলূগুল মারাম হা/১০২৯।

৫৭. বুখারী হা/৫১৫০ ‘বিবাহ’ অধ্যায়।

৫৮. আবূদাঊদ হা/২১১৭।

৫৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২।

গিয়ে বরের ঠিকানা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে কবুল বলতে বলেন। কবুল বলার পর কাযী ছাহেব বরের নিকট ফিরে আসেন এবং মেয়ের ঠিকানা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে মেয়েকে গ্রহণ করার জন্য কবুল বলতে বলেন। তিন বার কবুল বলার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এভাবে বিবাহ পড়ানো শারঈ পদ্ধতি নয়। ইসলামের নিয়ম হ'ল বিবাহের পূর্বে একজন বিবাহের খুৎবা পাঠ করবেন।[৬০] এরপর মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বরের সামনে মেয়ের পরিচয় ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক বিবাহের প্রস্তাব করবেন। এসময় দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন। তখন বর সরবে 'কবুল' অথবা 'আমি গ্রহণ করলাম' বলবেন। এরূপ তিনবার বলা উত্তম।[৬১] শুধু বরকেই কবুল বলাতে হবে। কনের নিকট থেকে কনের অভিভাবক শুধু অনুমতি নিবেন। বর বোবা হ'লে সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে পরিচিতিমূলক ইশারা বা লেখার মাধ্যমেও বিবাহ হ'তে পারে।[৬২] বিবাহের খুৎবা নিম্নরূপ-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ (ال عمران ١٠٢)- يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً (النساء ١)- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً (الأحزاب ٧٠-٧١)-[৬৩]

অতঃপর বিবাহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলবেন।

(১০) বিবাহ শেষে দো'আ পাঠ : বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উপস্থিত সকলে বর-কনের জন্য নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে-

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ 'আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত করুন'।[৬৪]

(১১) বাসর ঘর ও কনে সাজানো : বিয়ের পর বর-কনেকে একত্রে থাকার জন্য বাসর ঘরের ব্যবস্থা করা ও কনেকে সাজিয়ে সুন্দর করে বরের সামনে উপস্থিত করা সুন্নাত।[৬৫]

(১২) বিবাহের ঘোষণা দেওয়া : বিবাহ হচ্ছে একটি প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠান। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বিবাহের অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার কর'।[৬৬] এজন্য বিবাহের সময় ইসলামে দফ বা একমুখা ঢোল বাজানোকে জায়েয বলা হয়েছে। রুবাই বিনত মুআব্বিয ইবনু আফরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী করীম (ছাঃ) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার বিছানার ওপর বসে আছ। সে সময় আমাদের ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত আমাদের বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল'।[৬৭]

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য :

(১) স্ত্রীর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে দো'আ করা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করবে অথবা চাকর ক্রয় করবে, সে যেন তার কপালে হাত রেখে বিসমিল্লাহ পড়ে বলে, اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।[৬৮]

(২) স্বামী-স্ত্রী জামা'আতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা : শাকীক (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আগমন করল, তাকে আবু হারীয বলে ডাকা হ'ত। তারপর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি একজন যুবতী কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। আর আমি ভয় করছি যে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করবে। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেন, নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব-ভালবাসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং রাগ-অসন্তুষ্টি শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান ইচ্ছা করছে যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তা সে তোমাদের নিকট ঘৃণা সৃষ্টি করবে। সুতরাং সে (তোমার স্ত্রী) যখন তোমার কাছে আসবে তখন তাকে জামা'আত সহকারে তোমার পিছনে দু'রাক'আত ছালাত পড়তে নির্দেশ দিবে।[৬৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, স্ত্রী স্বামীর কাছে গেলে স্বামী দাঁড়িয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার পিছনে দাঁড়াবে। অতঃপর

৬০. সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ ১৯৯৮খ্রিঃ), ২/১৫৩।
৬১. বুখারী হা/৯৫, মিশকাত হা/২০৮।
৬২. শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১২/৪৪ পৃঃ।
৬৩. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৪৯।
৬৪. আবুদাউদ হা/২১৩০, তিরমিযী হা/১০৯১, ইবনে মাজাহ হা/১৯০৫, মিশকাত হা/২৩৩২।
৬৫. বুখারী, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৬, ইরওয়া হা/১৮৩১।
৬৬. ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী, ইরওয়া হা/১৯৯৩।
৬৭. বুখারী হা/৫১৪৭ 'বিয়ে ও ওয়ালীমায় দফ বাজানো' অনুচ্ছেদ।
৬৮. আবুদাউদ হা/২১৬০, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬।
৬৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ; আলবানী, আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ৩।

তারা একসঙ্গে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং বলবে, اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِى أَهْلِىْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِىَّ- اَللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ وفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ- 'হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দিন এবং আমার ভিতরেও বরকত দিন পরিবারের জন্য। হে আল্লাহ! আপনি তাদের থেকে আমাকে রিযিক দিন আর আমার থেকে তাদেরকেও রিযিক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যতদিন একত্রে রাখেন কল্যাণেই একত্রে রাখুন। আর আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলে কল্যাণের পথেই বিচ্ছেদ ঘটান'।[৭০]

(৩) সহবাসকালে দো'আ পাঠ : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ স্ত্রীর কাছে আসলে সে যেন বলে, بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا উচ্চারণ: 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শায়তা-না ও জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা'। অর্থ: 'আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে সন্তান দান করবেন তাদের শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুন'।[৭১]

(৪) সহবাসের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সময় ও জায়গা থেকে বিরত থাকা : বিবাহের পর মহিলা ঋতুবতী হ'লে সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং মহিলাদের পিছন দ্বারে সহবাস করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 'যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে কিংবা স্ত্রীর পিছনপথে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে যায় এবং তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল'।[৭২]

(৫) স্ত্রী সহবাসের পর ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করা : সহবাসের পরে ঘুমাতে ও পানাহার করতে চাইলে কিংবা পুনরায় মিলিত হ'তে চাইলে মাঝে ওযূ করে নেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ 'তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না; কাফের ব্যক্তির লাশ, জাফরান ব্যবহারকারী এবং অপবিত্র ব্যক্তি যতক্ষণ না সে ওযূ করে'।[৭৩]

(৬) ওয়ালীমা করা : বিবাহের পরে বরের অন্যতম কর্তব্য হ'ল ওয়ালীমা করা। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) একে ওয়াজিব বলেছেন।[৭৪] আলী (রাঃ) যখন ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'অবশ্যই নববধুর জন্য ওয়ালীমা হ'তে হবে'।[৭৫] ওয়ালীমার মাধ্যমে বিবাহের কথা সকলের মাঝে প্রচার হয়। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ 'রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বিবি যয়নাবের বিবাহে যত বড় ওয়ালীমা করেছিলেন, তত বড় ওয়ালীমা তিনি পরবর্তী কোন স্ত্রীর বিবাহে করেননি। তাতে তিনি একটি বকরী দিয়ে ওয়ালীমা করেছেন'।[৭৬] আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যেদিন যয়নাব (রাঃ)-এর সাথে বাসররাত উদযাপন করলেন, সেদিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করলেন এবং মুসলিমদেরকে তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশত খাওয়ালেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন এবং তাদের প্রতি সালাম করে তাদের জন্য দো'আ করলেন। আর তারাও তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর বাসর রাতের সকালে এরূপ করতেন'।[৭৭]

কয়দিন ওয়ালীমা করা যাবে :

ওয়ালীমার নামে আমাদের সমাজে বড় লোকদের মিলন মেলা বসে, যেখানে ছেলে বা মেয়ের অভিভাবকদের দৃষ্টি থাকে উপহারের দিকে। ফলে দরিদ্র লোকজন এসব অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ ওয়ালীমার দাওয়াতে উপহার দেওয়া বা নেওয়া রাসূলের সুন্নাত নয়, সুন্নাত হ'ল সৎ ব্যক্তিগণকে দাওয়াত দেওয়া। তারা দাওয়াত গ্রহণ করে ওয়ালীমাতে আসবেন ও নবদম্পতির ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য দো'আ করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ 'তুমি শুধুমাত্র মুমিনের সাথী হবে, আর কেবল আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমার খাদ্য খাবে'।[৭৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ 'খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওয়ালীমার খাবার যাতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং দরিদ্রদেরকে ত্যাগ করা হয়। আর ওয়ালীমার দাওয়াত যে কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করল'।[৭৯]

---

৭০. তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হা/৮৯০০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৭৫৪৭; সিলসিলা আছার আছ-ছহীহাহ হা/৩৬১।
৭১. বুখারী হা/১৪১, ৩২৭১, ৫১৬৫; মুসলিম হা/১৪৩৪; আহমাদ হা/১৯০৮, বুলূগুল মারাম হা/১০২০।
৭২. ইবনু মাজাহ হা/৬৩৯; তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১, হাদীছ ছহীহ।
৭৩. আবুদাউদ হা/৪১৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৩, সনদ হাসান।
৭৪. আদাবুয যিফাফ, মাসআলাহ নং ২৪।
৭৫. মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ২৪।
৭৬. বুখারী হা/৫১৬৮, মুসলিম হা/২৫৬৯, মিশকাত হা/৩২১১।
৭৭. বুখারী হা/৫১৫৪।
৭৮. আবুদাউদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৫০১৮।
৭৯. বুখারী হা/৫১৭৭, মুসলিম হা/১৪৩২।

Contents

কোন মুসলিম ভাই ওয়ালীমার দাওয়াত দিলে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا– 'তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করা হ'লে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে'।[৮০]

বিবাহে প্রচলিত প্রথা, যা ত্যাগ করা প্রয়োজন :

(১) বিবাহের তারিখ নির্ধারণ : বছরের কোন মাস বা দিনকে বিবাহের জন্য নির্ধারণ করা অথবা বিরত থাকা শরী'আত বিরোধী। নির্দিষ্ট কোন দিনে, কারো মৃত্যু বা জন্মদিনে বিবাহ করা যাবে না মনে করা গুনাহের কাজ। আল্লাহ্‌র কাছে বছরের প্রতিটি দিনই সমান। মানুষ তার সুবিধা অনুযায়ী যে কোন দিন নির্ধারণ করতে পারবে।

(২) যৌতুক : বর্তমানে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের বিবাহে যৌতুক একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবাহের সময় কনের পক্ষ থেকে বরকে বা বরপক্ষকে কিছু দিতে হবে, এটা ইসলাম সমর্থন করে না; বরং ছেলে বা ছেলেপক্ষ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মেয়েকে মোহর প্রদান করবে। আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশী মনে প্রদান কর' *(নিসা ৪/৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর' *(নিসা ৪/২৪)*। হিন্দু ধর্মের 'পণ' প্রথা থেকে মুসলিম সমাজে 'যৌতুক' প্রথার প্রচলন হয়। এ প্রথা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(৩) মোহরকে বংশীয় মর্যাদার প্রতীক বা নারীর নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসাবে মনে করা : বিবাহে মোহরের মত ফরয কাজকে আজকাল বংশ-মর্যাদা বা তালাক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারীর হাতিয়ার হিসাবে অনেকে মনে করেন। এজন্য ছেলের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করে মেয়েপক্ষ তাদের বংশমর্যাদা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ টাকা মোহর নির্ধারণ করেন। আবার অনেকে মনে করেন বিবাহে মোহর বেশী ধার্য করা থাকলে ছেলেপক্ষ মেয়েকে তালাক দিতে পারবে না বা তালাক দিতে চাইলে প্রচুর টাকা দিতে হবে। এই উভয় ধারণাই ইসলাম বিরোধী। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় লোকেরা এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়েও বিবাহ করতেন।[৮১] এছাড়া কিছু না থাকায় কেবল কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির বিবাহ দিয়েছেন।[৮২] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,

أَلاَ لاَ تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً–

'সাবধান! তোমরা নারীদের মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌র নিকট তাক্বওয়ার বিষয় হ'ত, তবে তোমাদের চেয়ে এ ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ)-ই অধিক উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার উকিয়ার বেশী দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই'।[৮৩] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الصِّدَاقِ أَيْسَرُهُ 'উত্তম মোহর হচ্ছে, যা দেয়া সহজ হয়'।[৮৪]

(৪) থুবড়া প্রথা : বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বর ও কনেকে বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে নিজ নিজ বাড়ীতে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে রাতের প্রথমাংশে মাহরাম, গায়রে মাহরাম পুরুষ-নারী, যুবক-যুবতী সকলে মিষ্টি, ফল-মূল ও পিঠা-পায়েস ইত্যাদি মুখে তুলে খাওয়ায়। সেই সাথে নব যুবতীরা গীত গেয়ে পয়সা আদায় করে। এসব রীতি ইসলাম সমর্থন করে না। বরং এর মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায় এবং পর্দাহীনতা ও যেনার দিকে ধাবিত হয়।

(৫) আংটি পরানো : আজকাল মুসলমানদের অধিকাংশ বিবাহে আংটি বদলের রীতি চালু রয়েছে। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) যাকে কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৫]

(৬) গায়ে হলুদ : গায়ে হলুদের নামে আমাদের সমাজে বিবাহের দু'একদিন পূর্বে বর ও কনের সর্বাঙ্গে বর-কনের ভাবী, চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোনেরা মিলে হলুদ মাখার যে অনুষ্ঠান করে, তা ইসলামী বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া নিজে অথবা মাহরাম ব্যক্তি কর্তৃক বর-কনেকে হলুদ মাখানো যায়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

'নবী করীম (ছাঃ) আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর গায়ে হলুদ রঙের আলামত দেখে বললেন, এটা কিসের রঙ? তিনি বললেন, আমি একটি মেয়েকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন,

৮০. *বুখারী হা/৫১৭৩, মুসলিম হা/১৪২৯।*
৮১. *ছহীহ আবু দাউদ হা/১৮৫৫।*
৮২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২, 'মোহর' অনুচ্ছেদ।*
৮৩. *তিরমিযী হা/১১১৪, ইবনু মাজাহ হা/১৮৮৭, মিশকাত হা/৩২০৪ 'মোহরানা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।*
৮৪. *আবুদাউদ হা/২১১৭, বুলূগুল মারাম হা/১০৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৩২৭৯।*
৮৫. *আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ৩৮।*

আল্লাহ তা'আলা তোমার এ বিয়েতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হ'লেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর'।[৮৬]

(৭) বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাদ্য বাজানো : আমাদের সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম ব্যঞ্জন হ'ল বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী বিভিন্ন অশ্লীল গান-বাদ্যের আয়োজন করা। বিবাহের ২/৩ দিন আগে থেকেই এই নাচ-গানের আসর চলে, শেষ হয় বিবাহের কয়েকদিন পর। অথচ ইসলামে এই অশ্লীল গান-বাদ্যকে হারাম করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِىْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ 'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে'।[৮৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىَّ أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ 'আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন অথবা হারাম করা হয়েছে মদ, জুয়া ও তবলা'।[৮৮] রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে বিবাহসহ বিভিন্ন সময় দফ বাজানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহের ঘোষণা করার জন্য দফ বা একমুখা ঢোল বাজানো বৈধ।[৮৯]

(৮) মহিলা বরযাত্রী : মহিলাদের যে কোন সময়ই বেপর্দা হয়ে সাজসজ্জা করে বের হওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু বিবাহের সময় মহিলারা সাজগোজ করে পাতলা কাপড় পরিধান করে পর্দাহীনভাবে বরের সাথে কনের বাড়ীতে যায়। এটা ইসলামে বৈধ নয়। যদি মহিলাদেরকে একান্তই যেতে হয় তাহ'লে পর্দার সাথে শালীন হয়ে যেতে হবে।

(৯) সাজগোজ করা : বর্তমানে বিবাহের অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রীকে বিভিন্নভাবে সাজানোর প্রথা চালু আছে। বিউটি পারলার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অনেকে সাজ নষ্টের আশংকায় ছালাত পরিত্যাগ করে। এসব সাজসজ্জা নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি। তবে স্বাভাবিক সাজসজ্জা দোষণীয় নয়। আবার বিবাহে বরকে স্বর্ণের আংটি উপহার দেওয়া হয়। যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। কেননা পুরুষদের সোনা ব্যবহার হারাম।[৯০] এতদ্ব্যতীত নেইল পালিশ ব্যবহার, কপালে টিপ দেওয়া, নখ বড় রাখা ইত্যাদি সবই বিধর্মীদের আচরণ। এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৯১]

(১০) অপচয় করা : আজকাল অধিকাংশ বিবাহে অপচয় করতে দেখা যায়। অনেকে আবার অপচয় করতে গিয়ে ঋণী হয়ে পড়ে। যেমন বিবাহের দাওয়াতের জন্য দামী কার্ড ছাপানো, শুধু বিবাহে ব্যবহারের জন্য বাহারী দামী পোশাক ক্রয় করা, পটকা-আতশবাজি ফুটান, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, রঙ ছিটাছিটি করা ইত্যাদি। ইসলামে এসব অপচয় হারাম। কুরআনে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৭)*।

(১১) অনৈসলামী রীতি : বিবাহের অনুষ্ঠানে বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহেদি, হলুদ, কিছু ধান-দূর্বা ঘাস, কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নিয়ে মাটির চাটিতে তৈল দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। তারপর বর-কনের কপালে তিনবার হলুদ মাখায়। এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো, বর-কনের মুখে আগুনের ধোঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। কোন কোন এলাকায় বর-কনেকে গোসল করতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপরে বড় চাদরের চার কোণা চারজন ধরে নিয়ে যায়। বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিঁড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটায় দাঁড় করিয়ে দুধ-ভাত খাওয়ানো হয়। সম্মানের নামে বর-কনে মুরুব্বীদের কদমবুসি করে। এছাড়া বিবাহের পর বর দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম করে। এসব প্রথা ইসলামে নেই। এতদ্ব্যতীত আজকাল মহিলারা তাদের চোখের ভ্রুকু উঠায়, মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায়, দাঁতের মাঝে কেটে ফাঁকা করে, হাত-পায়ের নখ বড় রাখে, যা শরী'আত সমর্থিত নয়।

(১২) বিবাহের বয়স নির্ধারণ : আমাদের দেশে ছেলে-মেয়ের বিবাহের জন্য বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত বয়সের পূর্বে কেউ বিবাহ করতে পারবে না, করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটা শরী'আতবিরোধী আইন। ইসলাম প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সামর্থ্যবান নারী-পুরুষকে চরিত্র সংরক্ষণের জন্য বিবাহের নির্দেশ ও অনুমতি দিয়েছে।[৯২] যখন নবী করীম (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন তখন তার বয়স ছিল ৬ বছর এবং যখন বাসর করেন তখন তার বয়স ছিল ৯ বছর এবং তিনি ৯ বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে জীবন কাটান।[৯৩]

পরিশেষে বলা যায়, বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান, যা ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্দেশিত। এতে পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু তা পূর্ণ ইখলাছ সহকারে শরী'আতসিদ্ধ পন্থায় সম্পন্ন হ'তে হবে। অন্যথা তা ইহকালে যেমন কল্যাণ বয়ে আনবে না; পরকালেও কোন ছওয়াব বা বিনিময় পাওয়া যাবে না। তাই এ বিষয়ে সকলকে সজাগ ও সচেতন হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

---

৮৬. বুখারী ৫০৭২, মুসলিম হা/১৪২৭, মিশকাত হা/৩২১০।
৮৭. বুখারী হা/৫৫৯০, মিশকাত হা/৫৩৪৩।
৮৮. আবু দাউদ হা/৩৬৯৬, মিশকাত হা/৪৫০৩, হাদীছ ছহীহ।
৮৯. আদাবুয যিফাফ, মাসআলাহ নং-৩৭।
৯০. নাসাঈ হা/৪০৫৭; আবু দাউদ হা/৪০৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫, সনদ ছহীহ।
৯১. আহমাদ, আবুদাউদ হা/৪০৩১, মিশকাত হা/৪৩৪৭।
৯২. বুখারী/৫০৬৫, মুসলিম/১৪০০, মিশকাত/৩০৮০ 'নিকাহ' অধ্যায়, বুলূগুল মারাম হা/৯৬৮।
৯৩. বুখারী হা/৫১৫৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।

জেল-যুলুমের ইতিহাস

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(২য় কিস্তি)

পরবর্তী দিনগুলো : নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের দ্বিতীয় দিনের পর কয়েকদিন আমরা মোহনপুর থানার টেমা গ্রামের মোযাহার মেম্বারের বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করি। কেননা লোকালয় থেকে দূরে চারিদিকে মাটির ঘর বেষ্টিত এই বাড়িটি আমাদের জন্য ছিল অনেকটা নিরাপদ। সেকারণ দিনের বেলা এদিক সেদিক কাজ করে রাতে আপাতত কয়েকদিন সেখানেই থাকি। এদিকে মারকাযের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে শান্ত হ'তে শুরু করেছে। আসা-যাওয়া করা যাচ্ছে। পুলিশ পাহারাও ক্ষাণিকটা হ্রাস পেয়েছে। যে যুদ্ধংদেহী পরিবেশ ছিল তা কিছুটা শিথিল হয়ে আসছে।

এ সময়ে মারকাযের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের বিয়োগ ব্যথায় কাতর ছাত্ররা শিফটিং পদ্ধতিতে সার্বক্ষণিক পাহারার মাধ্যমে গোটা মারকাযের নিরাপত্তা দানে তৎপর থাকে। যে পরিবেশে ভয়ে ভীত হয়ে ছাত্রদের পালিয়ে যাওয়ার কথা, সে পরিবেশে দৃঢ় মনোবল নিয়ে মারকাযে অবস্থানকে খাট করে দেখার কোন উপায় নেই। শিক্ষকগণও ক্লাস বন্ধ না করে সাহসের সাথে যথারীতি ক্লাস চালু রাখেন।

মারকাযে পুলিশী তল্লাশি : এরি মধ্যে ২রা মার্চ বুধবার পুলিশের একটি বিশাল বহর আমীরে জামা'আতের বাসা, কেন্দ্রীয় আন্দোলন অফিস, মাসিক আত-তাহরীক অফিস ও কেন্দ্রীয় যুবসংঘ অফিসে তল্লাশি চালায়। দুপুর ১টায় স্থানীয় শাহ মখদুম থানার ৮/১০টি গাড়ীর একটি বিশাল বহর এসে এসব অফিস ঘিরে ফেলে। অতঃপর দীর্ঘ ৩ ঘন্টা ধরে চলে চিরুনী অভিযান। রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার লোকমান হাকীমের নেতৃত্বে শ্বাসরুদ্ধকর এ অভিযান চালানো হয়। এসময় পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা পুলিশ এবং র‍্যাব সদস্যরাও আশপাশের এলাকায় সশস্ত্র টহল দেয়। আমীরে জামা'আতের বাসার বিভিন্ন কক্ষ, তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, কম্পিউটার রুম ইত্যাদি তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালানো হয়। অবশেষে কিছু না পেয়ে কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক, মোবাইলের সিম কার্ড, কিছু বই-পুস্তক, পত্রিকা, পাসপোর্ট, টেলিফোন ইনডেক্স ইত্যাদি জব্দ করে নিয়ে যায়। যা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

আমীরে জামা'আতের বেতন-ভাতা বন্ধ : ৪ঠা মার্চ একটি জাতীয় দৈনিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমীরে জামা'আতের বেতন-ভাতা সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেয় মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা যায়- বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল হক সাংবাদিকদের বলেন, ফেব্রুয়ারী'০৫ মাসের বেতন-ভাতার বিলের সঙ্গে ড. গালিব ছাহেবের বিলের কাগজপত্র বিভাগে না আসায় তিনি হিসাব পরিচালকের দফতরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, ড. গালিব গ্রেফতার থাকায় তার বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার অধ্যাপক আব্দুস সালাম বলেন, তিনি পুলিশী হেফাযতে থাকায় তার বেতন-ভাতা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। তবে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়নি। সাংবাদিকদেরকে রেজিষ্ট্রার আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো কোন তদন্ত করেনি। পত্র-পত্রিকা মারফত জানতে পেরে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কি চমৎকার আইন! কেউ গ্রেফতার হলেই তার সবকিছু শেষ! তিনি দোষী না নির্দোষ এ ব্যাপারে কি কিছুই ভাববার নেই। তার পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব কে নিবে? দুর্ভাগ্য, এই ধরনের অমানবিক আইনেই চলছে দেশ, চলছে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ।

ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ : নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর একের পর এক বিপদ যেন ধেয়ে আসতে থাকে। এরি মধ্যে আমীরে জামা'আতের নিজস্ব একাউন্ট সহ 'আন্দোলন'-এর সকল একাউন্ট ফ্রিজ করা হয়। এ সম্পর্কে ৫ই মার্চ'০৫ রোজ শনিবারের দৈনিক 'যুগান্তর' সহ একাধিক দৈনিক পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। একটি গোয়েন্দা সংস্থা ব্যাংক একাউন্টগুলোর খোঁজ-খবর নিচ্ছে বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়। এতে 'আন্দোলনে'র আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। দেশ-বিদেশের শুভানুধ্যায়ীরা মযলূম নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য আর্থিক সহায়তা দিতে ব্যর্থ হন।

একশ্রেণীর সাংবাদিকের নেতিবাচক ভূমিকা: মারকাযের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিকের দিকে ফিরে আসতে শুর করলেও সাংবাদিকদের দৌরাত্ম মোটেও কমেনি। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সাংবাদিকের আগমন, ছবি উঠিয়ে নেওয়া, ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ, এলাকার লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি চলতে থাকে অনেকদিন। এমনকি ঢাকা থেকে বিশেষ রিপোর্টারদের মারকাযে এসে তথ্য সংগ্রহ করতেও দেখা গেছে। দুঃখজনক হচ্ছে- অধিকাংশ সাংবাদিকই আসতেন নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে। ফলে বাস্তবে যাই তারা দেখুন বা শুনে যান না কেন, নিজ ডেস্কে বসে আকর্ষণীয় একটি গল্প বানিয়ে তা পত্রিকায় ছেপে দিতেন।

'হলুদ সাংবাদিকতা' শব্দটির সাথে পূর্বপরিচিতি থাকলেও এর বাস্তবতা ইতিপূর্বে ততটা উপলব্ধি করিনি, যতটা আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের পর তাঁকে ও আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নিয়ে প্রকাশিত উদ্ভট সব রিপোর্ট পড়ে উপলব্ধি করেছি। ১ কে ১১ বানানো সহজ। কিন্তু এ শ্রেণীর সাংবাদিকরা ০ কে ১১ বানাতে পারঙ্গম। এ প্রসঙ্গে সে সময়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু উদ্ভট রিপোর্টের সার সংক্ষেপ তুলে ধরলে বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।-

(১) ২৫ ফেব্রুয়ারী'০৫। গ্রেফতারের পরের শুক্রবার। দারুল ইমারত কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে খুৎবা দেওয়ার মত কেউ

Contents

নেই। ফলে জুম'আর খুৎবা দেন ইজতেমা উপলক্ষ্যে সুদূর কুমিল্লা থেকে আগত আমার বয়োবৃদ্ধ শ্বশুর, সঊদী মাবঊছ ও কোরপাই সিনিয়র ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী। ইজতেমা বাতিল হওয়ায় পরদিন শনিবার তিনি পুনরায় কুমিল্লা চলে যান। অথচ রাজশাহীর একটি আঞ্চলিক পত্রিকায় বড় অক্ষরে লীড নিউজ হয়- *'তাহরীক সম্পাদকের শ্বশুর গ্রেফতার ও তাহরীক সম্পাদক পলাতক'*। একই নিউজ জাতীয় একটি দৈনিকেও ছাপা হয়। সেখানে আরো বৃদ্ধি করে লেখা হয় যে, সালাফী ভবনের পিছনের পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ভারী অস্ত্র'। রিপোর্ট পড়ে আমরা হতবাক। অথচ বাস্তবে কুমিল্লায় সালাফী ভবনের পিছনে কোন পুকুরই নেই। আর তার গ্রেফতারের এই রিপোর্ট যখন পাঠকদের হাতে, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে নিজ বাড়ীতেই অবস্থান করছেন।

(২) আমীরে জামা'আত তখন 'জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে' (জেআইসি) রিমাণ্ডে আছেন। প্রতিদিনই আমরা পত্রিকায় চোখ রাখছি এবং অসংলগ্ন ও মিথ্যা রিপোর্টের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছি। ২রা মার্চ বুধবার কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে *'জেআইসিতে জিজ্ঞাসাবাদে ড. গালিব'* শিরোনামে খবর বের হল যে, ড. গালিব বিগত চার বছরে ২৪ বার ভারত গমনের কথা স্বীকার করলেন। রিপোর্টটি পড়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। পত্রিকা পড়ে যে কেউ এটি বিশ্বাস করবেন। যেহেতু তার নিজের স্বীকারোক্তি। জেআইসির জিজ্ঞাসাবাদের জবাব। কাজেই অবিশ্বাসের আর কি কারণ থাকতে পারে। যার প্রমাণ পেয়েছিলাম দৈনিক 'আমার দেশ' কার্যালয়ে গিয়ে তৎকালীন বার্তা সম্পাদক সৈয়দ আবদাল হোসাইনের সাথে কথা বলে। তিনিও ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতেই বলতে লাগলেন, ভারতের সাথে ড. গালিব ছাহেবের একটা গোপন সম্পর্ক আছে। মাঝে-মধ্যেই তিনি ভারত যেতেন। জিজ্ঞাসাবাদে তো তিনি স্বীকার করেছেন চার বছরে ২৪ বার ভারত গমনের কথা। সৈয়দ আবদাল ছাহেব আরেক ধাপ বাড়িয়ে বললেন যে, তিনি ভারত হয়ে লন্ডন যাতায়াত করতেন।

অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চার বছরে ২৪ বার তো দূরের কথা সারা জীবনে তিনি ৪ বারও ভারত যাননি। মূলত ২০০০ সালের পরে তিনি দেশের বাইরেই যাননি। সে বছর সর্বশেষ সঊদী সরকারের রাজকীয় মেহমান হিসাবে হজ্জ সফরে গিয়েছিলেন। এটিই ছিল তার সর্বশেষ দেশের বাইরে সফর। অথচ জেআইসির বরাতে কত জঘন্য মিথ্যাচারই না করল সাংবাদিক নামের কলঙ্ক এইসব লোকেরা। অতঃপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে এই মিথ্যা রিপোর্টের প্রতিবাদ জানিয়ে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হল। যা ৪ঠা মার্চ তারিখের দৈনিক 'ইনকিলাবে' *'ড. গালিবের ২৪ বার ভারতে যাওয়ার সংবাদ ভিত্তিহীন'* শিরোনামে এবং দৈনিক সংগ্রামে *'ড. গালিব চার বছরে একবারও ভারতে যাননি'* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

(৩) ৬ মার্চ রবিবার দৈনিক 'আমার দেশ' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আমীরে জামা'আত রচিত 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের প্রচ্ছদের ছবি সহ একটি রিপোর্ট ছাপা হয়। শিরোনাম দেওয়া হয় *'জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই ছিল ড. গালিবের লক্ষ্য'*। এই রিপোর্টে আমীরে জামা'আত রচিত 'দাওয়াত ও জিহাদ' বই সহ অন্যান্য বইয়ের ন্যাক্কারজনক অপব্যাখ্যা করা হয়। রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি নিম্নরূপঃ

'রাজশাহী ভার্সিটির গ্রেফতারকৃত শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের জিহাদের মাধ্যমে সমাজে বিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার প্রত্যাশা ছিল। এজন্য তিনি তার কর্মী বাহিনীকে জান-মালের চরম ত্যাগ স্বীকার করে চিরন্তন জিহাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ড. গালিব তার লেখা ১৬টি বইয়ের সর্বত্রই তার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'জিহাদ ব্যতীত তাওহিদ প্রতিষ্ঠা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির আর কোন পথ মুমিনের জন্য খোলা নেই। অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামী অর্থনীতির পরিপন্থী। তাই এসব মত পরিহার করে নির্ভেজাল ইসলামী রাজনীতি কায়েম করতে হবে'। তার লেখা 'দাওয়াত ও জিহাদ' 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' এবং 'উদাত্ত আহ্বান' বইয়ের বিভিন্ন স্থানে তিনি এসব সার কথা তুলে ধরেন। 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের 'জিহাদ আন্দোলন', মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী তিতুমীরের 'মোহাম্মাদী আন্দোলন' ও হাজী শরীয়তুল্লাহর 'ফারায়েজী আন্দোলনে'র স্টাইলে আমরা বিপ্লব চাই।'... ড. গালিব তার 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইতে আরো লিখেছেন, 'জাহান্নামের কঠিন আজাব হতে বাঁচার দ্বিতীয় শর্ত হলো জিহাদ'। আবার লিখেছেন, 'প্রত্যেক গ্রামে ও মহল্লায় আল্লাহর সেনাবাহিনী হিসেবে বয়স্ক ও তরুণদের একটি জামায়াতে সংগঠিত হতে হবে, যারা আমিরের নির্দেশনা মোতাবেক পবিত্র কুরআন ও ছহিহ হাদিস অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন'। একই বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই জিহাদ। আর এর মাধ্যমেই আসে কাঙ্খিত সমাজ বিপ্লব'। এই বইয়ের শেষ দিকে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'জানি না বিগত কয়েক বছরের চেষ্টায় আমরা কতজন বিপ্লবী কর্মী সৃষ্টি করতে পেরেছি। তবে আমাদের আন্দোলন যে ইতোমধ্যে বাতিলের হৃদয়ে দুরু দুরু কম্পনের সৃষ্টি করেছে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এতদিন বাইরের হুমকি মোকাবিলা করেছিলাম, এখন অভ্যন্তরীণ হিংসার মোকাবিলা করতে হচ্ছে।'... ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বইয়ে তিনি লিখেছেন 'ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় স্বৈরাচার এবং গণতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরাচার ও নেতৃত্বের

লড়াই এখন ঘরে ঘরে ও অফিসের চার দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার এখন সন্ত্রাসীদের লালনকারী নেতা-নেত্রী ও শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে'।... তিনি লিখেছেন, 'আজো যদি কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে ইসলামী দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ 'ফরজে আইন' হবে'।...'বর্তমানে মুসলিম সমাজের ব্যাপক অধপতনের মূল কারণ জিহাদ বিমুখতা'র কথা তুলে ধরা হয়েছে তাঁর 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' বইয়ে। এ বইয়ে তিনি মুক্তির পথ জিহাদের জন্য তিনটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে বলেছেন। বিষয় তিনটি হলো : ১. নিজেকে সব সময় জাহেলিয়াতের ময়দানে যুদ্ধরত সৈনিক মনে করা, ২. শাহদত পিয়াসী সৈনিকের বাঁচার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা এবং যাবতীয় প্রলোভন বিলাসিতা থেকে দূরে থাকা ও ৩. আমাদের প্রতিটি কর্ম ও আচরণ কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হওয়া'।...

এভাবে তাঁর বিভিন্ন বইয়ের জিহাদ সম্পর্কিত অংশগুলো উপস্থাপন করে রিপোর্টার জঙ্গীবাদের সাথে আমীরে জামা'আতের সম্পৃক্ততা খোঁজার অপচেষ্টায় ঘর্মাক্ত হয়েছেন। আসলে জিহাদ ও জঙ্গীবাদের পার্থক্যই বিদেশী খুদ-কুঁড়ো খাওয়া এ ধরনের সাংবাদিকরা বুঝে না। জিহাদ ও জঙ্গীবাদকে এরা একাকার করে দেখছে। ফলে কুরআন-হাদীছের যেখানেই 'জিহাদ' শব্দ দেখে, সেখানেই এরা জঙ্গীবাদের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। কি পরিমাণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে এভাবে অপব্যাখ্যা করে রিপোর্ট লেখা যায় তা বলাই বাহুল্য।

৭ই মার্চ'০৫ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোরশেদ খান বলেছিলেন, 'আজকাল কিছু কিছু সংবাদপত্র পড়লে মনে হয় যেন তারা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে'। আমাদেরও তখন মনে হয়েছে যে, কতিপয় সংবাদপত্র মনে হয় আমীরে জামা'আত ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভাবখানা এই যে, যে করেই হোক তাঁকে জঙ্গী নেতা প্রমাণ করতেই হবে। ক্ষুন্ন করতে হবে দেশ-বিদেশে তাঁর ভাবমূর্তি। স্বাধীন এই মুসলিম দেশটিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিত করতে হবে একটি জঙ্গী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে। তাই শিরোনাম দেখেই লুফে নেওয়া হয়েছে 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইটিকে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ড. গালিব তাঁর 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের কোথাও কি বলেছেন যে, সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করতে হবে? তখন তাদের আর কোন উত্তর থাকে না। মূলতঃ উক্ত বইয়ে জিহাদ সম্পর্কিত যে সকল বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তাদের মগজ তা সঠিক ব্যাখ্যা সহ ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এরা গোলক-ধাঁধায় পড়েছে এবং মুহূর্তেই জঙ্গী কানেকশনের মিথ্যা ও চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কারের অপপ্রয়াস চালিয়েছে। অথবা এর আরেকটি কারণ এই হ'তে পারে যে, এরা বইটি হাতেই নিয়েছে আমীরে জামা'আতকে জঙ্গী বানানোর মানসিকতা নিয়ে। ফলে এর মধ্যে ভাল কিছু থাকলেও তাদের নজরে পড়েনি। এছাড়া তাঁর লেখা 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইয়ে প্রচলিত জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বিস্তর লেখনী থাকলেও এগুলো এ শ্রেণীর সাংবাদিকদের নজরে পড়েনি।

[ক্রমশঃ]

ঘোষণা

এতদ্বারা **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মী, সুধী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী সহ সকলের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর থেকে যারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, জেল-হাজত খেটেছেন অথবা অন্য কোনভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাদেরকে নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখে পাঠানোর জন্য অথবা নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যা আত-তাহরীক-এর অত্র কলামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

-সম্পাদক।

০১৭১৫-০০২৩৮০

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত ডিভিডি

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিমাপে কম-বেশী করা নিষিদ্ধ :

পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে পরিমাপে কম দেয়া কিংবা মেপে নেয়ার সময় বেশী নেয়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন-হাদীছে এহেন কর্মকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও পরকালীন দুর্ভোগের কারণ বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَو وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ– ‘দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়। আর যখন লোকদের মেপে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? সেই মহা দিবসে। যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে’ *(মুতাফফিফীন ৮৩/১-৬)*। তিনি আরও বলেন, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ، وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ– ‘তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড (দাঁড়িপাল্লা)। যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদণ্ডে। তোমরা ন্যায্য ওযন কায়েম কর এবং ওযনে কম দিও না’ *(রহমান ৫৫/৭-৯)*। অন্যত্র তিনি আরও বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ‘তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ করে দাও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে। আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেই না’ *(আন‘আম ৫/১৫২)*।

তিনি আরও বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ‘তোমরা মেপে দেয়ার সময় মাপ পূর্ণ করে দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন কর। এটাই উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে শুভ’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ وَمَا ظَهَرَتْ فِيْهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْمَوْتُ (أَوْ إِلاَّ ظَهَرَ فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ) ولا طَفَّفُوا المكْيالَ إلا مُنعُوا النَّباتَ وأُخِذُوا بالسِّنِينَ ولا مَنَعُوا الزَّكاةَ إلا حُبِسَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ–

‘পাঁচটি বস্তু পাঁচটি বস্তুর কারণে হয়ে থাকে- (১) কোন কওম চুক্তিভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। (২) কেউ আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানের বাইরে ফায়ছালা দিলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। (৩) কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ বিস্তৃত হ’লে তাদের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। (৪) কেউ মাপে বা ওযনে কম দিলে তাদের জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে। (৫) কেউ যাকাত দেয়া বন্ধ করলে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়’।[৯৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) যখন বাজারে যেতেন, তখন বিক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, اتَّقِ اللهَ وَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ فَانَّ الْمُطَفِّفِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوْقَفُوْنَ حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُهُمْ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ ‘আল্লাহকে ভয় কর। মাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে কর। কেননা মাপে কম দানকারীরা ক্বিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান থাকবে এমন অবস্থায় যে, ঘামে তাদের কানের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে’।[৯৫]

প্রতারণা বা ধোঁকা নিষিদ্ধ :

মানুষ মানুষকে ঠকানোর জন্য যেসব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হ’ল প্রতারণা-ধোঁকা। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এর দ্বারা মানব সমাজে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিয়ে অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ করেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ.

‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খাদ্য স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খাদ্য স্তূপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর হাত ভিজা পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! ব্যাপার কি? উত্তরে খাদ্যের মালিক বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তাহ’লে ভিজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ক্রেতা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়’।[৯৬]

সুতরাং ধোঁকা-প্রতারণা বর্জন করা শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই ফরয নয়, বরং প্রত্যেক কারবারে এবং শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কারণ ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রেই হারাম।

** প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

৯৪. কুরতুবী হা/৬২৬৫; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৯৯২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৪০, সনদ হাসান।
৯৫. বুখারী হা/৪৯৩৮; মুসলিম হা/২৮৬২; কুরতুবী হা/৬২৬৮।
৯৬. মুসলিম হা/১০২; তিরমিযী হা/১৩১৫; মিশকাত হা/২৮৬০।

উল্লেখ্য, যেসব পণ্যে বিভিন্ন কারণে দোষ-ত্রুটি থেকে যায় সেগুলো গোপন রেখে বা কৌশলে তা বিক্রি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে ক্রেতাকে উক্ত দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানাতে হবে। বিক্রয়ের সময় পণ্যের দোষ-ত্রুটি বলে দেয়া না হ'লে তা হালাল হবে না। আর জানা সত্ত্বেও বিক্রেতা যদি না বলে তাহ'লে তা তার জন্য হালাল নয়।[৯৭]

এ ব্যাপারে হাসান ইবনে ছালেহ এর ক্রীতদাসী বিক্রয়ের ঘটনাটি একটি অনন্য উদাহরণ। তিনি একটি ক্রীতদাসী বিক্রয় করলেন। ক্রেতাকে বললেন, মেয়েটি একবার থুথুর সাথে রক্ত ফেলেছিল। তা ছিল মাত্র একবারের ঘটনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঈমানী হৃদয় তা উল্লেখ না করে চুপ থাকতে পারল না, যদিও তাতে মূল্য কম হওয়ার আশংকা ছিল।[৯৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا-

'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, ততক্ষণ তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়েই সততা অবলম্বন করে এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পণ্যের দোষ গোপন করে, তাহ'লে তাদের এ ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দূর হয়ে যাবে'।[৯৯]

পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে ক্রেতাকে অধিক দুধাল গাভী হিসাবে বুঝিয়ে বিক্রি করা প্রতারণার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ 'যে ব্যক্তি দুধ আটকে রাখা বকরী ক্রয় করেছে সে তিন দিনের মধ্যে এটির ব্যাপারে (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) এখতিয়ার রাখে। আর তা হচ্ছে যদি সে চায় তো সেটিকে রেখে দিবে, অথবা ফিরিয়ে দিবে এক ছা' পরিমাণ খেজুরসহ।[১০০]

একুশ শতকের প্রতারণার এক নতুন ফাঁদ হ'ল মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এম.এল.এম ব্যবসা)। এম.এল.এম ব্যবসার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, MLM is like a train with no brakes and no engineer headed full throttle towards a termial. অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ গতিতে স্টেশনমুখী একটি ট্রেনের মত যার কোন ব্রেক নেই, নেই কোন চালক'।[১০১]

ব্রেকবিহীন গাড়ী যেমন যে কোন মুহূর্তে এ্যাকসিডেন্ট করতে পারে, মাঝিবিহীন নৌকা যেমন অপ্রত্যাশিত স্থানে চলে যেতে পারে, মাল্টি লেভেল ব্যবসাও ঠিক তদ্রূপ। যা তার সংজ্ঞা থেকেই জানা যায়। আর বাস্তবতাও তাই। এ প্রতারণার জাজ্বল্যমান উদাহরণ হ'ল 'ডেসটিনি-২০০০ প্রাইভেট লিঃ' ও 'যুবক' যা অগণিত মানুষের শেষ সম্বলটুকুও চুষে নিয়ে নিঃস্ব করে ছেড়েছে।

সঊদী আরবের জাতীয় গবেষণা ও ফৎওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটি (লাজনা দায়েমাহ) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে, পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এ কারবার থেকে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। স্বল্পমূল্যের একটি পণ্যের বিনিময়ে এরূপ অস্বাভাবিক লাভ যে কোন মানুষকে প্ররোচিত করবে। আর এতে ক্রেতা-পরিবেশকদের মাধ্যমে কোম্পানী এক বিরাট লাভের দেখা পায়। মূলতঃ পণ্যটি হ'ল কোম্পানীর কমিশন লাভের হাতিয়ার মাত্র।[১০২]

একেক ব্যবসার প্রতারণার কৌশল একেক রকম। যেমন পাট ব্যবসায়ীরা শুকনা পাটে পানি দিয়ে ওযন বাড়ায় ও নিম্নমানের পাটে রং মিশিয়ে গুণগত মান বাড়ায়। চাউল ব্যবসায়ীরা মোটা চাউল মেশিনে সরু বানিয়ে তাতে সেন্ট মিশিয়ে নামিদামী চিকন আতপ চাউল বানায়। ফল ব্যবসায়ীরা উপরে ভাল ফল সাজিয়ে রেখে নীচ থেকে খারাপ ও পচা ফল ক্রেতাকে দিয়ে প্রতারণা করে।

ব্যবসায় দালালী :

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণার আরেক নাম হ'ল দালালী। দালালীর ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দালালীর মাধ্যমে কোন জিনিসের দাম ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেয়া হয়। এমনও দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি বিক্রেতার পক্ষেও দালালী করে আবার ক্রেতার পক্ষেও দালালী করে এবং উভয়ের নিকট থেকেই কমিশন গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দালালীকে নিষিদ্ধ করে বলেছেন, وَلاَ تَنَاجَشُوْا 'তোমরা দালালী কর না'।[১০৩] জমি, ঘর-বাড়ী, গরু-ছাগল, পাইকারী দ্রব্যসামগ্রী বেচা-কেনায় দালালীর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

মওজুদদারী :

মওজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি অত্যন্ত ঘৃণিত ও পাপ কাজ। এগুলোর মাধ্যমে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়, হঠাৎ দ্রব্যের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যায়,

৯৭. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৪ইং), পৃঃ ৩৬০।
৯৮. ঐ, পৃঃ ৩৪০।
৯৯. বুখারী হা/২০৭৯; মুসলিম হা/১৫৩২।
১০০. মুসলিম হা/১৫২৪।
১০১. WWW. Vandruff. com/mlm.html
১০২. মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ'১২, ১/২০১ নং ফৎওয়া।
১০৩. বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫৮১।

Contents

ক্রয়মূল্য মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যায়। ফলে মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَـــنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ‘যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে, সে পাপিষ্ঠ’।[১০৪] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَحْتَكِــرُ إِلاَّ خَـــاطِئٌ ‘অপরাধী (পাপিষ্ঠ) ব্যক্তি ছাড়া কেউ মওজুদদারী করে না’।[১০৫]

মিথ্যা কসম :

ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা কসম অত্যন্ত ঘৃণিত একটি কাজ। তাই মিথ্যা কসম পরিহার করা উচিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, اَلْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ ‘কসম খাওয়ায় মালের কাটতি বাড়ায়, কিন্তু বরকত কমে যায়’।[১০৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ‘ব্যবসায় অধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাক। এর দ্বারা মাল বিক্রি বেশী হয়, কিন্তু বরকত কমে যায়’।[১০৭]

মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ীর প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান পূর্বক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

‘তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু যার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত? তিনি বললেন, টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী, উপকার করে খোটা প্রদানকারী এবং ঐ ব্যবসায়ী যে মিথ্যা কসম করে তার পণ্য বিক্রি করে’।[১০৮]

খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল :

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল মেশানো হচ্ছে। মাছ-গোশত, শাক-সবজি, ফলমূল থেকে শুরু করে মানুষের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পর্যন্ত ভেজালে সয়লাভ হয়ে গেছে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ‘রিড ফার্মা’ নামের একটি ঔষধ কোম্পানীর ভেজাল প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ২৭টি শিশু মারা যায়। এছাড়া অনেক কোম্পানীর ট্যাবলেট, ক্যাপসুল তৈরী হচ্ছে আটা-ময়দা বা খড়িমাটি দিয়ে। সিরাপে দেয়া হচ্ছে কেমিক্যাল মিশানো রঙ। এমনকি ‘ভল্টারিন’-এর মত নামকরা ব্যথানাশক ইনজেকশনের অ্যাম্পুলে ভরে দেয়া হচ্ছে স্রেফ ডিস্টিলড ওয়াটার। বিভিন্ন নামি-দামী দেশী কোম্পানী এমনকি বিদেশী কোম্পানীর ঔষধও নকল করে চলছে অনেক ঔষধ কোম্পানী লেভেল ও বোতল ঠিক রেখে! এভাবে বর্তমানে প্রায় ৪০০০ রকম নকল ঔষধ বাজারে চলছে। সরল মনে এসব ঔষধ সেবন করে শরীরে দেখা দিচ্ছে উল্টো প্রতিক্রিয়া। এভাবে অকালে ঝরে পড়ছে অনেক তরতাজা প্রাণ। ৯ জুলাই’১২ পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট মোতাবেক দেশে বর্তমানে ২৫৮টি এলোপ্যাথিক, ২২৪টি আয়ুর্বেদিক, ২৯৫টি ইউনানী ও ৭৭টি হোমিওপ্যাথিসহ মোট ৮৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে’।[১০৯]

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতর প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০১১-তে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত এক দশক ধরে বাজারে যেসব ভোগ্যপণ্য বিক্রি হচ্ছে তার শতকরা ৫০ ভাগই ভেজাল মিশ্রিত। মহাখালী জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরীতে ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত রাজধানীসহ সারা দেশ থেকে নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ভোগ্যপণ্যের শতকরা ৪৮ ভাগই ভেজাল এবং ২০১০ সালে এর হার ছিল ৫২ ভাগ। উক্ত ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট মোতাবেক দেশের বিভিন্ন কোম্পানীর ঘি ও বাজারের মিষ্টির শতকরা ৯০ ভাগই ভেজাল যুক্ত। তারা বলেন, মাছে ফরমালিন ও ফলমূলে হরহামেশা কার্বাইড, ইথাইনিল ও এথ্রিল মিশানো হচ্ছে। কাঁঠাল, লিচু, আপেল, ডালিম, বেদানা, তরমুজ ইত্যাদি বিষাক্ত কেমিকেলে চুবিয়ে উঠিয়ে সপ্তাহকাল তাযা রেখে বিক্রি করা হয়। আম, আনারস, লিচু, পেয়ারা, কলা ইত্যাদিতে মুকুল আসার পর থেকে শুরু করে ৮/১০ বার বিষাক্ত কেমিক্যাল স্প্রে করা হয়। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অনেক ব্যবসায়ী শূকরের চর্বি দিয়ে সেমাই ভেজে ঘিয়ে ভাজা টাটকা সেমাই বলে চালিয়ে দেয়। অনেক বেকারীতে পচা আটা, ময়দা, ডিম ব্যবহার করা হয়। অনেক হোটেলে মরা গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, কুকুরের গোশত ইত্যাদি বিক্রি করা হয়। অনেক ফার্মেসীতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করা হয়। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য দারুণ ক্ষতিকর।[১১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ‘ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং কারো ক্ষতি করো না’।[১১১]

১০৪. মুসলিম হা/৪২০৬; মিশকাত হা/২৮৯২।
১০৫. মুসলিম হা/১৬০৫।
১০৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবু দাঊদ হা/৩৩০২; মিশকাত হা/২৭৯৪।
১০৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৩।
১০৮. মুসলিম হা/১০৫; মিশকাত হা/২৭৯৫।
১০৯. মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১২, পৃঃ ৭-৮।
১১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮-৯।
১১১. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০, ছহীহাহ হা/২৫০।

Contents

কাছে না থাকা পণ্য বিক্রয় না করা :

কোন পণ্য ক্রয় করার পর নিজ আয়ত্বে আসার পূর্বে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ 'যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে সে যেন তা গ্রহণ ও তার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিক্রয় না করে'।[১১২]

গাছে থাকা অপরিপক্ক ফল বা শস্য বিক্রয় না করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গাছে থাকা অপরিপক্ক ফল বা ফসল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, أَنَّ رِسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর গাছের ফল না পাকা পর্যন্ত এবং দানা জাতীয় শস্যের ছড়া পেকে সাদা না হওয়া ও পোকা লাগা থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন'।[১১৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।[১১৪] ইবনুল আরাবী বলেন, পরিপক্ক হওয়া মানে তার লাল বা হলুদ রং ধারণ করা'।[১১৫]

একজনের দামের উপর আরেকজন দাম না করা :

ইসলাম সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। তাই এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রে যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বিধায় এক মুসলিমের দর-দামের উপর অপর মুসলমানকে দর-দাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ 'কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দর-দামের উপরে দর-দাম করবে না'।[১১৬]

তিনি আরও বলেছেন, لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ 'কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপরে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে না এবং মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দিবে না। হ্যাঁ, যদি ঐ ভাই অনুমতি প্রদান করে তবে পারবে'।[১১৭]

অনুমানভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় না করা :

অনুমানের উপর নির্ভর করে ক্রয়-বিক্রয় করলে ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কোন একজন ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুমানভিত্তিক বা স্তূপ আকারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর মাপার জন্য প্রচলিত পরিমাপক দ্বারা না মেপে স্তূপ আকারে খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন'।[১১৮]

অগ্রগামী হয়ে ক্রয়-বিক্রয় না করা :

বিক্রেতা বাজারে পৌঁছতে না পারলে সে বাজার দর সম্পর্কে অবগত হ'তে পারে না। এমতাবস্থায় পথিমধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই ক্রেতাকে বাজারে পৌঁছার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে পণ্য ক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوْقِ 'বিক্রির বস্তু বাজারে উপস্থিত করার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয়ের জন্য যাবে না'।[১১৯] তিনি আরও বলেন, لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. 'যারা পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছে, এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে না। যদি কেউ এমন করে এবং কোন বস্তু ক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রেতা বাজারে পৌঁছার পর (উক্ত বিক্রয়কে বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার) অবকাশ পাবে'।[১২০]

একই জাতীয় বস্তু কমবেশী করে বিনিময় করা নিষিদ্ধ :

একই জাতীয় বস্তু কম-বেশী করে বিক্রি করা নিষিদ্ধ, যা সূদের নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

১১২. *মুসলিম হা/১৫২৬।*
১১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৩৯।*
১১৪. *বুখারী হা/২১৯৪।*
১১৫. *মুসলিম হা/১৫৩৫-এর আলোচনা দ্রঃ।*
১১৬. *মুসলিম হা/২৭২৭।*

১১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫০।*
১১৮. *মুসলিম হা/১৫৩০।*
১১৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪৯।*
১২০. *মুসলিম হা/২৭২৪।*

‘স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান সমান, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমান সমান, গমের বিনিময়ে গম সমান সমান, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান, যবের বিনিময়ে যব সমান সমান বিনিময় করা যাবে। এগুলো লেনদেনে যে ব্যক্তি বেশী দিল অথবা বেশী গ্রহণ করল, সে সূদে লিপ্ত হ’ল। রুপার বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করতে পার। খেজুরের বিনিময়ে গম যেভাবে ইচ্ছে নগদে বিক্রি করতে পার। খেজুরের বিনিময়ে যব যেভাবে ইচ্ছে নগদে বিক্রি করতে পার’।[১২১]

বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে- আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেলাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উন্নতমানের কিছু খেজুর নিয়ে এলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, এগুলো কোথা থেকে এনেছ? বেলাল (রাঃ) জবাবে বললেন, আমাদের কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল, সেগুলোর দুই ছা‘ দিয়ে এক ছা‘ ক্রয় করেছি। এটা করেছি নবী করীম (ছাঃ)-কে খাওয়ানোর জন্য। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন,

أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

‘ওহ! এটাই স্পষ্ট সূদ, এটাই স্পষ্ট সূদ, এটা করো না। যদি উন্নত মানের খেজুর ক্রয় করতে চাও, তাহ’লে তোমার কাছে যে খেজুর আছে তা প্রথমে বিক্রি করে দিবে। অতঃপর প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে উন্নত মানের খেজুর ক্রয় করবে’।[১২২]

মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। আর তা হ’ল বাগানের ফল বিক্রয় করা। খেজুর হ’লে মেপে শুকনো খেজুরের বদলে, আঙ্গুর হ’লে মেপে কিসমিসের বদলে, আর ফসল হলে মেপে খাদ্যের বদলে বিক্রি করা। তিনি এসব বিক্রি নিষেধ করেছেন।[১২৩]

পরিশেষে বলব, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা বৈধ ও উত্তম, যদি সেটা হালাল উপায়ে সম্পন্ন হয়। হালাল ব্যবসার পদ্ধতি সম্যক অবগত হয়ে সে মোতাবেক সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া যেসব কারণে ব্যবসা হারাম হ’তে পারে সেগুলি সর্বতোভাবে বর্জন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১২১. তিরমিযী হা/১২৪০; ইবনু মাজাহ হা/২২৫৪।
১২২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯১।
১২৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭১১।

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	৩০০/= (ষাণ্মাসিক ১৬০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৪৫০/=	৮০০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৮০০/=	১১৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	২১০০/=	১৪৫০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২৪৫০/=	১৮০০/=

টাকা পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর
মাসিক **আত-তাহরীক**, ০০৭১২২০০০০১১৫,
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখা,
রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন : ৮৮-০৭২১-৮৬১৩৬৫,
০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার

*আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিকার :

যুবসমাজই আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় হ'লে দেশ ও জাতি নিমজ্জিত হবে অধঃপতনের অতল তলে। তাই তাদের অধঃপতন প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে প্রয়োজন যুগোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করা হ'ল-

১. যুবকদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা :

মানুষের মধ্যে সৎ কাজের উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁচার মত একটি শক্তিশালী অনুভূতির নাম হচ্ছে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। বর্তমানে ঘুণে ধরা যুবসমাজকে পাপাচার, মন্দকাজ ও নৈতিক অধঃপতন থেকে উত্তরণের সর্বোত্তম পথ হচ্ছে তাদের মধ্যে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা সৃষ্টি করা। যখন সে জানবে এবং বুঝবে যে, আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ছোট-বড় যাবতীয় কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড আল্লাহপাক দেখছেন এবং ফিরিশতাগণ তা লিপিবদ্ধ করছেন। এর জন্য একদিন অবশ্যই আমাকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। যখন সে বুঝবে যে, কবরের আযাব, হাশরের ময়দান এবং জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ, তখনই সে তার যাবতীয় উদ্যম, জোশ, বল-শক্তি, উদ্দীপনা ও চিন্তা-চেতনাকে সুসংহত রাখবে এবং অসৎ পথে ব্যবহার থেকে দূরে থাকবে। যা দুনিয়াবী কোন আইনের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তারা ভুল করে কোন অন্যায় পথে পা বাড়ায় তাহ'লে তাক্বওয়ার বলেই তওবা করে নিজের পাপ কাজ অকপটে স্বীকার করে দুনিয়াবী যেকোন শাস্তিকে হাসিমুখে বরণ করে নেবে। এর বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ছাহাবীদের জীবনে। যুবক মা'ইয বিন মালিক (রাঃ) যেনা করার পর পরকালীন শাস্তির ভয়ে তওবা করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করে। অতঃপর তাকে রজম করা হয়। একইভাবে আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক যুবতী মহিলা তাক্বওয়ার বলে বলীয়ান হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে নিজের যেনার অপরাধ স্বীকার করে। অতঃপর তাকেও রজম করা হয়।[১২৪] কোন সে আদর্শ ও শক্তি! যা ছাহাবীদেরকে নিজের অপরাধ স্বীকার করে দুনিয়াবী সর্বোচ্চ শাস্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল? এর জবাবে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ইসলামী আদর্শ ও তাক্বওয়া। তাই যুবসমাজের মাঝে তাক্বওয়ার করতে পারলে ইনশাআল্লাহ তারা তাদের নীতি-নৈতিকতা ধূলায় ধূসরিত হতে দিবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, يَـــا أَيُّهَـــا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

২. শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো :

মহান আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّـــكَ الَّـــذِيْ خَلَـــقَ ‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’ *(‘আলাক ১)*। এর মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বয়ে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সাথে যদি অহি-র জ্ঞানের আলো না থাকে, তাহ'লে যে কোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। বিগত যুগে কওমে নূহ, আদ, ছামূদ, শো'আয়েব এবং ফেরাঊন ও তার কওমের পরিণতি, আধুনিক যুগে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং সাম্প্রতিককালের বসনিয়া, সোমালিয়া, কসোভো এবং সর্বশেষ ইরাক ও আফগানিস্তান ট্রাজেডী এসবের বাস্তব প্রমাণ বহন করে।[১২৫]

যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন প্রতিরোধে তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। দেশে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সেই সাথে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা দরকার।

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলাদলি মুক্ত রাখা :

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নোংরা রাজনীতি ও দলাদলির নামে মারামারি, কাটাকাটি ও বিভিন্ন অশ্লীল কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে সর্বপ্রকারের দলাদলি মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া মুসলমানদের ঈমান, আক্বীদা, আমল-আখলাক বিনষ্টকারী যাবতীয় প্রকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে মুক্ত রাখতে হবে। সেখানে বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

খ. সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করা :

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। তাই ছেলে-মেয়ে ও যুবক-যুবতীদের একই প্রতিষ্ঠানে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করার কারণে তারা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে। এতে তাদের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। তাই যুবসমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষায় সহ-

** এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১২৪. মুসলিম হা/১৬৯৫-৯৬; মিশকাত হা/৩৫৬২ ‘দণ্ডবিধি’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪০৬, ৭/৯০-৯১ পৃঃ।

১২৫. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, (রাজশাহী: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ২০১৩), পৃঃ ৩৭৮।

শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ অসম্ভব হ'লে একই প্রতিষ্ঠানে পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

৩. পৃথক কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা :

বর্তমানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ একই সাথে কাজ করে। এই ধারা বাতিল করে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে সকলে মানসিক চাপমুক্ত পরিবেশে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

৪. বেকারত্ব দূর করা :

কথায় বলে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। যুবসমাজ বেকার থাকলে তারা বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়বে। তাই তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ, যোগ্য ও কর্মঠ করে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা :

যুবসমাজকে নৈতিক অধঃপতন থেকে ফিরিয়ে আনতে হ'লে বিচার বিভাগকে সরকারের যাবতীয় হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও চাপ থেকে মুক্ত এবং স্বাধীন রাখতে হবে। সাথে সাথে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ইসলামী আইন মুতাবিক নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কচিত্তে বিচারের রায় প্রদান ও তা কার্যকর করতে হবে। তাহ'লে দুষ্ট চরিত্রের যুবক-যুবতীরা শাস্তির ভয়ে পাপের পথ থেকে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যুগে মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে তার গোত্রের লোকজন তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে আসে। উসামা (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন,

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا-

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর কেউ চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং যখন দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তার উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করত। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'।[১২৬]

৬. পরকালীন চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি :

যুবকদের মধ্যে পরকালীন জীবনের স্থায়ীত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করতে হবে। কেননা পার্থিব জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর রয়েছে চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন। সে জীবনের তুলনায় এ জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ 'এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানত' *(আনকাবূত ২৯/৬৪)*। তিনি আরো বলেন, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا 'যেদিন তারা একে (ক্বিয়ামতকে) দেখবে, সেদিন (তাদের) মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে' *(নাযি'আত ৭৯/৪৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ 'আল্লাহ্‌র কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল, তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল'।[১২৭]

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি মৃত কানকাটা বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, একে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে পসন্দ করবে? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা তো একে কোন কিছুর বিনিময়েই ক্রয় করতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া এর চেয়েও নিকৃষ্ট'।[১২৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে মানুষকে পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করেন। আমাদেরও তাঁরই দেখানো পথে যুবকদেরকে নৈতিক অধঃপতন থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৭. নেশাকর দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ :

বিভিন্ন রকমের নেশাকর দ্রব্য যুবকদেরকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ধাবিত করছে। তাই নেশাকর দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ করতে হবে। এগুলো ব্যবহারকারীদের জন্য শাস্তির বিধান সরকারীভাবে কার্যকর করতে হবে। সরকারীভাবে এগুলোর উৎপাদন, বিপণন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। যুবকদের মাঝে নেশাকর দ্রব্যের অপকারিতা

---

১২৬. *বুখারী হা/৪৩০৪, 'মাগাযী' অধ্যায়, মুসলিম হা/১৬৮৮ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, 'দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ।*

১২৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬ রিক্বাক্ব অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৯, ৯/১৯৯ পৃঃ।*

১২৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩০, ৯/১৯৯ পৃঃ।*

Contents

তুলে ধরতে হবে যাতে এর প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মে এবং তা থেকে ফিরে আসে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তু হারাম'।[১২৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তিকে লা'নত করেছেন।[১৩০] তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াদাবদ্ধ, যে নেশাকর বস্তু পান করে তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কি বস্তু হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহের ঘাম অথবা দেহ নিঃসৃত রক্তপুঁজ'।[১৩১]

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাকে অছিয়ত করেছেন যে, وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 'তুমি মদ পান কর না। কেননা তা সকল অনিষ্টের মূল'।[১৩২]

৮. সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দান :

সাধারণত পিতা-মাতার স্বভাব-চরিত্রের উপর সন্তানের স্বভাব-চরিত্র গড়ে উঠে। এজন্য পিতা-মাতাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক সন্তান ফিৎরাতের (ইসলামী স্বভাব) উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে'।[১৩৩] তিনি আরো বলেন, 'পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তাদের জন্য শিষ্টাচার'।[১৩৪] তাই পিতা-মাতার কর্তব্য সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। তাহ'লে তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

৯. উত্তম উপদেশ প্রদান :

পিতা-মাতার দায়িত্ব হ'ল তারা ছেলে-মেয়েদেরকে উত্তম উপদেশ প্রদান করবেন। সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তারা ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে সচেষ্ট হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

সন্তানদেরকে উত্তম পথে আনার ব্যাপারে লুকমান হাকীম কর্তৃক তাঁর পুত্রের প্রতি প্রদত্ত নয়টি উপদেশ পিতা-মাতার জন্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় *(লুকমান ৩১/১৩-১৯)*।

১০. সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা :

যুবসমাজকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করতে হ'লে সুস্থ, সুন্দর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত শরীরচর্চা, মুক্ত বায়ু সেবন, হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের জন্য কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী জাগরণী, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ের উপরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, মানুষের প্রতি ভালবাসা, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। রেডিও-টিভিসহ সকল প্রচার মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা। যাবতীয় অশ্লীল বই, পত্র, সাময়িকী বন্ধ করা। সকল প্রকার বিজাতীয় সংস্কৃতি বন্ধ করে সুস্থ সংস্কৃতি চালু করা।

১১. উত্তম বন্ধু নির্বাচন :

কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। যুবসমাজকে নৈতিক বলে বলীয়ান ও উন্নত করতে হ'লে সৎসঙ্গ গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। সৎ ও চরিত্রবান বন্ধুদের সাথে থাকলে তারাও তাদের গুণে গুণান্বিত হবে এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত হবে। বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কস্তুরি বিক্রেতা ও কামারের হাপরে ফুঁক দানকারীর ন্যায়। কস্তুরি বিক্রেতা হয়তো এমনিতেই তোমাকে কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিনে নিবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ অবশ্যই পাবে। আর কামারের হাপরের ফুলকি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পুড়িয়ে দিবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ অবশ্যই পাবে'।[১৩৫]

১২. ছালাতে অভ্যস্ত করানো :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনকে নির্লজ্জ ও অপসন্দনীয় কাজ হ'তে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হ'ল ছালাত। ছালাতের বিধ্বস্তি জাতির বিধ্বস্তি হিসাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে' *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*। জাহান্নামী ব্যক্তির লক্ষণ হ'ল ছালাত ত্যাগ করা ও প্রবৃত্তির পূজারী হওয়া। তাই যুবসমাজকে ছালাতের প্রতি মনোযোগী করতে হবে এবং নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে আদায়ে অভ্যস্ত করতে হবে। তারা যদি ছালাতে অভ্যস্ত হয় তবে তারা অন্যায় পথ থেকে ন্যায়ের পথে ফিরে আসবে। নিম্নোক্ত হাদীছ তার বাস্তব প্রমাণ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি এসে বলল যে, অমুক ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) ছালাত পড়ে। অতঃপর সকালে চুরি করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, 'তার রাত্রি

১২৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯, 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।*
১৩০. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৭৬।*
১৩১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯।*
১৩২. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৮০।*
১৩৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০, 'ঈমান' অধ্যায়।*
১৩৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৪৬।*
১৩৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০১০, 'আদব' অধ্যায়, 'আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর সাথে ভালবাসা' অনুচ্ছেদ।*

জাগরণ সত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ'।[১৩৬]

১৩. উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দান :

উপযুক্ত বয়সে ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়া পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব। এতে তাদের মন-মস্তিষ্ক বাজে চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে এবং চরিত্র উন্নত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম রাখে। কেননা তা তার প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম'।[১৩৭]

১৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্র গঠন :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী' *(কলম ৬৮/৪)*। তাই যুবসমাজ সহ পৃথিবীর সকল মানুষকে অবশ্যই মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গঠন করতে হবে। তবেই সে নৈতিক অধঃপতনের পথ থেকে মুক্তি পাবে এবং উভয় জীবনে সফলতা লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্রকে নমুনা হিসাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি'।[১৩৮]

উপসংহার :

কোন দেশের যুবসমাজ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নৈতিক বলে বলীয়ান হ'লে সে দেশের উন্নতি যেমন কেউ ঠেকাতে পারে না, অনুরূপভাবে কোন কারণে তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটলে সে দেশ ও জাতি অংকুরেই ধ্বংস হ'তে বাধ্য। আল্লাহ প্রদত্ত যৌবনের এই মহামূল্যবান সময়টাকে যুবসমাজ যদি অহি-র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যয় না করে অন্যায় পথে ব্যয় করে এবং হেলায় নষ্ট করে, তবে তার হিসাব দিতে হবে ক্বিয়ামত দিবসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তান স্ব স্ব স্থান হ'তে এক কদমও নড়তে পরবে না। যথা- (১) সে তার জীবন কাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে (২) তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে (৪) কোন পথে তা ব্যয় করেছে (৫) সে দ্বীনের কতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কি-না'।[১৩৯] তাই আসুন, আমরা যুবসমাজকে নৈতিক অধঃপতনের কবল থেকে রক্ষা করে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার সার্বিক চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

১৩৬. *আহমাদ হা/৯৭৭৭, বায়হাকী শু'আব, মিশকাত হা/১২৩৭, ছালাত অধ্যায়-৪, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩।*
১৩৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়।*
১৩৮. *তিরমিযী হা/১১৬২।*
১৩৯. *তিরমিযী হা/২৪১৭; মিশকাত হা/৫১৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৭০ ৯/২১৩ পৃঃ।*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কালাদী বায়তুল জান্নাত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের জন্য একজন কামিল/দাওরায়ে হাদীছ পাস ইমাম আবশ্যক।

যোগাযোগ

মুতাওয়াল্লী : ০১৭১০-৮১৩৬৮৮।
সভাপতি : ০১৭২২-২২২৭৫৫।

দ্রুততম সময়ে দৈনন্দিন জীবন জিজ্ঞাসার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে চালু হয়েছে

মাসিক আত-তাহরীক
ফাতাওয়া হটলাইন
০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭

যে কোন ফৎওয়া জানতে অথবা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রশ্ন প্রেরণ করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা নাম-ঠিকানাসহ এসএমএস করুন।

সময় : সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১২ টা

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।
-আহলেহাদীছ আন্দোলন

হক-এর পথে যত বাধা

(১৩) ঈশ্বরদীতে হকের দাওয়াত

রাজশাহী বিভাগের পাবনা যেলাধীন ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশনের জন্য বিখ্যাত। এখানে বহু মুসলিমের বসবাস। তাদের অধিকাংশই মাযহাবপন্থী। এ থানার বিভিন্ন এলাকার কিছু মানুষ হকের পথে ফিরে আসছেন। মাযহাবী গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা পদে পদে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। যেসব ভাইয়েরা প্রতিকূলতার শিকার হয়েছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিবরণ এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল।-

(১) আমি হাসান আলী ঈশ্বরদী থানাধীন চরমিরকামারী গ্রামের সন্তান। বাপ-চাচার যৌথ পরিবারে আমার বাস। গ্রামে আমাদের প্রভাব অনেক বেশী। আমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম সঊদী আরব প্রবাসী। দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারের শায়খ মতীউর রহমান মাদানীর আলোচনা শুনার পর আল্লাহ তাকে হক পথের সন্ধান দান করেন। ছুটিতে দেশে আসার পর তিনিও বাড়ীর সবাইকে হকের দাওয়াত দেন। এতে নিজ পরিবার সহ গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে নানা বাধার সম্মুখীন হন। আমরা যারা ছোট আমাদের নিয়ে গ্রামের মসজিদে ছালাত আদায় করতে গেলে 'আমীন' বলা নিয়ে মুছল্লীদের সাথে গণ্ডগোল বেঁধে যায়। এদিকে মীলাদ, শবেবরাতের বিপক্ষে কথা বলায় বড় চাচা ও নোয়া চাচা বলেই ফেললেন, এসব কথা তো কাফের হওয়ার লক্ষণ। আমাদের দেশের বড় বড় আলেমরা কি জানেন না? তিনি এর কোন প্রতিবাদ করেননি। দাম্মামে থাকা অবস্থায় শায়খ মতীউর রহমান মাদানীর মুখে শুনেছিলেন, বাংলাদেশে হক-এর উপর প্রতিষ্ঠিত জামা'আতের আমীর হ'লেন, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি রাজশাহীর নওদাপাড়াতে থাকেন। তরীকুল ভাই রাজশাহীতে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান উপদেশ শ্রবণ করেন।

ছুটি শেষে তিনি সঊদী আরব চলে যান। কিন্তু বাড়ীতে রেখে যান অনেক হাদীছের কিতাব ও বক্তব্যের ক্যাসেট। ঐসব বই-পুস্তক পড়ে ও ক্যাসেট শোনার ফলে তাঁর পাঁচ চাচা সহ সবাই ছহীহ আক্বীদা ও আমল শুরু করে দেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। এতে মাযহাবীদের মসজিদে ছালাত আদায় করতে গেলে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে বাড়ীতেই বড় একটি কক্ষে রামাযানের তারাবীহ সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন। পরে তরীকুল ভাইয়ের নিজস্ব উদ্যোগে ও চাচাদের প্রচেষ্টায় বাড়ীর সামনেই একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

তরীকুল ভাই সঊদী আরব থাকায় আমরা অনেক সময় দাওয়াতী কাজে বাধাগ্রস্ত হয়েছি। আমরা যারাই ছহীহ হাদীছের উপর আমল শুরু করেছিলাম তারা সবাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। গত ২০১২ সালের ২২ জুন 'যুবসংঘ' ঈশ্বরদী উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়। আমি সভাপতি মনোনীত হই। অতঃপর ৫ ডিসেম্বর'১৩ তারিখে পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মনোনীত হই। কর্মী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গত ১২ জুন'১৩ তারিখে অনুমোদিত কর্মী হিসাবে শপথ গ্রহণ করি।

(২) মাগরিবের আযানের বিরোধিতা :

গত রামাযান মাসে তথা ১৭ জুলাই'১৩ তারিখ বুধবার ঢাকায় সূর্যাস্তের সময় ছিল ৬-টা ৪৯ মিনিট। এর সাথে ৫ মিনিট যোগ করে পাবনায় সূর্যাস্তের সময় ছিল ৬-টা ৫৪ মিনিট। সঠিক সময়ে আযান দেওয়ায় এলাকার মাযহাবী মসজিদের মুছল্লী ও গ্রামের অনেকে আমাদের মসজিদে আক্রমণ করে। আমাদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করে। আমরা তাদের থামাতে গেলে তারা তেড়ে আসে। এতে দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি হয়ে যায়। তারা বলে, আগামী কাল যদি আযান আগে হয়, তাহ'লে বড় কিছু হয়ে যাবে। আমার চাচা আব্দুছ ছামাদ বললেন, পৃথিবীতে যখন এসেছি তখন সবাইকে মরতে হবে। তো ভয় কিসের? আমরা আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। পরের দিনও যথারীতি সঠিক সময়েই মাগরিবের আযান দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় গ্রামের মানুষের মধ্যে সত্যের দাওয়াত দ্রুত পৌঁছে যায়। বাতিল মাথা নত করে এবং সত্য উন্মোচিত হয়।

(৩) অরণকোলায় হকের আওয়াজ :

ঈশ্বরদীতে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াতে অনেকেই সত্যের সন্ধান পেয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হ'লেন মুহাম্মাদ এনামুল ইসলাম। সুন্দর চেহারা, মুখে লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট ২৬-২৭ বছরের যুবক। এনামুল বাড়ীর পার্শ্বের মসজিদে নিয়মিত ছালাত আদায় করে। ছহীহ হাদীছের উপর আমল শুরু করায় মসজিদের ইমাম ও মুছল্লীদের সাথে প্রায় প্রতিদিন আমীন বলা, রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ও অন্যান্য বিষয়ে কথা কাটাকাটি হ'ত। একদিন ছালাত শেষে এনামুলকে বলা হয়, তোমাদের আলেম ও আমাদের আলেমদের উপস্থিতিতে কোনটা ঠিক এবং কোনটা বেঠিক আলোচনা হবে। তোমার দায়িত্বশীলকে মাগরিবে ডাকবে, আমরা তার সাথে কথা বলে দিন ঠিক করব। তাদের সাথে কথা বলার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে এনামুল, আকরাম হোসাইন ও ছিদ্দীকুর রহমান সেখানে যান। তাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মসজিদ কর্তৃপক্ষ, উক্ত ওয়ার্ডের কমিশনার এবং ঈশ্বরদীর নামধারী কয়েকজন মুফতী। আলোচনার শুরুতেই ঐ তথাকথিত মুফতীদের উস্কানিতে

মুছল্লীরা আকরাম চাচা ও এনামুলকে মসজিদের মধ্যে মারধর শুরু করে। এতে তাদের শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। তাদের দু'জনকে মসজিদ হ'তে বের করে দেওয়া হয়। আর ছিদ্দীক চাচাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়। তারপর তিনি মোবাইল ফোনে ঘটনাটি আমাদেরকে জানান। আমার বড় চাচা কমিশনারের সাথে কথা বলেন। কমিশনার তখন ছিদ্দীক চাচাকে ছেড়ে দেন। পরের দিন ঈশ্বরদীর স্থানীয় পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ ছাপানো হয় যে, 'ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আহলেহাদীছদের শায়েস্তা করা হয়েছে'। এভাবে হকের উপর আমল করতে গিয়ে তারা নির্যাতনের শিকার হন।

(৪) নারীদা গ্রামে হকের বিজয় :

নারীদা হাইস্কুলের পার্শ্বেই বাড়ী, বয়স পঞ্চাশ, মাথায় বাবরি চুল। নারীদা হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক আনোয়ার স্যার। তিনি আত-তাহরীক-এর নিয়মিত পাঠক। আল্লাহ্র রহমতে তিনি ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল শুরু করেন। বাড়ীর পার্শ্বের মসজিদের নিয়মিত মুছল্লী তিনি। আমীন বলা ও রাফঊল ইয়াদায়েন করার কারণে মসজিদ হ'তে তাকে বের করে দেয়া হয়। মসজিদে ছালাত আদায় করতে গেলে জীবন হারাতে হবে বলেও হুমকি দেয়া হয়। এজন্য প্রায় তিন মাস তিনি মসজিদ ছেড়ে বাড়ীতেই ছালাত আদায় করেন।

মসজিদের নিয়মিত মুছল্লী হওয়ায় মসজিদ ছেড়ে বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করা তার কাছে ছিল খুবই কষ্টের। দু'দিন আগে যিনি ছিলেন গ্রামবাসী ও মুছল্লীদের কাছে প্রিয়পাত্র, ছহীহ হাদীছ মেনে চলায় তিনি হ'লেন সকলের চক্ষুশূল। এসব হয়েছিল মূলতঃ ঈশ্বরদীর নামধারী কতিপয় আলেমের কারণে। অবশেষে ধৈর্যশীল স্যারের আদর্শের কাছে হার মানে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। তাকে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। বর্তমানে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাথে কাজ করছেন এবং তার ছাত্র-ছাত্রীদের ও গ্রামবাসীদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

(৫) রূপপুরে হকের বলিষ্ঠ কণ্ঠ :

দরিদ্র পিতা-মাতার বড় আদরের সন্তান মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন। হকের দাওয়াত পেয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এলাকার মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে ষড়যন্ত্রের শিকার হন। তাকে ছালাত আদায়ে বাধা দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে সকলে তার বিরুদ্ধে চলে যায়। মসজিদ হ'তে বের করে দেয়া হয়। এরপরও ক্ষান্ত হয়নি। স্থানীয় চেয়ারম্যান রঈসের পিতাকে ডেকে ছেলে হারানোর হুমকি প্রদান করে।

এই খবর জানার পর আমরা রঈসুদ্দীনের বাড়ীতে গিয়ে তাদের পরিবারের সাথে কথা বলে জেনেছি, এর মূলে রয়েছে স্থানীয় আলেমরা। তারা তাদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য সাধারণ মুছল্লীদের কাছে আহলেহাদীছ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করেছেন। এরা জঙ্গী, লা-মাযহাবী ও ইসলামের শত্রু ইত্যাদি বলে অপপ্রচার করছেন।

(৬) মাথালপাড়ায় হকে প্রচার :

দরিদ্র পরিবারের সন্তান আব্দুল আউয়াল। ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার কারণে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। ১৭ অক্টোবর'১৩ তারিখে কুরবানীর দ্বিতীয় দিন স্থানীয় আলেমদের কাছে কুরবানীর সাথে আক্বীক্বার মাসআলা জানতে গেলে তারা ষড়যন্ত্র করে সাধারণ জনগণকে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। লোকজন তাকে মেরে গুরুতর আহত করে। উক্ত নির্যাতনে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ঈশ্বরদীতে একটিমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদ; তাও আবার ওয়াক্তিয়া। মাযহাবীদের মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করতে গেলে নানা বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। এছাড়া আহলেহাদীছদের পৃথক কোন গোরস্থান না থাকায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে। আহলেহাদীছ কেউ মারা গেলে, জানাযা ছালাত নিয়ে ও মাটি দেওয়ার পর হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত নিয়ে মাযহাবীদের সাথে বিরোধ হচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঈশ্বরদীর ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন ভাইয়েরা সম্মুখীন হচ্ছেন নানা প্রতিকূলতার। তবুও তারা হকের উপরে অটল আছেন। সকল দ্বীনী ভাইয়ের নিকটে দো'আ চাচ্ছি আমরা যেন শত বাধার পরেও হকের উপরে টিকে থাকতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমৃত্যু সঠিক পথে থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

** হাসান আলী*
ঈশ্বরদী, পাবনা।

মাসিক আত-তাহরীক-এর বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

শেষ প্রচ্ছদ	২০,০০০/= (রঙিন)
২য় প্রচ্ছদ	১৮,০০০/= ,,
৩য় প্রচ্ছদ	১৮,০০০/= ,,
পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫,০০০/= ,,
অর্ধ পৃষ্ঠা	৮,০০০/= ,,
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০/= (সাদাকালো)
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬,০০০/= ,,
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	৩,০০০/= ,,

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার,
মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আম চত্বর)
সপুরা, রাজশাহী। ফোন- ৮৬১৩৬৫।

হাদীছের গল্প

সৌন্দর্যই মর্যাদার মাপকাঠি নয়

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন ছাহাবী ছিলেন, যার নাম ছিল জুলায়বীব (রাঃ)। জুলায়বীব শব্দের অর্থ 'ক্ষুদ্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত'। এই নাম দিয়ে মূলতঃ জুলায়বীবের খর্বাকৃতিকে বুঝানো হ'ত। তিনি ছিলেন উচ্চতায় অনেক ছোট।

আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি দেখতে কুশ্রীও ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বিবাহ করার কথা বললে তিনি নিজের কুশ্রী চেহারার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বিবাহের ক্ষেত্রে তো আমি অচল বা চাহিদাহীন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ'তে পারে, তবে আল্লাহ্র নিকটে তুমি অচল নও।

আবু বারযা আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, জুলায়বীবের বিষয়টা এমন ছিল যে, সে মহিলাদের নিকটে গেলে তারা সেখান থেকে চলে যেত। তারা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তোমরা জুলায়বীবকে তোমাদের নিকটে প্রবেশ করতে দিও না। কেননা সে যদি তোমাদের নিকটে আসে, তাহ'লে অবশ্যই আমি (কিছু) করব, আমি অবশ্যই (কিছু) করব। তাকে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন। কোন মেয়ে জুলায়বীবকে বিবাহ করার কথা চিন্তাও করত না।

কিন্তু মহানবী (ছাঃ)-এর দৃষ্টিতে জুলায়বীবের অবস্থান ছিল অনেক উপরে। তিনি এই ছাহাবীর প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত, আবু বারযা আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, আনছার ছাহাবীদের কারো মেয়ে থাকলে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও বিয়ে দিতেন না, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হ'তেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তাকে বিয়ে করার প্রয়োজন নেই।

রাসূল (ছাঃ) জুলায়বীবের কথা চিন্তা করে একদিন এক আনছারীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই'। আনছার লোকটা খুবই খুশী হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এতো খুবই বিস্ময়কর, সম্মান, আনন্দ ও আমার চক্ষু শীতলকারী খবর। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমি ওকে নিজের জন্য চাই না'। লোকটি (কিছুটা হতাশ হয়ে) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাহ'লে কার জন্য? তিনি বললেন, 'জুলায়বীবের জন্য'। এ কথা শুনে আনছার মনে একটা ধাক্কা খেলেন এবং নিচু গলায় বললেন, আমি এ ব্যাপারে মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করব। এই বলে লোকটি তার স্ত্রীর কাছে চলে গেলেন এবং সব খুলে বললেন। স্ত্রী তার মতই রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক জুলায়বীবের সাথে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব শুনে স্তব্ধ হয়ে বললেন, জুলায়বীবের সাথে! না, কখনোই নয়। আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাকে (নিজ মেয়েকে) তার (জুলায়বীবের) সাথে বিয়ে দেব না। তখন সেই আনছারী তার স্ত্রীর অমতের কথা রাসূল (ছাঃ)-কে জানাতে যাওয়ার জন্য উদ্যত হ'লেন। কিন্তু তার মেয়ে যে কি-না আড়াল থেকে সব শুনছিল। সে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমাদেরকে আমার বিয়ের ব্যাপারে কে প্রস্তাব দিয়েছেন? উত্তরে মা তাকে বললেন, রাসূল (ছাঃ) তাকে জুলায়বীবের সাথে বিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন।

যখন মেয়েটি শুনল যে, প্রস্তাবটি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার মা সেটা প্রত্যাখ্যান করছেন, তখন সে দৃঢ়চিত্তে নিয়ে বলল, তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছ? আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাও, তিনি নিশ্চয়ই আমার জন্য ধ্বংস ডেকে আনবেন না।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মেয়েটি বলল, আমি এ ব্যাপারে রাযী হ'লাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মতির প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম। তারপর সে মা-বাবাকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি শুনিয়ে দিল 'আর কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য উচিত নয় যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন সে ব্যাপারে তাদের কোন মতামত থাকে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে' *(আহযাব ৩৬)*। অতঃপর তার পিতা মেয়েকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে গিয়ে তার মেয়ের দৃঢ়তার কথা জানালেন এবং বললেন, আমার মেয়ের জন্য যেটা ভাল মনে করেন সেটাই করুন। মেয়েটির মতামত শুনে রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য দো'আ করলেন, اللَّهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبًّا وَلاَ تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا كَدًّا 'হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি কল্যাণ নাযিল কর এবং তার সংসার জীবন কষ্টদায়ক কর না'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) জুলায়বীবের সাথে তার বিবাহ সম্পাদন করলেন।

এর অব্যবহিত পরেই রাসূল (ছাঃ) কোন এক যুদ্ধে বের হ'লেন এবং এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিজয় দান করলে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়ে ফেলেছ? ছাহাবাগণ বললেন, না, আমরা কাউকে হারাইনি। তিনি বললেন, কিন্তু আমি যে জুলায়বীবকে দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা তাকে নিহতদের মাঝে খোঁজ কর। তারা খুঁজতে খুঁজতে সাতটি মৃতদেহের পাশে তার মৃতদেহ পেলেন। অর্থাৎ তিনি তাদের সাতজনকে হত্যা করেছেন। অতঃপর নিজে শাহাদত বরণ করেছেন। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে সব ঘটনা খুলে বললেন। সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সেখানে গেলেন এবং বললেন, সে সাতজনকে হত্যা করেছে। অতঃপর তারা তাকে শহীদ করেছে। জেনে রেখো! সে আমারই মত আর আমিও তার মত *(তথা আল্লাহ্র আনুগত্যের ক্ষেত্রে- নববী, শরহে মুসলিম)*। এভাবে তিনবার বললেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে নিজ কাঁধে বহন করে যথাস্থানে নিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে কবর খনন করে তাকে সমাহিত করলেন। ছাবেত (রাঃ) বলেন, তখন আনছারদের বিধবাদের মধ্যে ঐ মেয়েটির চেয়ে অধিক সম্পদশীলা ও দানশীলা আর কেউ ছিল না।

(আহমাদ হা/১৯৭৯৯, আরনাঊত্ব, সনদ ছহীহ; মুসলিম হা/২৪৭২, ইবনু হিব্বান হা/৪০৩৫, সনদ ছহীহ, ইবনে আব্দুল বার্র, আল-ইস্তি'আব ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবা, পৃঃ ৮১)।

শিক্ষণীয় বিষয় : সমাজে জুলায়বীব (রাঃ) ছিলেন অবহেলিত, নিগৃহীত ও নিম্ন শ্রেণীর। কিন্তু তাঁর সততা, নিষ্ঠা, ঈমান-আমল ও আনুগত্যের কারণে মহানবী (ছাঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অনেক মর্যাদার অধিকারী। ইসলামে মানুষের মর্যাদা জন্মসূত্রে অথবা দেহবল্লরীতে নির্ধারিত হয় না, বরং নির্ধারিত হয় তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। যার বাস্তব উদাহরণ জুলায়বীবের উপরোক্ত ঘটনা।

** আব্দুর রহীম*
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

অমর বাণী

১. হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, الدُّنْيَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: أَمَا أَمْسِ فَقَدْ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وَأَمَّا غَدًا فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ، وَالْيَوْمُ فَاعْمَلْ فِيهِ দুনিয়াবী জীবন তিনদিনের। (১) গতকাল- যা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে, (২) আগামীকাল-সম্ভবতঃ তুমি তার নাগাল পাবে না এবং (৩) আজ। অতএব তোমার যা করার তা আজই কর *(ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আয-যুহ্দ, ১৯৭ পৃঃ)*।

২. মা'কিল বিন ওবায়দুল্লাহ জাযারী (রহঃ) বলেন, كَانَتِ الْعُلَمَاءُ إِذَا الْتَقَوْا تَوَاصَوْا بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ، وَإِذَا غَابُوا كَتَبَ بِهَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ: مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنِ اهْتَمَّ بِأَمْرِ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ আমাদের সময়ে ওলামায়ে কেরাম কখনো একত্রিত হ'লে পরস্পরকে কিছু বাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদান করতেন। আবার অনুপস্থিতি কালীন কখনো লিখেও পাঠাতেন। তা হ'ল-যে ব্যক্তি অন্ত জগতকে পরিশুদ্ধ করে, আল্লাহ তার বাহ্যিক অবস্থা পরিশুদ্ধ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মধ্যকার সম্পর্ক সঠিক রাখে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান তার সাথে মানুষের মধ্যকার বিষয়াদির ব্যাপারে। যে পরকালীন বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করে, আল্লাহ তার দুনিয়াবী বিষয়াদির জন্য যথেষ্ট হয়ে যান *(ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, ৫৪ পৃঃ)*।

৩. হাসান বাছরী (রহঃ) জনৈক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, تعشَّ العشاء مع أمك تقرُّ به عينُها، أحب إلي من حجة تحجها تطوعاً তুমি তোমার মায়ের সাথে খাদ্য ভক্ষণ কর, যাতে তার চক্ষু শীতল হয়। আর এ বিষয়টি আমার কাছে নফল হজ্জের চেয়েও অধিক প্রিয় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, বিররুল ওয়ালেদাইন, ৪ পৃঃ)*।

৪. হাতেম (রহঃ) বলেন, تَعَاهَدْ نَفْسَكَ فِي ثَلَاثٍ: إِذَا عَلِمتَ، فَاذْكُرْ نَظَرَ اللهِ إِلَيْكَ، وَإِذَا تَكَلَّمتَ، فَاذْكُرْ سَمْعَ اللهِ مِنْكَ، وَإِذَا سَكَتَّ، فَاذْكُرْ عِلْمَ اللهِ فِيْكَ স্বীয় আত্মাকে তিনটি বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ করে নাও। যখন কোন কাজ করবে, সবসময় স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। যখন কোন কথা বলবে, স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তা শুনছেন। আর যখন চুপ থাকবে, তখন স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তোমার সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১/৪৮৫ পৃঃ)*।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خيرا جعله معترفا بِذَنبِهِ ممسكا عَن ذَنْب غَيره جوادا بِمَا عِنْده زاهدا فِيمَا عِنْده مُحْتملا لأذى غَيره وَإِن أَرَادَ بِه شرا عكس ذَلِك عَلَيْهِ আল্লাহ যখন কোন বান্দার জন্য কল্যাণ চান, তখন তাকে স্বীয় পাপ স্বীকারের যোগ্যতা এবং অন্যের পাপ অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। আর সে স্বীয় সম্পদ নিয়েই প্রাচুর্য বোধ করে ও অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ থাকে এবং অন্যের দুঃখ-কষ্টের ভার বহন করে। আর যখন কারো অকল্যাণ চান, তখন বিপরীতটাই ঘটে *(আল-ফাওয়ায়েদ, ৯৯ পৃঃ)*।

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, دَخلَ النَّاس النَّارَ من ثَلَاثَة أَبْوَاب : بَاب شُبْهَة أورثتْ شكا فِي دين الله وَبَاب شَهْوَة أورثت تَقْدِيم الْهوى على طَاعَته ومرضاته وَبَاب غضب أورث الْعدوان على خلقه মানুষ তিনটি দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১) সন্দেহ, যা তাকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে (২) প্রবৃত্তি, যা তাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপর আপন স্বেচ্ছাচারিতাকে উস্কে দেয় (৩) ক্রোধ, যা তার মাঝে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি করে *(আল-ফাওয়ায়েদ, ৫৮ পৃঃ)*।

৭. জনৈক কবি বলেন,

الْعَاقِلُ إِذَا اخطَأَ يَتَأَسَّف + والأَحْمَقُ إِذَا اخطَأَ يَتَفَلْسَف

জ্ঞানী সে-ই যে ভুল করলে আফসোস করে। আর নির্বোধ সে-ই যে ভুল করলে তার পক্ষে যুক্তি তালাশ করে।

৮. সুফিয়ান বিন উয়ায়না (রহঃ) বলেন, مَنْ سُرَّ بِالدُّنْيَا، نُزِعَ خَوْفُ الآخِرَة مِنْ قَلْبِه যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকে, তার হৃদয় থেকে আখেরাতের ভীতি দুরীভূত করে দেয়া হয়। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/২৬৮ পৃঃ)*।

৯. হাতেম আল-আছাম (রহঃ) বলেন, আমি আমার ভাই বলখীকে বলতে শুনেছি, اصْحَبِ النَّاسَ كَمَا تَصْحَبُ النَّارَ خُذْ مَنْفَعَتَهَا وَاحْذَرْ أَنْ تُحْرِقَكَ তুমি মানুষের সংস্পর্শে ঠিক সেভাবে থাক যেভাবে তুমি আগুনের সংস্পর্শে থাক। অর্থাৎ তার কাছ থেকে উপকার গ্রহণ কর কিন্তু তার দগ্ধাগ্নি থেকে আত্মরক্ষা কর *(হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৮/৭৭ পৃঃ)*।

১০. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

الْحَقُّ مَنْصُورٌ ومُمْتَحَنٌ فَلاَ + تَعْجَب فَهَذِي سُنَّةُ الرَّحْمَنِ

'হক সবসময় বিজয়ী এবং পরীক্ষিত। অতএব তুমি (বাতিলের আস্ফালনে) বিস্মিত হয়ো না। কেননা এটাই দয়াময় আল্লাহর চিরন্তন রীতি' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, মাতনুল ক্বাছীদাহ নূনীয়াহ পৃঃ ১৭)*।

সংকলন : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চিকিৎসা জগৎ

প্রকৃতির মহৌষধ মধু

-আফতাব চৌধুরী

বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনা তার বিশ্বখ্যাত Medical test book 'The canon of Medicine' এ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে মধু ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন। তিনি মধুর উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেন, মধু মানুষকে সুখী করে, পরিপাকে সহায়তা করে, ঠাণ্ডার উপশম করে, ক্ষুধা বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ করে, জিহ্বা পরিষ্কার ও যৌবন রক্ষা করে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধু : দুই চামচ দারুচিনি গুঁড়া ও এক চামচ মধু এক গাস হাল্কা গরম পানির সাথে মিশিয়ে সেবন করলে মূত্রথলির জীবাণু ধ্বংস করে।

দাঁতের ব্যথা : দাঁতে ব্যথা হ'লে এক চামচ দারুচিনি গুঁড়া, পাঁচ চামচ মধু একসাথে মিশিয়ে ব্যথা যুক্ত দাঁতের গোড়ায় ব্যবহার করলে উপশম হয়। ব্যথা না সারা পর্যন্ত দিনে তিনবার করে ব্যবহার করতে হবে।

কোলেস্টেরল : দুই চা চামচ মধু ও তিন চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া ১৬ আউন্স পানি মিশিয়ে কোরেস্টেরলের রোগীকে সেবন করালে দুই ঘণ্টার মধ্যে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ১০ শতাংশ কমিয়ে আনা যায়। দিনে দু'বার সেবন করলে যে কোন ধরনের কোলেস্টেরলজনিত রোগ উপশম হয়।

ঠাণ্ডা লাগা : যারা সাধারণত তীব্র ঠাণ্ডায় ভোগেন তাদের এক টেবিল চামচ হাল্কা গরম মধু ও দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে দিনে একবার করে তিন দিন সেবন করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় ঠাণ্ডা, পুরন কাশি উপশম হয় ও সাইনাস পরিষ্কার করে।

পাকস্থলীর সমস্যা : দারুচিনি পাউডারের সাথে মধু মিশিয়ে সেবন করলে পাকস্থলীর ব্যথা ও গ্যাস্ট্রিকজনিত ব্যথা উপশম হয় এবং পাকস্থলীর মূল থেকে আলসার ভাল করে।

হার্টের রোগ : দারুচিনি গুঁড়া ও মধু এক সাথে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে রুটির সাথে জেলির মতো মাখিয়ে সকালের পানি খাবারের সাথে খেতে হবে। এটা ধমনীর কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায় ও রোগীকে হার্ট অ্যাটাক থেকে রক্ষা করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : প্রতিদিন মধু ও দারুচিনি গুঁড়া সেবন করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে।

বদহজম : দুই টেবিল চামচ মধুর ওপর সামান্য দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে খাবারের আগে সেবন করলে এসিডিটি কমে যায় ও ভারী খাবার হজম হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা : মধু ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু ধ্বংস করে।

ত্বকের ইনফেকশন : মধু ও দারুচিনি গুঁড়া সমপরিমাণে মিশিয়ে একজিমা, দাঁদ ও অন্য সব ধরনের ত্বকের ইনফেকশনে আক্রান্ত স্থানে লাগাতে হবে। দিনে দু'বার সাত দিন থেকে শুরু করে প্রয়োজনে এক মাস ব্যবহার করতে হবে।

ওযন কমানো : সকালে খাবারের আধ ঘণ্টা আগে খালিপেটে ও রাতে শোবার আগে মধু ও দারুচিনি গুঁড়া এক কাপ গরম পানির সাথে মিশিয়ে পান করতে হবে। নিয়মিত পান করলে স্থূলকায় শরীরের ওযনও কমতে থাকে। এ মিশ্রণ নিয়মিত পানে উচ্চমানের খাবার খেলেও শরীরে চর্বি জমতে পারে না।

ক্যান্সার : সম্প্রতি জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় পাকস্থলী ও হাড়ের ক্যান্সার সফলতার সাথে সারছে। যেসব রোগী এ ধরনের ক্যান্সারে ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে এক টেবিল চামচ মধু ও এক চামচ দারুচিনি গুঁড়া একসাথে মিশিয়ে দিনে তিনবার একমাস সেবন করলে আরোগ্য লাভ সম্ভব।

ক্লান্তি : ডা. মিল্টন গবেষণা করেছেন তিনি বলেন, এক গাস পানি অর্ধেক টেবিল চামচ মধু ও কিছু দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে সকালে দাঁত ব্রাশ করার পরও বিকেলে পান করলে সাতদিনের মধ্যে শরীর সতেজ হয়ে ক্লান্তি দূর হয়।

শ্রবণশক্তি কমে গেলে : যেসব রোগী কানে কম শোনে তাদের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ মধু ও দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে সকালেও রাতে পান করলে শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

পুড়ে গেলে : খাঁটি মধু পোড়ার উপর আলতোভাবে নিয়মিত লাগালে পোড়ার জ্বালা বন্ধ করে, ব্যথা দূর করে ও দ্রুত উপমশ হয়।

বিছানায় প্রস্রাব করলে : শিশুদের ঘুমানোর আগে এক চা চামচ মধু খাওয়ালে বিছানায় প্রস্রাব করা বন্ধ হয়।

অনিদ্রা : এক গাস দুধের সাথে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করলে ভাল ঘুম হয়। ঘুমের পর শরীর সতেজ হয়, কর্মোদ্যম ফিরে পাওয়া যায়।

নাকের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া : এক বাটি গরম পানিতে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে বাটির ওপর মাথা রেখে শ্বাসের মাধ্যমে গন্ধ নিতে হবে ও বাটিসহ মাথা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। এতে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া যায়।

ক্ষত : ক্ষতস্থানে মধু দ্বারা প্রলেপ দিয়ে বেঁধে দিলে খুব ভাল উপকার পাওয়া যায় ও নিয়মিত ব্যবহার করলে কোনও এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না।

অস্টিওপোরোসিস : প্রতিদিন এক চা চামচ মধুপান করলে ক্যালসিয়াম ব্যবহারে সহায়ক হয় ও অস্ট্রিওপোরোসিস রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের লোকের জন্য মধু খুব উপকারী।

মাইগ্রেন : হাল্কা গরম পানি এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে মাইগ্রেন ব্যথার শুরুতে চুমুক দিয়ে পান করতে হবে। ২০ মিনিট পরপর পান করতে হবে এতে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

মোটকথা প্রকৃতির দান মধুর উপকারিতার শেষ নেই। আজকাল অনেকেই নিজ নিজ বাড়িতে মধুর চাষ করতে শুরু করেছেন। এটা ভাল লক্ষণ। কারণ বাজারে আজকাল খাটি ও ভাল মধু পাওয়া কঠিন।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

সাড়া দাও দাও সাড়া

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

আজ পৃথিবী ভরা দুঃখ-বেদনার কথা
কওয়া সওয়া বড় ভার
নির্যাতনের যাতাকলে ফেলে
পিষে মারে নৃপতি ক্ষমতাধর।
বিশ্বজুড়ে শোষক গোষ্ঠীর
ক্ষমতা লাভের মোহ
কায়েমী স্বার্থ হাছিল করিতে
লেগে রয় অহরহ।
এত মিথ্যাচার ছলনা ধোঁকার কথা
আর কত দিন শুনিবে নিরীহ জনতা।
যে জনতার কাছে ক্ষমতা ভিক্ষা করিয়া
হয় যে ক্ষমাতাবান
সেই অশুভ ক্ষমতায় আনে
দেশের অকল্যাণ।
হরণ করিয়া লয় যে সকল
স্বাধীনতা-স্বাধিকার
পাঁচটি বছর থাকে সবাই
অবাক নির্বিকার।
যখনই জানাইতে যায় স্বাধীনতা
ন্যায্য দাবীর কথা
তখনই ঘোরায় নির্যাতনের
কল যাতা।
জেল-যুলুম হামলা-মামলা
গুম-খুন হয় কত!
নৃপতিদের বদলায় না স্বভাব
কাল-যুগ হ'লেও গত।
ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে
কত যে শাসক দল!
ফেরাঊন নমরূদ হামান কারূণ
আবরাহা সকল।
তারাও করেনি এত নির্যাতন
এত গণহত্যা,
না করিয়াছে শোষণ-পীড়ন
এত নির্যাতন এত মিথ্যা।
ভোটের বাক্স কেবল
মিথ্যা ছলনায় ভরা
কোটি মানুষের স্বাধিকার
স্বাধীনতা হরণ করা।
ঐ বাক্সেই ভরা গোলামীর জিঞ্জির
এক দলীয় শাসন, স্বাধীনতা দলটির।
যাহাদের ভোটে হয়
ভীষণ ক্ষমতাবান
তাদেরই বুকে গুলি করে
একি নিষ্ঠুর প্রাণ!
তাইতে বিশ্বে এত হাহাকার
অশান্তি অনল জ্বলে
পরাধীনতার শিকল পরা
জনতার হাতে পায়ে গলে।
এবার আবার জাগো বিশ্ববাসী
গাও শিকল ভাঙ্গার গান
বিশ্ব মাঝে কায়েম করিতে
সুশাসক সুশাসন।
তবেই বহিবে বিশ্বময়
সুখের ফল্গুধারা
মরণ পণ করিয়া এবার
সাড়া দাও দাও সাড়া।

***

শোভে

মুহাম্মাদ মাকবুছূদ আলী
ইটাগাছা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

পশুতে পশু শোভে দানবে দানব,
বৃক্ষে বৃক্ষ শোভে মানবে মানব।
মৃদু তরঙ্গ তালে শোভে তরণী,
পুষ্প সুবাসিতে শোভে রজনী।
ফাগুন সমীরণ শোভে শোভে কবি মনে,
কবিতার ছন্দ শোভে চরণে চরণে।
দাম্পত্য জীবন শোভে সতীর আচরণে,
সংসারে সুখ শোভে স্বামীর ঈমানে।
বিদ্বানে বিদ্বান শোভে মূর্খে শোভে মূর্খ,
বে-দলীলে মূর্খরাই করে শুধু তর্ক।
বেদ্বীনে বেদ্বীন শোভে দ্বীনে শোভে দ্বীন,
মুমিনে মুমিন শোভে কমিনে কমিন।

***

আহলেহাদীছ আন্দোলন

আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
তাহেরপুর, রাজশাহী।

সালাম জানাই দ্বীনদার পরহেযগার সবাইকে,
আলহামদুলিল্লাহ বলি সবাই, শুকরিয়া মহান আল্লাহকে।
আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা ঊনিশশত চুরানব্বই সনে,
অহী ভিত্তিক সমাজ আর রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনে।
আন্দোলনে অভিজ্ঞ সুদক্ষ কর্মনিষ্ঠায় সংগঠনে আছেন যারা,
মুসলমানদের আক্বীদা ও আমল সংশোধনে সচেষ্ট তাঁরা।
সংগঠন, প্রচার, প্রশিক্ষণ আর সমাজ সংস্কারই প্রধান কাজ যার,
কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবন আর শিক্ষা ব্যবস্থার।
শিশু-কিশোরদের জন্য আছে তাদের 'সোনামণি' সংগঠন,
যুবকদের জন্য 'যুবসংঘ' বয়স্কদের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'।
স্বতন্ত্র পরিবেশে মহিলাদের মাঝে আছে দাওয়াতের ব্যবস্থা
তাদের মাঝে কাজ করে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'।
অহী ভিত্তিক চলার জন্য মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকা
'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশ করে দলীল ভিত্তিক বই-পুস্তিকা।
ইহকাল ও পরকালে আমরা শান্তি যদি চাই
আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিকল্প কিছু নাই।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. মূসা (আঃ)।
২. ৪৪টি সূরার ৫৩২টি আয়াতে।
৩. মানেফতাহ বা মারনেফতাহ, পিতার নাম রেমেসিস।
৪. ১৯০৭ সালে।
৫. ইবরাহীম (আঃ)-এর।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১. টাকা। ২. চাঁদ। ৩. ঢেঁকি।
৪. শার্ট। ৫. সালাম।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. আদম (আঃ)-কে কোন্ অপরাধের কারণে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়?
২. আদম (আঃ) কত লম্বা ছিলেন?
৩. মা হাওয়াকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল?
৪. হাবিল-কাবীলের মধ্যে কে কাকে হত্যা করেছিল?
৫. মানুষকে দাফন করার পদ্ধতি শিখিয়েছিল কোন্ পাখি?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)

১. বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি এবং হিটারে কি তার ব্যবহৃত হয়?
২. অধিকাংশ ফটোকপি মেশিন কোন বিদ্যুতের সাহায্যে কাজ করে ?
৩. আলোক বিদ্যুৎ কোষ ব্যবহৃত হয় কিসে?
৪. চুলের সাথে ঘর্ষণে চিরুণীতে কোন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়?
৫. বিদ্যুৎবাহী তারে পাখি বসলে সাধারণত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট না হওয়ার কারণ কি?

সংগ্রহে : আতাউল্লাহ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

সারন্দী, বাগমারা, রাজশাহী ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সারন্দী নিশুপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে এক সোনামণি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সারন্দী শাখা সভাপতি জনাব আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও সোনামণি বাগমারা উপযেলার উপদেষ্টা ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র উপযেলা সোনামণি সহ-পরিচালক আয়নুল হক, 'যুবসংঘ'-এর কর্মী হাফেয শহীদুল ইসলাম ও মাইনুল ইসলাম এবং অত্র বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক তোফাযযল হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র শাখার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আব্বাস।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়াস্থ দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে সোনামণি মারকায এলাকার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ ও মারকায এলাকার পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক মুনীরুল ইসলাম।

মোল্লার ডাইং, রাজশাহী ১৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মোল্লার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মী মিনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আতাউল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর দাওরায়ে হাদীছ শ্রেণীর ছাত্র হানযালা।

হরিষার ডাইং, রাজশাহী ১৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি হরিষার ডাইং শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আতাউল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ছাদ্দাম হোসাইন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর দাওরায়ে হাদীছ শ্রেণীর ছাত্র হানযালা। অনুষ্ঠানে শাখার উপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের গান

-আবুল হাসান
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

ভোর হ'লে মা বলেন
ঘুম থেকে ওঠরে,
ওযূ করে জামা পরে
মসজিদে ছোটরে।
ডাক তাঁকে যিনি তোমায়
করেছেন গো সৃষ্টি,
কারো পানে কোনখানে
দেবে নাকো দৃষ্টি।
পড়ে জল বেয়ে গাল
চোখ দু'টো সিক্ত,
তবে তার আমলনামার
খাতা হবে দীপ্ত।
রোজ হাশরে দিবে তাকে
জান্নাতে স্থান,
যেজন সারাক্ষণ
গায় রবের গুণগান।
ইকামতে একই সাথে
খাড়া হও জামা'আতে,
কেন হায় মন চায়
সারা রাত ঘুমাতে।
আলসে হয় সে
উঠে না যে প্রভাতে,
আমলনামার খাতা তার
ভরে রবে গুনাহতে।

Contents

স্বদেশ

শেষ হ’ল ৪ দিনের ব্যতিক্রমধর্মী হিজাব মেলা

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হ’ল হিজাব মেলা-২০১৪। রাজধানীর ডব্লিউডিএ অডিটোরিয়ামে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত এ মেলাটি চলে। মেলার আয়োজক ছিলেন মার্সি মিশন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। আয়োজকেরা জানান, মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী-পুরুষ সবাইকে শালীন পোশাক সম্পর্কে সচেতন করা ও ইসলামী সংস্কৃতির সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো। চার দিনব্যাপী এ মেলায় ছিল হিজাব, শালীন-রুচিশীল ইসলামী পোশাক, বই, সুগন্ধি ও নিত্যব্যবহার্য বস্তুর সমাহার। মেলায় অংশ নেয় স্পন্দন, ডিজায়ার, তাহুর, নেভা, মুসলিমাহ, স্টাইল, ড্যাজলিং ড্রেস অ্যান্ড ডেকর ইত্যাদি নামকরা ব্রান্ডের প্রতিষ্ঠান। মেলায় তিন হাযারেরও বেশী দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছিল।

[এটি শুভ উদ্যোগ। এতে অনেকের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করবে। হিজাব নারীর অঙ্গ ভূষণ। অতএব যেখানেই নারী থাকবে সেখানেই তার হিজাব থাকবে, এটাই হৌক সবার প্রতিজ্ঞা (স.স.)]

হবিগঞ্জে বায়ুচালিত সাইকেল উদ্ভাবন

প্রথমবারের মতো দেশে বায়ুচালিত দ্রুতগতির সাইকেল উদ্ভাবিত হয়েছে। বাতাসের সাহায্যে চলা পরিবেশবান্ধব সাইকেলটির উদ্ভাবক হবিগঞ্জ যেলার রিচি গ্রামের হাফেয মুহাম্মাদ নূরুযযামান। তেল বা পেট্রোল ছাড়াই শুধু সিলিন্ডারে একবার বাতাস ভরে সাইকেলটি ৪০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে। বায়ুচালিত হ’লেও এর গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার এবং দেখতে মোটরসাইকেলের মতো। উদ্ভাবক নূরুযযামান বলেন, কাঠ, লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে এ সাইকেলটি সে তৈরি করেছে। ২০১১ সালে সে এটি তৈরির কাজ শুরু করে। এতে তার খরচ পড়েছে সাড়ে ৪ লাখ টাকা। তবে বাণিজ্যিকভাবে তৈরী শুরু হ’লে খরচ পড়বে ১ লাখ টাকা। সে জানায়, সাইকেলটি চালাতে জ্বালানী তেলের প্রয়োজন পড়বে না। হাইড্রোলিক মেকানিজম সংযুক্ত গিয়ার বক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি সিলিন্ডারে বাতাস সঞ্চিত হবে। পরে ঐ বাতাসের চাপে সাইকেলটি চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৬ শতাংশ ছাত্রীই যৌন হয়রানির শিকার

উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপদ নয় ছাত্রীদের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ৭৬ শতাংশ ছাত্রীই কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন। তবে পাবলিক বা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হার ৮৭ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ৭৬ শতাংশ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৬ শতাংশ এবং মেডিকেল কলেজে যৌন হয়রানির শিকার হন ৫৪ শতাংশ ছাত্রী। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউএন-উইমেনের করা এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে দেখা গেছে, বিভিন্ন অশালীন মন্তব্যের মাধ্যমেই ছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি যৌন হয়রানি করা হয়।

[ইসলামে নারী ও পুরুষের সহ-শিক্ষা নিষিদ্ধ। যা ভঙ্গ করার পরিণাম যা হবার তাই হচ্ছে। কিন্তু রোম যখন পুড়ছে, নীরু তখন বাঁশি বাজাচ্ছে। অতএব সামাজিক প্রতিরোধই একমাত্র পথ। নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থান এখন সময়ের দাবী (স.স.)]

বিদেশ

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে ক্যান্সার: ডব্লিউএইচও

প্রাণঘাতী রোগ ক্যান্সার বিশ্বজুড়ে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ছে বলে সতর্ক করেছে ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’ (ডব্লিউএইচও)। ক্যান্সারের বড় ধরনের বিস্তৃতি রোধে অ্যালকোহল ও মিষ্টি জাতীয় (সুগার) খাদ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যরূরী বলেও মনে করছে সংস্থাটির গবেষকরা। তাদের মতে, ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বে বছরে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা দু’কোটি ৪০ লাখে পৌঁছে যেতে পারে। তবে সতর্কতা অবলম্বন করলে এ সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব। ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা এবং মুটিয়ে যাওয়া রোধ করার ওপর জোর দেয়া এখন সময়ের দাবী। বর্তমানে বিশ্বে বছরে ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষের ক্যান্সার ধরা পড়ছে। তবে ২০২৫ সালের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে এক কোটি ৯০ লাখ, ২০৩০ সালের মধ্যে ২ কোটি ২০ লাখ এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ২ কোটি ৪০ লাখে গিয়ে দাঁড়াবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশী। এছাড়া ক্যান্সারের চিকিৎসা ব্যয় দিন দিন সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, এমনকি উচ্চ আয়ের দেশগুলোতেও। ডব্লিউএইচও তাদের ক্যান্সার বিষয়ক প্রতিবেদনে কিছু বিষয় উল্লেখ করেছে। যেগুলি থেকে বেঁচে থাকলে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা অনেকটাই সম্ভব। পরিত্যাজ্য বিষয়গুলি হ’ল- ধূমপান, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত, অ্যালকোহল, অলসতা ও স্থূলতা, বায়ু দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশ জনিত সমস্যা, দেরিতে গর্ভধারণ, কম সন্তান জন্ম দান এবং শিশুদের বুকের দুধ না খাওয়ানো ইত্যাদি।

বিশ্বের অর্ধেক মানুষের চেয়ে বেশী সম্পদ ৮৫ ব্যক্তির

বিশ্বব্যাপী ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ছে। বিশ্বের সেরা ৮৫ ধনী ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ সাড়ে তিনশ কোটি দরিদ্র মানুষের মোট সম্পদের সমান। যা ক্রমশঃ ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের ঊর্ধ্বগতির ইঙ্গিত করছে। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ‘অক্সফামে’র এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ছে; যা দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য বড় ধরনের বাধা। ধনীদের আরো ধনী হওয়ার মাধ্যমে এ বৈষম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক উত্তেজনা ও সমাজ ভাঙনের ঝুঁকি বাড়ছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, গত বছর আরো ২১০ ব্যক্তি বিলিওনিয়ারের অভিজাত ক্লাবে প্রবেশ করেছে। এ নিয়ে বর্তমান বিশ্বে মোট এক হাযার ৪২৬ জন বিলিওনিয়ার আছে। যাদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৫.৪ ট্রিলিয়ন। শুধুমাত্র ভারতে গত ১০ বছরে বিলিওনিয়ারের সংখ্যা ৬ থেকে ৬১ জনে উন্নীত হয়েছে। এমনকি এই বৈষম্য বিদ্যমান রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্যও হুমকিস্বরূপ।

[ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণ ও চালু করা ব্যতীত এই অবস্থা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই (স.স.)]

মার্কিন সেনাবাহিনীতে আসছে রোবট যান ও সেনা

প্রযুক্তির বিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনীতেও নতুনত্ব আনতে চাইছে। এর অংশ হিসাবে এবার সেনা কর্মকর্তাদের ভাবনায় এসেছে রোবট সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাশুল দিতে হবে সেনাবাহিনীর বেশ কয়েক হাযার সদস্যকে। এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন সেনা কর্মকর্তা বলেন, তিনি সেনাবাহিনীর ব্রিগেড কমব্যাট টিমের আকার এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে ফেলার চিন্তা করছেন। এটি কার্যকর হ’লে ঘাটতি পূরণে এই সেনাদের স্থলে রোবট সেনা ও দূরনিয়ন্ত্রিত সামরিক যান

নিয়োগ করা হবে। তবে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে প্রাণঘাতী অস্ত্রসজ্জিত স্বয়ংক্রিয় রোবট নামানোর কোন পরিকল্পনা নেই।

নতুন ঐ চিন্তা-ভাবনায় আপাতত মানবচালিত লরি ও অন্য যানবাহনের স্থানে রোবটচালিত সরবরাহ ট্রেন নামানোর প্রস্তাব রয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, মনুষ্যবিহীন বিমান (ড্রোন) ছাড়াও এরই মধ্যে আফগানিস্তানে রোবটচালিত কিছু সামরিক স্থলযানের পরীক্ষা করা হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্য পাঁচ লাখ ৪০ হাযার থেকে কমিয়ে চার লাখ ৯০ হাযারে আনার কথা রয়েছে।

মাটির নিচে আমেরিকার কয়েকশ’ পরমাণু বোমা!

মাটির নিচে গোপন আস্তানায় আমেরিকার কয়েকশ’ পরমাণু বোমা এখনও মওজুদ রয়েছে। এসব বোমা কয়েক দশক ধরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এসব পরমাণু বোমার ধ্বংস ক্ষমতা কল্পনার বাইরে। এসব বোমা দিয়ে হামলা চালিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব। এসব তথ্য দিয়েছেন বার্তা সংস্থা এপি’র নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদক রবার্ট বার্নস। তিনি বলেছেন, পরমাণু বোমা ধ্বংস করার কাজ অত্যধিক ব্যয়বহুল। সেজন্য নতুন সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি থেকেই যাবে। তবে আমেরিকা পরমাণু বোমার ব্যবহার করতে চায় না। বরং একদিন এগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে এবং এর জন্য আমেরিকার কোটি কোটি ডলার খরচ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মেক্সিকোয় দ্রুত বাড়ছে মুসলমানদের সংখ্যা

মেক্সিকোতে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটছে। ১৯৯৪ সালে মেক্সিকো সিটিতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ জন। তবে এখন অবস্থা বদলে যাচ্ছে। পিউ রিসার্চের গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০১০ সালে মেক্সিকোতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১১ হাযার। ১৯৯৪ সালে মরক্কো থেকে মেক্সিকো সিটিতে আসা সৈয়দ লুয়াহাবী বলেন, এ শহরে সে সময় ২-৩ মাসেও একজন মুসলমানের দেখা মিলত না। মসজিদ খুঁজে পেতে হয়রান হ’তে হ’ত। কিন্তু এখন পরিবেশ একেবারেই ভিন্ন। এখন প্রতি শুক্রবারই ইসলাম গ্রহণ করছেন মেক্সিকানরা। কোন কোন শুক্রবার ৫ জনও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জানান, নবদীক্ষিতদের বেশিরভাগই নারী। পিউ রিসার্চের গবেষণায় বলা হয়েছে, ১৯৭০ সালে মেক্সিকোতে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯৬.৭ শতাংশ। ২০১০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮২.৭ শতাংশে। এখন ক্যাথলিকদের একটি অংশ ইসলাম গ্রহণ করছেন।

মেক্সিকোর খ্রিস্টানদের ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে বলা হয়, ক্যাথলিকদের ঈশ্বরের তিন রূপ মতবাদের বিপরীতে ইসলামে এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস অনেককে আকৃষ্ট করেছে। এছাড়া খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারীর সীমাহীন অভিযোগেও অনেক খ্রিস্টান বিরক্ত। তারা ইসলামে এর সমাধান পাচ্ছেন।

এদেরই একজন মার্থা আলামিলা, বয়স ২৩। তিনি একটি ক্যাথলিক পরিবারে বেড়ে ওঠেন। ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার মনে কোন সংশয় ছিল না যে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু আমার ধর্মের কাছে অনেক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে আমি অর্থপূর্ণ জবাব পাইনি। তিনি বলেন, ইসলাম সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণা ছিল যে, এটি সন্ত্রাসবাদ ও নিপীড়নের ধর্ম। এ ধর্ম নারীদের অধিকার হরণ করে, তাদের হিজাব পরতে বাধ্য করে। কিন্তু পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার পর এবং মুসলমানদের সঙ্গে বৈঠকের পর তার ধারণা পাল্টে যায়। তিনি যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজছিলেন তাও পেয়ে যান। তিনি বলেন, ‘আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা একটা সুন্দর ধর্ম। এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের অর্থ আছে। কুরআন ও হাদীছে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব আছে। প্রায় ছয় মাস অধ্যয়ন শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি।

মুসলিম জাহান

ভ্যালেন্টাইন্স ডে মুসলিম মূল্যবোধের প্রতি হুমকি

-মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার মুসলিম মূল্যবোধ পর্যবেক্ষণকারী সরকারী সংস্থা ‘জাকিম’ বলেছে, ১৪ ফেব্রুয়ারী ভ্যালেন্টাইনস ডে মুসলিম সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি হুমকি স্বরূপ। মাদকাসক্তি থেকে গর্ভপাত পর্যন্ত সব ধরনের অপকর্মের জন্য দায়ী এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে। এ ধরনের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন প্রতারণা, মাদকাসক্তি থেকে মানসিক বৈকল্য, গর্ভপাত ও ভ্রূণ হত্যা এবং অন্যান্য নেতিবাচক নৈতিক রোগের সৃষ্টি হয়, যা যুব সমাজের মধ্যে বিপর্যয় ও নৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনে।’ এ সংস্থা নিয়মিত পাপাচার ও উচ্ছৃঙ্খলায় প্ররোচনাদায়ক হিসাবে ‘ভ্যালেন্টাইন্স ডে’র নিন্দা করে আসছে। মালয়েশিয়ার দুই কোটি ৮০ লাখ মানুষের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি মুসলমান। মালয়েশিয়ার পরহেযগার মুসলমানেরা সম্প্রতি দেশটির ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণে বেশ সোচ্চার ভূমিকা পালন করছেন। ২০১১ সালে ভ্যালেন্টাইন্স ডে’তে প্রায় ১০০ মুসলমানকে আটক করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নেকাব নিষিদ্ধের চেষ্টা ব্যর্থ

জনসমক্ষে নেকাব নিষিদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত একটি বিল রুখে দিয়েছে বিরোধী দল লেবার পার্টি। গত শুক্রবার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে বিলটি উত্থাপিত হ’লে লেবার দলীয় বাঙালি এমপি রুশনারা আলীসহ লেবার এমপিরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। ক্ষমতাসীন জোটের প্রধান শরিক, কনজারভেটিভ পার্টির এমপি ফিলিপ হলোবোর্ন জনসমক্ষে নেকাব পরিধানকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করতে বিলটি এনেছিলেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিলটির ওপর দ্বিতীয় দফা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এবং মুসলিম নারী এমপি রুশনারা আলী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এই বিলটি ছিল একটি প্রাইভেট মেম্বার বিল। নারীদের নেকাব পরিধানকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন কনজারভেটিভ এমপি। এটা তাদের ধর্মীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী। তিনি বলেন, যারা নেকাব পরিধান করতে চান এবং যারা পরিধান করতে চান না উভয়ের অধিকার রক্ষায় আমি সংগ্রাম করে যাব। শ্যাডো জাস্টিস মিনিস্টার সাদেক খান তার পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, অনেক নারী নেকাব বা ভেইল পরিধান করেন। এটা তাদের ব্যক্তিগত পসন্দের ব্যাপার। তিনি এই বিষয়টিকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করার তীব্র বিরোধী।

তিনি বলেন, কেউ নেকাব পরিধান করল কী করল না সে বিষয়টি ব্রিটেনের অধিকাংশ মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তিনি সকল প্রকার বৈষম্য রোধে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আধুনিক ব্রিটিশ সমাজে বৈষম্যের কোন স্থান নেই।

[জান্নাতে আদম ও হাওয়াকে নগ্ন করেছিল শয়তান। এ যুগের নারীকে নগ্ন করতে প্রধান ভূমিকা রাখে মানবরূপী শয়তান। অতএব এদের থেকে সাবধান! (স.স.)]

আরব আমিরাতের স্কুলে পাঠ্য বইয়ের বদলে আইপ্যাড!

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রায় ৭৫ ভাগ স্কুলে (ইন্টারন্যাশনাল/প্রাইভেট) পাঠ্য বইয়ের বদলে আইপ্যাড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার। দেশটির এক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, ছাত্র-ছাত্রীরা গাদা গাদা বই বহন করে স্কুলে আসে। এটি তাদের কাছে বোঝা স্বরূপ। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অতিরিক্ত এক ধরনের চাপের তৈরী হয়। চাপ কমানোর জন্যই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাছাড়া এটি তাদের শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করবে। সাহারা

কনসালটেন্সির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তারিক আল-শালফান জানান, ১৫ হাযারের বেশি শিক্ষার্থী ডিজিটাল এই পদ্ধতির আওতায় আসবে। এর মাধ্যমে পড়াশোনায় ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দ পাবে। তিনি জানান, প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ক্লাসরুমেরও পরিবর্তন আনা হবে। এ লক্ষ্যে কিছু সঊদী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞকে পাঠ্যবই পরিবর্তনে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুরসীকে অপসারণের পর মিসরে নিহত ৬ হাযার

মিসরের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসীকে অবৈধভাবে অপসারণের পর থেকে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৬ হাযারের অধিক মুরসী সমর্থক। গ্রেফতার হয়েছেন প্রায় ২০ হাযার। রাবেয়া স্কয়ার, আল-নাহযা স্কয়ার, রামসিস স্কয়ারসহ দেশজুড়ে সেনাশাসনবিরোধী বিক্ষোভে পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে এরা নিহত হন। এদের মধ্যে নারী-শিশু, সাংবাদিক ও ব্রাদারহুড নেতৃবৃন্দের ছেলেমেয়েরাও রয়েছেন। অন্যদিকে চলমান আন্দোলনে প্রতি সপ্তাহেই নিহত হচ্ছেন মুরসী সমর্থকরা।

[গণতন্ত্রকে বরণ করেও ইসলামপন্থী মুরসীদের রক্ষা হলো না। অতএব দুই রং ছেড়ে এক রং হওয়া কর্তব্য (স.স.)]

কট্টরপন্থীদের উত্থানের আশংকা দেশে দেশে

লেবাননের রাজধানী বৈরূতে কট্টরপন্থীদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় বিধ্বস্ত একটি গাড়ি লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের একটি গ্রাম বিশারিয়েহ। একসময় বেশ শান্ত ছিল গ্রামটি। ছিল বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থান। কিন্তু এখন সেই শান্ত রূপটি নেই বিশারিয়েহ'র। এই গ্রামের দুই তরুণ সিরিয়ায় গিয়ে বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেছেন। সম্প্রতি দেশে ফিরে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছেন তাঁরা। এই আত্মঘাতী হামলার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে সঊদী আরবে। সেই আতঙ্ক থেকে সঊদী কর্তৃপক্ষ তার নাগরিকদের সিরিয়ার যুদ্ধে যাওয়া ঠেকাতে বেশি তৎপর।

লেবানন ও সঊদী আরবের এই পরিস্থিতি থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সিরিয়ায় প্রায় তিন বছর ধরে চলা রক্তপাত সহিংসপ্রবণ ঐ অঞ্চলকে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ ও আতঙ্কিত করে তুলেছে। সিরিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে দেশে ফিরে তরুণেরা সেই বিপজ্জনক ধারণা নিয়ে নিজেদের দেশের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ব্যবহার করছেন। বিশারিয়েহ গ্রাম থেকে গত কয়েক মাসে অন্তত পাঁচজন সুন্নী তরুণ সিরিয়া যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। তাঁদের মধ্যেই দু'জন হ'ল নিদাল মুগায়ার ও আদান আল-মুহাম্মাদ। সম্প্রতি তারা দেশে ফিরে এসে রাজধানী বৈরূতে ইরানী শী'আ স্থাপনায় আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে।

নিদালের বাবা হিশাম আল-মুগায়ার তাঁর ২০ বছর বয়সী ছেলে সম্পর্কে বলেন, সে ভাল মনের চমৎকার একজন যুবক ছিল। আমার মনে হয়, বিবেকহীন কেউ আমার ছেলের মগজ ধোলাই করেছে'। বোমা হামলার খবর প্রকাশের পর যখন জানাজানি হয় নিদালই ঐ হামলা চালিয়েছেন, তখন শী'আ সম্প্রদায়ের লোকজন নিদালদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুড়ে যায় তাঁদের মুদিদোকান ও চারটি গাড়ি। কান্নাজড়িত কণ্ঠে হিশাম বলেন, ছেলে আমার বোমা ফাটিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদেরও'।

বিশারিয়েহ'র তরুণ নিদাল ও আদানের মতো বিদেশ থেকে ফেরা কট্টরপন্থীদের হাতেই ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইনসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কট্টরপন্থী অনেক গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তাই এই চরমপন্থা গ্রহণের বিষয়টি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশের সরকারের জন্য।

[এদের উস্কানীদাতা হিসাবে পরাশক্তিগুলোকে দায়ী করা হয়ে থাকে। নইলে ইসলাম কখনো কাউকে কট্টরপন্থী বানায় না (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মহাকাশে সবজি বাগান!

এবার মহাকাশে সবজি চাষ করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে বসবাসকারী নভোচারীদের জন্য পৃথিবী থেকে খাবার পাঠাতে বিপুল অর্থ খরচ হয়। এই খরচ কমাতেই নাসা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিসেম্বর মাসে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৩০ মাইল ওপরে তৈরী হবে এই সবজি বাগান। নাসার ভেজিটেবল প্রোডাকশন সিস্টেমের আওতায় এ বছরের শেষের দিকে এই সবজি বাগান স্থাপনের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সবজি বাগান তৈরীর জন্য আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে বিশেষ নভোচারী পাঠানো হবে। সেখানে তারা প্রাথমিকভাবে ছয় প্রজাতির 'লেটুস পাতা' চাষ করবেন। মহাকাশে অবস্থানকালে মহাকাশচারী ডন পেটিটের মাথায় এই নতুন চিন্তা আসে। ইতিমধ্যে তিনি মহাকাশ স্টেশনে পরীক্ষামূলকভাবে চারাগাছ লাগিয়ে সফলতা পেয়েছেন। মহাকাশে উৎপাদিত সবজি ব্যাকটেরিয়ামুক্ত ও পরিষ্কার হবে বলেও বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেন।

সৌরজগতের বাইরে ৭১৫টি গ্রহ আবিষ্কৃত

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (নাসা) বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতের বাইরে নতুন ৭১৫টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা ঐ একগুচ্ছ গ্রহ আবিষ্কারের কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেন। পৃথিবীসদৃশ গ্রহ অনুসন্ধানে নিয়োজিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র কেপলার স্পেস টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণে ঐ গ্রহগুলোর উপস্থিতি ধরা পড়ে। নাসার গবেষক জ্যাক লিসাওয়ার বলেন, নতুন গ্রহগুলো আবিষ্কারের ফলে তাঁদের পরিচিত গ্রহের মোট সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় এক হাযার ৭০০টিতে পৌঁছাল। নতুন করে আবিষ্কৃত গ্রহগুলো পৃথকভাবে ৩০৫টি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তবে অতি দূরের এসব গ্রহের গঠন-বৈশিষ্ট্য ও জলবায়ু-পরিবেশ এখনো তেমন কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এসব নতুন পৃথিবীতে জীবনধারণের অনুকূল পরিবেশ (যেমন মাটি বা পাথুরে পৃষ্ঠতল, তাপমাত্রা, পানির অস্তিত্ব এবং নক্ষত্র থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রহের দূরত্ব অবস্থান ও সার্বিক আবহাওয়া) সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পেতে হ'লে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই!

যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান 'আউটারনেট' নামে একটি ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক অবকাঠামো তৈরীর পরিকল্পনা করেছে। যাতে সারা বিশ্বের মানুষ বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। এই নেটওয়ার্ক অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হ'লে পৃথিবীর সবার কাছে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পৌঁছাবে। এতে কোন সরকারী বিধিনিষেধ আরোপের সুযোগ বা ফিল্টার করার সুযোগ থাকবে না। প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব অনুযায়ী, শত শত কিউব স্যাটেলাইট তৈরী করে মহাকাশে পাঠানো হবে এবং সেখানে এই স্যাটেলাইটগুলো একত্রে কাজ করবে। এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় যে কেউ তাঁর ফোন বা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। বর্তমানে বিশ্বে ৪০ শতাংশ মানুষের কাছে এখনও ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছেনি। 'আউটারনেট' বাস্তবায়ন করা সম্ভব হ'লে সাইবেরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা আফ্রিকার দুর্গম কোন গ্রামেও পৌঁছে যাবে ইন্টারনেট।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪

রাজশাহী ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিনব্যাপী ২৪তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে যথাসময়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। দেশব্যাপী নিম্নচাপের কারণে আবহাওয়া কিছুটা খারাপ থাকায় ১ম দিন সকাল ১০-টায় পূর্ব ঘোষিত সময়ে প্যাণ্ডেলের পরিবর্তে দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয তোফাযযল হোসায়েন। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা) 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম (রাজশাহী), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতা-র সদস্য আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ), সাবেক অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (কুমিল্লা), সাবেক তাবলীগ সম্পাদক হাফেয শামসুর রহমান আযাদী (সাতক্ষীরা), সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবর হোসাইন (যশোর), মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা (রাজশাহী), কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আবু বকর (রাজশাহী) প্রমুখ।

এবারের তাবলীগী ইজতেমায় মুছল্লীদের উপস্থিতি ছিল বিগত বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশী। পুরুষ ও মহিলা উভয় প্যাণ্ডেলই পূর্বের তুলনায় অনেক বড় করা হয়েছিল এবং ট্রাক টার্মিনালের প্রায় সম্পূর্ণটাই সামিয়ানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। বাইরের যেলাগুলি থেকে সর্বমোট ১৮৬টি রিজার্ভ বাস ছাড়াও ঢাকা থেকে ট্রেনের ৩টি বগি রিজার্ভ সহ বিচ্ছিন্নভাবে প্রায় সব যেলা থেকেই ট্রেন, বাস, মাইক্রো, ভটভটি, সাইকেল, ইজিবাইক ইত্যাদি বিভিন্ন যানবাহন যোগে হাযার হাযার মুছল্লীগণ ইজতেমায় শরীক হন।

আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণ :

উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়তে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের আশা করি। তিনি সূরা মায়েদাহ ৩৫ আয়াতের ব্যাখ্যা করে উপস্থিত কর্মী ও সুধীগণের উদ্দেশ্যে বলেন, সবাই আল্লাহকে ভয় করুন এবং স্ব স্ব নেক আমলের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য তালাশ করুন। অতঃপর তিনি ছহীহ মুসলিমের ২৬৯৯নং হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, (১) কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্ট দূর করলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। এটা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের একটি অসীলা। (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের কোন কঠিন কাজকে সহজ করে দিবে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে তার একটি কঠিন বিপদকে সহজ করে দিবেন। (৩) কোন মুসলমান কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে দিলে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটি দোষ ঢেকে দিবেন। (৪) আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন যতক্ষণ সে তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। (৫) যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (৬) একদল মানুষ যখন আল্লাহ্‌র কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে ও তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের উপরে প্রশান্তি নাযিল হয় ও তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত ঢেকে রাখে। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। কিন্তু যাকে তার আমল পশ্চাদগামী করে, তার বংশমর্যাদা তাকে অগ্রগামী করতে পারে না'।

তিনি সবাইকে স্ব স্ব জীবনের কৃত গোনাহ সমূহ থেকে তওবা করার আহ্বান জানান। সাথে সাথে সবাইকে আল্লাহর সাহায্য ও তার নিকটে হেদায়াত প্রার্থনা করার উপদেশ দেন। পরিশেষে তিনি সকলের সার্বিক সহযোগিতা এবং আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করে দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আলহামদুলিল্লাহ উদ্বোধনী ভাষণের পর থেকেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং পরবর্তী সকল কার্যক্রম ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেল থেকে পরিচালিত হয়।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয লুৎফর রহমান, হাফেয তোফাযযল হোসাইন, হাফেয আবদুল আলীম, আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও হাফেয ছানাউল্লাহ (বগুড়া)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম, দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও আব্দুল আলীম প্রমুখ।

Contents

১ম দিনের ভাষণ :

প্রথম দিন বাদ এশা রাত ৯-টায় সামাজিক 'দ্বন্দ্বের কারণ সমূহ' শীর্ষক ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা ইউসুফের ১০৮ আয়াত পেশ করে বলেন, এই আয়াতের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য মৌলিক পাঁচটি বিষয় নিহিত রয়েছে- ১. দাওয়াত হবে স্রেফ আল্লাহর পথে। ২. পথ হবে স্রেফ রাসূল (ছাঃ)-এর পথ। ৩. দৃঢ় বিশ্বাস, জাগ্রত জ্ঞান ও দলীলসহ দাওয়াত হতে হবে। ৪. নিজে দাওয়াত দিবেন এবং সাথে একটি অনুসারী দল থাকতে হবে। ৫. সকল প্রকার শিরকের আবিলতা হ'তে মুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমান উক্ত পথ হারিয়ে ফেলে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের পথভ্রষ্টতার কারণ ছিল চারটি। ১. ইহুদী-নাছারাদের প্ররোচনা ২. রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ৩. বিজাতীয় প্রথা ও দর্শন চিন্তার অনুপ্রবেশ ৪. শরী'আতের ব্যাখ্যাগত মতভেদ। আজও সেই কারণগুলি বিদ্যমান আছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় হবে উক্ত কারণগুলি দূর করা এবং আমর বিন মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মৌলিক পথে ফিরে যাওয়া।

২য় দিনের ভাষণ :

ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা রাত ৯-টায় 'দ্বন্দ্বমুখর সমাজে মুমিনের করণীয়' বিষয়ে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আনফালের ৪৫ ও ৪৬ আয়াত পেশ করে বলেন, এখানে পাঁচটি বিষয় বলা হয়েছে- ১. বাতিলের বিরুদ্ধে হকের উপরে দৃঢ় থাকতে হবে। ২. আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করতে হবে। ৩. সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। ৪. আপোষে ঝগড়া করা যাবে না। (৫) সমস্যা হ'লে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবিলা করতে হবে, নইলে শক্তি উবে যাবে।

তিনি বলেন, হক প্রতিষ্ঠার উপায় হ'ল ৬টি : ১. হকের উপরে দৃঢ় থাকা এবং যে কোন বিপদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা, ২. আল্লাহর উপরে পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া, ৩. কর্মীদের পক্ষ হ'তে নেতৃবৃন্দকে আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকার জন্য উৎসাহিত করা, ৪. ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। ৫. প্রত্যেককে স্ব স্ব স্তরে সাধ্যমত আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা। ৬. জাতিকে জাগিয়ে তোলা।

তিনি বলেন, কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমাদের উপদেশ হচ্ছে- ১. জামা'আতবদ্ধ হৌন, বিভক্ত হবেন না। ২. প্রতিটি গৃহকে ইসলামের দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলুন। আপনার গৃহে শিরকী-বিদ'আতী কোন কাজ-কর্ম এবং অনৈসলামী কোন সাহিত্য যেন কিছুতেই ঢুকতে না পারে। ৩. নারী ও পুরুষ স্ব স্ব পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করুন। ৪. প্রত্যেকে সাধ্যমত জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। ৫. তরুণ ও যুবকেরা যাবতীয় বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। পরিশেষে তিনি দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমার ১ম দিন শুক্রবার ইজতেমা প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। সেক্রেটারী জেনারেল 'জামা'আতী যিন্দেগী' বিষয়ে এবং আমীরে জামা'আত তাঁর খুৎবায় আখেরাতের সফলতা লাভের জন্য নিয়তের খুলূছিয়াতের উপর আলোকপাত করেন। এ সময় পুরো ময়দানব্যাপী সুবিশাল প্যাণ্ডেল ছিল কানায় কানায় ভরা।

যুবসমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন বেলা সাড়ে ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, সমাজ পরিবর্তনের যে লক্ষ্য নিয়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা পূরণ করতে গেলে সর্বাগ্রে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। কেননা আল্লাহ ঐ জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। তিনি সবাইকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সভাপতি হুমায়ুন কবীর, কুমিল্লা যেলা সভাপতি জামীলুর রহমান, বগুড়া যেলা সভাপতি আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মেছবাহুল ইসলাম, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। বিপুল সংখ্যক যুবক ও সুধীমণ্ডলী এই প্রাণবন্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব :

গত বছরের ন্যায় এবারও ইজতেমায় উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরে সুযোগ রাখা হয়। ২য় দিন সকাল সাড়ে ৯-টা থেকে এক ঘণ্টাব্যাপী এই আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

হাফেয ছাত্রদের সনদ প্রদান :

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের ৫জন ছাত্র এ বৎসর পবিত্র কুরআন হেফয সম্পন্ন করেছে। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বাদ এশা তাদের পাঞ্জাবী-পাজামা, টুপি ও সনদ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল খালেক সালাফী। সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা হ'ল : ১. নাঈমুল হাসান (নওগাঁ) ২. রায়হানুদ্দীন (দিনাজপুর) ৩. কুরাইশ (বগুড়া) ৪. মাহদী হাসান (দিনাজপুর) ৫. যায়েদ হোসাইন (রাজশাহী)।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে নির্বাচিত বই ছিল 'স্মারকগ্রন্থ' ও 'তিনটি মতবাদ'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া), আতাউর রহমান (রাজশাহী)।

Contents

এছাড়া ২০জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

২য় দিন শনিবার গভীর রাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমায় আগত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন এবং তিনি সবাইকে ছহী-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌছে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। বিদায়কালে উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আবেগভরা মনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট থেকে বিদায়ী দো'আ নিয়ে যান। উল্লেখ্য যে, হঠাৎ বৃষ্টি নামায় বাদ ফজরের স্থলে রাত সাড়ে ৩-টায় ইজতেমা শেষ হয়।

সাইকেল আরোহী : তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য সুদূর সাতক্ষীরা (অনূ্যন ৩২৫ কি.মি. দূর) থেকে সাইকেল যোগে রাজশাহীর নওদাপাড়ায় পৌঁছেন তালা উপযেলাধীন গড়েরকান্দা গ্রামের আব্দুল বারী (৫৩)। সাতক্ষীরা থেকে রাজশাহী পৌঁছতে তার সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এবার নিয়ে তিনি ১২ বছর যাবৎ বাইসাইকেল যোগে তাবলীগী ইজতেমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত :

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন শনিবার বাদ আছর ইজতেমা ময়দানের পার্শ্ববর্তী সড়কে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার রতনপুর মধ্যকান্দি গ্রাম থেকে আগত মুহাম্মাদ সুরূজ মিয়া (৫৫)-কে মটর সাইকেল ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। সাথে সাথে তাকে পার্শ্ববর্তী ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার ক্ষতস্থানে ১২টি সেলাই দেওয়া হয়। অতঃপর এম্বুলেন্সযোগে তাকে নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বর্তমানে অনেকটা সুস্থ।

[আমরা আল্লাহ্র নিকট তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। -সম্পাদক]

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

২য় দিন রাতে আমীরে জামা'আতের ভাষণের পরেই সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবী সমূহ পেশ করেন-

১। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।
২। দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
৩। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত/অনুমোদিত বই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৪। মাদরাসার কমিটি গঠনের সময় সভাপতি হিসাবে স্থানীয় এমপি বা তার প্রতিনিধির পরিবর্তে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী/প্রতিষ্ঠাতা/পরিচালনাকারী সংস্থার প্রধানকে সভাপতি মনোনয়ন দিতে হবে।
৫। মাদরাসায় ছবি টাঙ্গানো এবং মাদরাসায় বিভিন্ন দিবস পালন ও রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন বাধ্যতামূলক করা যাবে না।
৬। সহ-শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
৭। সিলেবাসে আরবী ও ইসলামী বিষয় সমূহের বাইরে অতিরিক্ত সিলেবাসের বোঝা হ্রাস করতে হবে। বিশেষ করে ২০০ নম্বরের সৃজনশীল ইংরেজী বিষয় বাধ্যতামূলক বিধান বাতিল করতে হবে।
৮। সাধারণ শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ৩ থেকে ৮ পর্যন্ত দাবীগুলি গত বছর ২০.৬.২০১৩ইং তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অফিসে পৌঁছানো হয়েছে।

ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জে চারদিনের সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ৫ই মার্চ বুধবার হ'তে ৮ই মার্চ শনিবার পর্যন্ত চার দিন ব্যাপী সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। এ সময়ে তিনি যেলা সম্মেলন, সুধী সমাবেশ, দায়িত্বশীল বৈঠক সহ একাধিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

৫ মার্চ বুধবার :

দায়িত্বশীল বৈঠক : বংশাল, ঢাকা ৫ মার্চ বুধবার : রাজশাহী থেকে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের ফ্লাইট যোগে বিকাল সাড়ে ৪-টায় আমীরে জামা'আত ঢাকা পৌঁছেন। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' -এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ বিমানবন্দর থেকে আমীরে জামা'আতকে রিসিভ করে হোটেলে নিয়ে যান। অতঃপর বাদ মাগরিব তিনি পুরান ঢাকার বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল বৈঠকে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি যেলার সাংগঠনিক অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে জামা'আতী যিন্দেগীর আবশ্যকতা তুলে ধরে স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে সকলকে দায়িত্বসচেতন হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি যেলা অফিস ও শাখা সমূহে নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক চালু করার আহ্বান জানান।

৬ মার্চ বৃহস্পতিবার :

রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসুন!

-নরসিংদী যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

নরসিংদী ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে সদর থানাধীন দক্ষিণ শিলমান্দী ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশবাসীর প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমাজের গতানুগতিক ধারার সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরা সম্ভব নয়। বরং অধঃপতনের এই স্রোতকে প্রতিরোধ ও পরিবর্তনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য সবার আগে নিজেদের হৃদয়জগতকে পার্থিব স্বার্থদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য খালি করে নিতে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কোন একটি দলের জন্য নয়, বরং সকল মানুষকে জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে।

যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি কাযী মাওলানা আমীনুদ্দীন -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আসসালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শফীকুল ইসলাম, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ইকবাল কবীর, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ শাহীন, অর্থ সম্পাদক হাফেয শরীফ প্রমুখ

দায়িত্বশীলগণ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদ মিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক জালালুদ্দীন। সম্মেলনে নরসিংদী যেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, গাযীপুর যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন। প্যান্ডেল ছাড়িয়ে খোলা আকাশের নীচে বসে-দাঁড়িয়ে ও পার্শ্ববর্তী রাস্তায় এবং বাড়ীর ছাদে অগণিত মানুষকে বক্তব্য শুনতে দেখা যায়।

দায়িত্বশীল বৈঠক : আমীরে জামা'আতের বক্তব্যের পর স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব নূরুল ইসলাম ছাহেবের বাসায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে আমীরে জামা'আত যেলা সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান এবং যেলায় তা'লীমী বৈঠক, মাসিক পরিকল্পনা ও তাবলীগী সফর, নিয়মিত এয়ানত আদায়, শাখা ও এলাকা গঠন, টার্গেট ভিত্তিক কর্মী তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেন। তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে জবাবদিহিতার বিষয়টি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকলকে নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

৭ মার্চ শুক্রবার :

সুধী সমাবেশ : মাধবদী, নরসিংদী : নরসিংদী যেলা সম্মেলন শেষে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাহফূযুল ইসলামের বাগহাটার বাসায় রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি পার্শ্ববর্তী মাধবদী বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও 'চিকেন হার্ট চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে'র স্বত্বাধিকারী জনাব হাজী আব্দুল বাকের ছাহেবের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সকাল ৮-টায় মাধবদী বাজারে তাঁর রেষ্টুরেন্টে পৌঁছেন ও তার আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর স্থানীয় আহলেহাদীছ ব্যবসায়ীদের নিয়ে মাধবদী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে হালাল ব্যবসার গুরুত্ব এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি ব্যাখ্যা করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন। এসময়ে তিনি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

জুম'আর খুৎবা : চরপাড়া, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ : সকালে মাধবদী সুধী সমাবেশ শেষ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে নরসিংদী শহর ঘুরে নারায়ণগঞ্জ যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন চরপাড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এসময় তাঁদেরকে বিদায় দেন নরীসংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুয্যামান ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শরীফুদ্দীন ভূঁইয়া। অতঃপর চরপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় তিনি সকলকে আদর্শিকভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজ আহলেহাদীছ সমাজেও শিরক ও বিদ'আত প্রবেশ করেছে। অথচ দলাদলি করতে গিয়ে আমরা এসবকে হযম করছি। বলতেকি সমাজে পুঞ্জীভূত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনাচার সমূহের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে প্রচেষ্টা শুরু করার কারণেই প্রথমে ঘরে অতঃপর ঘরে ও বাইরে আমাদেরকে বিভিন্ন গীবত-তোহমত এবং অবশেষে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তিনি বলেন, সমাজের সঙ্গে আপোষ করে দলাদলি করা সহজ। কিন্তু সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো খুবই কঠিন কাজ। তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন সমাজ সংস্কারের কাজ করেছেন। আমরাও সে পথে নেমেছি। তাই এপথে দুনিয়ায় কষ্ট হ'লেও আখেরাতে রয়েছে অনন্ত সুখের জান্নাত।

খুৎবা ও ছালাত শেষে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ড. সাখাওয়াত হোসাইন সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব তুলে ধরেন। অতঃপর স্থানীয় হাজী আবুল হাশেমকে সভাপতি ও হাজী মিলন মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক, জনাব মোমিনুল ইসলাম মাষ্টারকে সাংগঠনিক সম্পাদক ও দেওয়ান আবুবকরকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে কাঞ্চন এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ঘোষণার পর সদস্যগণ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। এ সময়ে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, তাবলীগ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদ মিয়া, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি ছফিউল্লাহ খান প্রমুখ দায়িত্বশীলবৃন্দসহ বিশিষ্ট মুছল্লীগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি উক্ত মসজিদের মুতাওয়াল্লী হাজী মিলন মিয়ার বাসায় দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন ও হালকা বিশ্রাম নেন।

সুধী সমাবেশ : পূর্বাচল উপশহর, ঢাকা : আমীরে জামা'আতের আগমন উপলক্ষ্যে ৭ই মার্চ শুক্রবার বেলা ৩-টায় নতুন ঢাকার পূর্বাচল উপশহর এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে স্থানীয় জনতা উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে এক সুধী সমাবেশ-এর আয়োজন করা হয়। চরপাড়ায় জুম'আর ছালাত ও বিশ্রাম শেষে বাদ আছর আমীরে জামা'আত উক্ত সমাবেশে যোগদান করেন। পূর্বাচল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব এম.এ.কেরামত-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ঢেউ যে আপামর জনসাধারণের হৃদয়ের গহীনে স্থান করে নিয়েছে, পূর্বাচলের এই বসতিহীন এলাকায় এত বড় জনসমাবেশ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আপনারা আজকের পুরানো বাসিন্দারা আগামী দিনে এ অঞ্চলে আগত নতুন বাসিন্দাদের কাছে ছহীহ আক্বীদার দাওয়াত তুলে ধরবেন এবং সেদিন পূর্বাচল আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হবে বলে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মোশাররফ হোসাইন, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফরীদ মিঁয়া, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও অন্যান্যগণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূর্বাচল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব ছালাহুদ্দীন মেম্বার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, এলাকা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী এবং বহু মা-বোন যোগদান করেন।

ইসলামী সম্মেলন : কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ : পূর্বাচলে সুধী সমাবেশ শেষ করে বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে

নারায়ণগঞ্জ যেলাধীন কাঞ্চন চৌধুরীপাড়া ঈদগাহ ময়দানে স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটির তাৎক্ষণিক আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেখানে যোগদান করেন। এখানে তিনি আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক শাখা সভাপতি যায়েদ মিঁয়ার বাড়ীতে রাত্রির খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বিভিন্ন দল ও মতের উর্ধ্বে উঠে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত বিধান নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়ার ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তুচ্ছ কারণে আজ ভাই-ভাইয়ে রেষারেষি সৃষ্টি হচ্ছে এবং সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে। অথচ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আমাদেরকে অবশ্যই এসব থেকে তওবা করে ফিরে আসা উচিত। অন্যান্যের মধ্যে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ।

সম্মেলনে বক্তব্য শেষ করে রাত ১১-টায় রওয়ানা হয়ে ১-টার দিকে আমীরে জামা'আত ঢাকায় হোটেলে পৌঁছেন এবং পরদিন বিকালে বিমান যোগে তিনি রাজশাহী ফিরে আসেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

অন্যান্য খবর :

(১) মাদরাসা পরিদর্শন : ৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে নরসিংদী যাওয়ার পথে পূর্বাচল নিউ টাউনের ৯ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'মাদরাসাতুল হাদীছ ও দারুল আইতাম' পরিদর্শনের জন্য কিছু সময় যাত্রা বিরতি করেন। তিনি সেখানে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর সহ আদায় করেন। অতঃপর ইয়াতীম ছাত্রদের পড়াশুনা সহ সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন।

(২) অসুস্থ কর্মীর পাশে আমীরে জামা'আত : পূর্বাচল মাদরাসা পরিদর্শন শেষে রওয়ানা হয়ে আমীরে জামা'আত স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে নরসিংদী যেলার সদর থানাধীন চৈতাব আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন এবং রাজশাহীতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগে'র ম্যানেজার জনাব আব্দুল বারীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে শায়িত আব্দুল বারীর পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের কবর যিয়ারত করেন। অতঃপর গত ২৮ ফেব্রুয়ারী'১৪ রাজশাহীর কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যাওয়ার জন্য গাড়ীতে ওঠার সময় পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শয্যাশায়ী পার্শ্ববর্তী স্বর্পনিগৈড় শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি যহীরুল ইসলামকে তার বাড়ীতে দেখতে যান। আমীরে জামা'আত তার চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন ও তার সুস্থতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করেন।

(৩) ৭ই মার্চ শুক্রবার সকালে তিনি শিলমান্দী ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান বাগহাটা গ্রামের মরহূম বুলবুল আযীয ও ফারূক আযীয-এর বৃদ্ধা মা বর্তমানে শয্যাশায়ী মোমেনা বেগম (৯০)-এর বাড়ীতে যান ও তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের অত্যন্ত ভক্ত ও গুণাগ্রাহী এবং ২০০৫-য়ে গ্রেফতারের সময় থেকে তিনি কেঁদে বুক ভাসিয়ে তাঁর মুক্তির জন্য আকুলভাবে দো'আ করতেন।

(৪) ৭ই মার্চ নরসিংদী থেকে নারায়ণগঞ্জ যেলার রূপগঞ্জ উপযেলাধীন চরপাড়া যাওয়ার পথে রাণীপুরায় ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকারের শ্বশুরবাড়ীতে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করেন। অতঃপর তার শ্যালক গত বছর ২৪শে ফেব্রুয়ারী'১৩ তারিখে মটর সাইকেল এক্সিডেন্টে নিহত আশরাফুল হক ভূঁইয়া (২৭)-এর কবর সহ অন্যান্যদের কবরস্থান যেয়ারত করেন ও তার মাকে সান্ত্বনা দেন। পরে তার রেখে যাওয়া শিশুপুত্রকে দো'আ করেন। এ সময়ে তিনি রাণীপুরা হাজী আবু তাহের ভূঁইয়া মহিলা মাদরাসার অফিস কক্ষে প্রবেশ করে মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতার ছবি টাঙ্গানো দেখে তা নামাতে নির্দেশ দেন এবং সাথে সাথে একজন শিক্ষক তা নামিয়ে ফেলেন।

(৫) একই দিন রাতে নারায়ণগঞ্জ যেলার কাঞ্চন চৌধুরীপাড়া ইসলামী সম্মেলনে যাওয়ার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত চৌধুরীপাড়া বাজারে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী ও পাঠাগার পরিদর্শন করেন। তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন ও দো'আ করেন। তিনি তাদেরকে পাঠাগারের নাম 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী ও পাঠাগার' রাখার পরামর্শ দেন।

(৬) ৮ই মার্চ শনিবার সকালে হোটেল থেকে বিমান বন্দর যাওয়ার পথে তিনি প্রথমে গুলশান ও পরে জোয়ারসাহারায় যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি ইঞ্জিনিয়ার ইমরান হোসাইনের অফিসে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। অতঃপর যোহরের ছালাত শেষে তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে বিমান বন্দর গমন করেন এবং তিনি ও ড. সাখাওয়াত হোসাইন সেখানে ২-১০মিঃ-এর ফ্লাইটে তাঁকে বিদায় জানান।

মারকায সংবাদ

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩-এর ফলাফলের ভিত্তিতে এ বছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেছে। এদের মধ্যে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে ৭ জন এবং সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে ১২ জন। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্তরা হল- ১. মামূনুর রশীদ (রাজশাহী), ২. আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ৩. আইয়ূব হোসেন (রাজশাহী) ৪. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ৫. উমামা বিনতে তারিক (পাবনা) ৬. মুস্তাকীমা মারূফা মুন (দিনাজপুর) ৭. মায়মূনা আক্তার (বগুড়া)। উল্লেখ্য, রাজশাহী বোয়ালিয়া থানায় প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ২১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জনই আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র-ছাত্রী।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শুভাকাঙ্খী ও প্রবীণ মুরব্বী নারায়ণগঞ্জ যেলার আড়াই হাযার থানাধীন নোয়াগাঁও গ্রামের মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন খান (৯৪) গত ৯ ফেব্রুয়ারী ভোর ৫-টায় নিজ বাড়ীতে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। *(ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন)*। পরদিন বিকাল ৪-টায় নিজ গ্রামে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তাঁর পুত্র ফযল বারী খান। নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল বৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে, ২ মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : জানাযার ছালাতের বিধান কত হিজরীতে জারি হয়? খাদীজা (রাঃ)-এর জানাযা না হওয়ার কারণ কি?

-ইউসুফ
হিলটন হোটেল, মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : জানাযার বিধান কত হিজরীতে জারি হয়েছে তার স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে তা মদীনায় ছালাতের বিধান জারি হওয়ার পর চালু হয়। ইবনু হাজার হাইতামী বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় জানাযার ছালাতের বিধান জারি ছিল না। কেননা এর বিধান মদীনায় হিজরতের পর নাযিল হয় *(তুহফাতুল মুহতাজ ফী শরহে মিনহাজ ৩/১৩১)*। আর হিজরতের পূর্বেই খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হওয়ায় তার জানাযা করা হয়নি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই খাদীজা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৯৯)*।

প্রশ্ন (২/২০২) : স্যালুট প্রদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চণ্ডীপুর পুলিশ লাইন, ভারত।

উত্তর : এটি একটি অনৈসলামিক কালচার। যা পরিত্যাজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ইহূদী-নাছারাদের অনুকরণে সালাম দিয়ো না। কেননা তারা হস্ততালু, মাথা ও ইশারার মাধ্যমে সালাম প্রদান করে থাকে *(দায়লামী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮৩)*। তিনি আরো বলেন, তোমরা সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে ইহূদী-খৃষ্টানদের অনুকরণ করো না। কেননা ইহূদীরা আঙ্গুল দিয়ে ইশারার মাধ্যমে এবং নাছারারা হস্ততালু দিয়ে ইশারার মাধ্যমে সালাম প্রদান করে *(তিরমিযী হা/২৬৯৫, মিশকাত হা/৪৬৪৯, সনদ হাসান)*। পক্ষান্তরে অভিবাদনের ইসলামী পদ্ধতি হ'ল সাক্ষাতে পরস্পরকে সালাম করা। এর জন্য কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা হ'লে সেটা বিদ'আত হবে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে সালাম প্রদান ও সালাম গ্রহণের যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে, সেটা অমুসলিমদের থেকে আগত। ইসলামে এর কোন অনুমোদন নেই। বাধ্যবাধকতার ব্যাপারটি ব্যক্তির নিজস্ব বিবেচ্য বিষয়। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : এক ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা করলে ৮০ হুক্ববা জাহান্নামে জ্বলতে হবে- কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-পারভেয আল-ফাহাদ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বর্ণিত উক্তিটির প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। এটি প্রচলিত কথা মাত্র। حُقُبٌ অর্থ যুগ বা দীর্ঘ সময়কাল। আল্লাহ বলেন, 'অবিশ্বাসীরা জাহান্নামে থাকবে যুগ যুগ ধরে' *(নাবা ৭৮/২৩)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত أَحْقَابًا অর্থ دُهُوْرٌ مُتَتَابَعَةٌ 'পরপর যুগসমূহ'। হাসান বছরী বলেন, এর অর্থ خلود বা 'চিরকাল'। 'যার কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই'। এক হুক্ববার সময়কাল দুনিয়ার হিসাবে ২ কোটি ৮৮ বছর বা তার কম ও বেশী মর্মে যতগুলি বর্ণনা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, সবগুলিই হয় 'বানোয়াট' অথবা 'অত্যন্ত দুর্বল' সূত্রে বর্ণিত *(দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন, ৩০ তম পারা ৫৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : এশার ছালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ বিলম্ব করা উত্তম কি? বিলম্ব করে আদায় করার জন্য একাকী উক্ত সময়ে ছালাত আদায় করা উত্তম হবে কি?

-শাহীন,
আবুধাবী, আরব আমিরাত।

উত্তর : এক-তৃতীয়াংশ বিলম্ব করে একা ছালাত আদায় করার চেয়ে সময়ের মধ্যে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করাই উত্তম। ওমর (রাঃ) বলেন, রাত জেগে ছালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতবদ্ধ ছালাত আদায় করা উত্তম *(মালিক, মিশকাত হা/১০৮০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করলে রাতের এক-তৃতীয়াংশে অথবা অর্ধরাতে এশার ছালাত আদায় করতে বলতাম *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৬১১)*। অর্থাৎ এশার ছালাতের জামা'আতকেই দেরী করে দিতাম।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : আছরের ছালাতের পর যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-রেযাউল করীম, বরগুনা।

উত্তর : কোন বাধা নেই। তবে আছরের ছালাতের পূর্বে সময় থাকলে প্রথমে যোহর পড়বেন। আর আছরের জামা'আত শুরু হয়ে গেলে জামা'আতে শরীক হয়ে পরে যোহরের ক্বাযা আদায় করবেন। কেননা ক্বাযা ছালাতের কোন নিষিদ্ধ সময় নেই। বরং স্মরণ হওয়া মাত্রই আদায় করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩, ৬০৪)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) যোহরের সুন্নাত ক্বাযা হওয়ায় তা আছরের পর আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৪৩৭০, মুসলিম হা/৮৩৪, মিশকাত হা/১০৪৩)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে মানুষের নাম বিকৃত করে ডাকা হয়। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুর রহমান, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মানুষের নাম বিকৃত করে ডাকা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী হতে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি অন্যায়ভাবে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না; ঈমানের পর ফাসেকী হ'ল সবচেয়ে মন্দ নাম। যারা (এসব থেকে) তওবা করে না তারাই যালিম' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। অর্থাৎ ঈমান আনার পরে উপরোক্ত অন্যায় কর্মসমূহ সবই ফাসেকী কাজ।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : জনৈক আলেম বলেন, মাইকে ছালাত আদায় করা যাবে না। এতে তাকবীরে তাহরীমা ভঙ্গ হয়ে যায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-সাইফুর রহমান
বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মাইকে ছালাত আদায় করা যাবে। এতে তাকবীরে তাহরীমা ভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং এতে সকল মুছল্লী এক সঙ্গে তাকবীর শুনতে পায় এবং ইমামের সাথে সুষ্ঠুভাবে ছালাত আদায় করতে সুবিধা হয়। এছাড়াও মাইক নিজে কোন ইবাদত নয় বরং ইবাদতের সহায়ক।

বরং এটাই বিধান যে, 'যে বস্তু না হ'লে ওয়াজিব আদায় হয় না, সেটাও ওয়াজিব।' অতএব বড় জামা'আতে মাইক অথবা মুকাব্বির থাকা ওয়াজিব। রাসূল (ছাঃ)-এর তাকবীরের আওয়ায মুছল্লীদের শুনানোর জন্য আবুবকর (রাঃ) উচ্চকণ্ঠে তাকবীর দিয়েছেন *(বুখারী হা/১১৪০)*। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুকাব্বির। বর্তমানে মাইক সেই কাজটিই করে থাকে।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : সমাজে মোবাইলে বা সাক্ষাতে বিদায়ের সময় অনেকেই 'ভাল থাকবেন' 'ভাল থাকুন' ইত্যাদি বলে থাকেন। এরূপ বলা কি শরী'আতসম্মত হবে? না হলে এক্ষেত্রে কি বলা উচিৎ?

-ফারূক হোসাইন
আটরশি, ফরিদপুর।

উত্তর : এরূপ বলা ঠিক নয়; বরং বলতে হবে 'আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন'। কারণ মানুষ নিজে নিজে ভাল থাকতে পারে না। বরং বিদায়কালে সালাম দিয়ে বিদায় নিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কোন মজলিসে প্রবেশকালে ও বসার সময় এবং উঠে যাওয়ার সময় সালাম দিবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৬০, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫, 'সালাম' অনুচ্ছেদ-১)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : পিতা-মাতা ছালাত আদায় না করলে সন্তানের করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, ঢাকা

উত্তর : পিতা-মাতাকে ছালাত আদায়ের জন্য নম্র ভাষায় নছীহত করতে হবে। ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজে নিষেধ করা মুমিনের প্রধান কর্তব্য *(আলে-ইমরান ১০৪, ১১০)*। তবে পিতা-মাতার সাথে মন্দ আচরণ করা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিম মাতার সাথে ভাল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৩)*। বারবার চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট আন্তরিকভাবে দো'আ করতে হবে।

প্রশ্ন (১০/২১০) : জনৈক আলেম বলেন, ব্যক্তি মারা গেলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এক বার ব্যতীত জানাযা পড়া জায়েয নয়। উক্ত বক্তব্যের শুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছফিউল্লাহ
বি.কে. রায় রোড, খুলনা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। একজন মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত একাধিকবার পড়া যায়। অনুরূপভাবে একই ব্যক্তির জানাযায় একজন ব্যক্তি একাধিকবার শরীক হ'তে পারেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫৮, ৫৯; মির'আত ৫/৩৯০পৃঃ; তিরমিযী হা/১০৩৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/১৩০পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : মুহুরীর পেশা গ্রহণ করা যাবে কি?

-শরীফ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : মুহুরীর পেশা গ্রহণ করা যায়। তবে তা হতে হবে সম্পূর্ণরূপে প্রতারণামুক্ত এবং থাকতে হবে মানুষকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : আল্লাহ্র কাছে হালাল রূযী কামনা করার জন্য কোন দো'আ আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
কসবা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ তার (কাংখিত) পথ খুলে দেন'। 'এবং তাকে রূযী দান করেন এমন উৎস হ'তে যে বিষয়ে তার কোনরূপ পূর্ব ধারণা ছিল না' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করলে রূযী ও সম্পদ বৃদ্ধি হয় *(নূহ ১০-১২)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান নাফি'আন, ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালান, ওয়া রিযক্বান ত্বাইয়েবা (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী ইলম, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি') *(ইবনু মাজাহ হা/৯২৫, মিশকাত হা/২৪৯৮)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : পুরানো কবরস্থানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। সেখানে মাটি ভরাট করে কবরস্থান উঁচু করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এতে শরী'আতের কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, কুরবানীর ৩ দিন হাঁস-মুরগী যবেহ করা কিংবা গোশত কিনে খাওয়া হারাম। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাছিরুল ইসলাম
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

উত্তর: এটা সমাজে প্রচলিত একটি কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : গৃহপালিত পশুর মল-মূত্র কাপড়ে লাগলে উক্ত কাপড়ে ছালাত হবে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সব প্রাণীর পেশাব-পায়খানা পবিত্র। সেটা কাপড়ে লাগলে উক্ত কাপড়ে ছালাত আদায় করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) নিজে ছাগলের গোয়ালে ছালাত পড়েছেন এবং পড়তে অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী হা/২৩৪, মুসলিম হা/৩৬০, ৫২৪)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : মসজিদে ক্বোবায় ছালাত আদায় করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

মুহসিন আলম
ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বাড়িতে ওযূ করে মসজিদে ক্বোবায় এসে ছালাত আদায় করল, তার জন্য একটি ওমরাহ করার সমপরিমাণ নেকী রয়েছে *(নাসাঈ হা/৬৯৯, ইবনু মাজাহ হা/১৪১২)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : জনৈক আলেম বলেন, দো'আই ইবাদতের মূল। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

হাতেম আলী
সখীপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৩৩৭১, মিশকাত হা/২২৩১)*। তবে অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, দো'আই হ'ল ইবাদত *(আবুদাউদ হা/১৪৮১, তিরমিযী হা/৩৩৭২, মিশকাত হা/২২৩০, সনদ ছহীহ)*। অর্থাৎ দো'আ হ'ল শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : ইমাম মিম্বরে উঠার পূর্বে জুম'আর আযান দেওয়া যাবে কি?

-মীযান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর: ইমাম মিম্বারে উঠার পূর্বে জুম'আর আযান দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। বরং খত্বীব মিম্বরে বসার পরে আযান দেওয়া সুন্নাত। সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে জুম'আর দিনে আযান দেয়া হ'ত যখন খত্বীব মিম্বারে বসতেন *(বুখারী হা/৯১৩)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : ফাৎরাতুল অহি কি? এর সময়কাল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হাসান, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ২১শে রামাযানের ক্বদর রাতে প্রথম অহি নাযিলের পর থেকে কয়েকদিনের বিরতিকালকে فَتْرَةُ الْوَحْيِ বা অহি-র বিরতিকাল বলা হয়। এটি ৪০ দিন বা আড়াই বা তিন বছরের জন্য ছিল না, যা প্রসিদ্ধ আছে *(আলোচনা দ্রষ্টব্য : আর-রাহীক্ব পৃঃ ৬৯; আকরাম যিয়া ওমরী, সীরাহ ছহীহাহ ১/১২৭-টীকা-১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অহি-র বিরতিকাল ছিল মাত্র কয়েক দিনের (كانت أياما) *(বুখারী ফাৎহসহ হা/৩-এর আলোচনা, ফায়েদা, ১/৩৭ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, অহি-র বিরতি দু'বার হয়েছিল। প্রথম বিরতির পর সূরা মুদ্দাছছির ১-৫ আয়াত নাযিল হয়। দ্বিতীয় বিরতির পর সূরা যোহা নাযিল হয়। এই সময় দুই বা তিন দিন অহি নাযিলে বিরতি ঘটে। তাতেই মুশরিকরা বলতে থাকে মুহাম্মাদের রব তাকে ছেড়ে গেছে। তখন অত্র সূরা নাযিল হয়।

ইবনু ইসহাক তৃতীয় আরেকটি বিরতির কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে কাফেররা তাকে আছহাবে কাহফ, যুলক্বারনাইন ও রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি ইনশাআল্লাহ ছাড়াই পরদিন জবাব দিবেন বলেন। এতে ১৫ দিন অহি নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। বিষয়টি সঠিক নয়। উল্লেখ্য যে, অহি-র বিরতিকালের সময়সীমা সঠিকভাবে নির্ধারণ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে এর মেয়াদ কখনো দীর্ঘ ছিল না। যাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তর প্রশান্ত থাকে এবং তা অহি গ্রহণে প্রস্তুত হয়' *(দ্রঃ সীরাহ ছহীহাহ ১/১২৭-১২৮)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : শরী'আতে সুরমা ব্যবহারের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা আছে কি? এর উপকারিতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-উমর ফারূক
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ঘুমানোর সময় চোখে 'ইছমাদ' সুরমা লাগাও। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভ্রুতে নতুন লোম গজায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৪৯৬, ছহীহাহ হা/৭২৪)*। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, এটা চোখের ময়লা দূর করে এবং চক্ষু পরিষ্কার করে *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/৬৬৫)*। অতএব পুরুষেরা হাদীছে বর্ণিত উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে চোখে সুরমা লাগাবে; সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে নয়। আর মেয়েরা চোখের উপকারিতা এবং স্বামীর নিকট সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সুরমা লাগাবে।

প্রশ্ন (২১/২২১) : ধর্মীয় জীবনে ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলার সাথে সাথে বৈষয়িক জীবনে গণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করলে নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করা যাবে কি?

-ক্বামারুযযামান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : 'মুসলিম' বলা যাবে, তবে প্রকৃত মুসলিম নয়। আল্লাহ বলেন, 'তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধানসমূহ কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র চাইতে সুন্দর বিধানদাতা আর কে আছে'? *(মায়েদাহ ৫/৫০)*। অতএব ইসলামের বাইরে উপরোক্ত মতবাদসমূহ সবই জাহেলিয়াত।

Contents

এসবের অনুসারীদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসগত কুফরীতে এবং কেউ কর্মগত কুফরীতে লিপ্ত আছে। (১) বিশ্বাসগত কুফরী হ'ল- যারা বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ্র বিধান সমূহ অস্বীকার করে অথবা সেগুলিকে 'হক' জানলেও পরিস্থিতি বা যুগের দোহাই পেড়ে নিজেদের রচিত বিধানকে উত্তম বা সমান বা সিদ্ধ মনে করে। এরা মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ বলেন, 'যেসব লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং বলে যে, আমরা কিছু অংশের উপরে ঈমান আনলাম ও কিছু অংশে কুফরী করলাম। এর দ্বারা তারা দু'য়ের মাঝে একটা (আপোষের) রাস্তা বের করতে চায়'। 'এরাই হ'ল প্রকৃত 'কাফির'। আর আমরা কাফিরদের জন্য নিকৃষ্টতম শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৫০-১৫১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪)*।

অতএব উপরে বর্ণিত আক্বীদা ও বিশ্বাস যদি কোন ব্যক্তি বা দলের থাকে, তবে সেই নেতা বা দল ইসলাম থেকে খারিজ গণ্য হবে। তাদের দলভুক্ত হওয়া কোন মুসলমানের জন্য সিদ্ধ নয়।

(২) কর্মগত কুফরী হল- যদি কোন শাসক বা শাসক দল আল্লাহ্র বিধানকে সর্বোচ্চ, সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্বযুগীয় এবং মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের জন্য কল্যাণবিধান বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এবং মুখে তা স্বীকার করে ও তা প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালায়, কিন্তু বাধ্যগত কারণে আল্লাহ্র কিছু হুকুম বাস্তবায়নে অক্ষম থাকে, তাকে 'কর্মগত কুফরী' বলে। এর দ্বারা উক্ত ব্যক্তি বা দল ইসলাম থেকে খারিজ হবে না। তবে তারা কবীরা গোনাহগার হবে। তারা ইসলাম বিরোধী কোন বিধান জারি করলে তাদের উক্ত হুকুম মান্য করা সিদ্ধ হবে না। বরং তার প্রতিবাদ করতে হবে, তা থেকে বিরত থাকতে হবে ও তাকে ঘৃণা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। *(বিঃ দ্রঃ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' বই পৃঃ ২২-২৩)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : দেশের প্রচলিত আইনে বিচারকগণ বিচার করতে বাধ্য। অথচ এর অনেক আইনই ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এক্ষণে বিচারকের পেশা গ্রহণ করা শরী'আতসম্মত হবে কি এবং বর্তমানে যারা এরূপ পেশায় জড়িত তাদের বাঁচার পথ কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক জজ।

উত্তর : যদি বিচারক হিসাবে হককে হক হিসেবে আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার, হককে তার প্রাপকের নিকটে পৌঁছে দেয়ার এবং মযলূমকে সাহায্য করার সুযোগ থাকে এবং তা বাস্তবায়ন করা যায় তাহ'লে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শরী'আতে বাধা নেই। কারণ তা নেকী এবং তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করার শামিল হিসেবে গণ্য হবে *(মায়েদাহ ২)*। আর যদি এরূপ সুযোগ না থাকে তাহলে বৈধ নয়। কেননা তাতে বিচারককে উক্ত গোনাহের ভাগিদার হতে হবে।

বর্তমানে যারা এ পেশায় নিয়োজিত আছেন, তারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলি বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকবেন। সম্ভব না হলে উক্ত চাকুরী পরিত্যাগ করবেন।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : মাওলানা আকরম খাঁ, স্যার সৈয়দ আহমাদ, সুলায়মান নদভী মি'রাজের ঘটনাকে স্বাপ্নিক বলেছেন। এর সত্যতা আছে কি?

-হাসান আলী, বসুপাড়া, খুলনা।

উত্তর : এটি তাঁদের ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ মি'রাজের ঘটনা যদি স্বাপ্নিক বা আত্মিক হ'ত, তাহলে মক্কার কাফির-মুশরিকদের তা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকত না। কেননা তারা এটা শুনেই একে মিথ্যা বলেছিল এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের বিবরণ দাবী করেছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬৭)*। আর 'আবদ' বলা হয় দেহ ও প্রাণ সহ ব্যক্তিকে। স্বপ্নে হলে তো 'রূহ' বলা হ'ত। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর সশরীরে মি'রাজে গমন এবং আল্লাহ্র সাথে সরাসরি কথা বলার বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, 'পরম পবিত্র সত্তা তিনি যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন। যার চতুস্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি। যাতে করে আমরা তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহরে কিছু দেখিয়ে দেই' *(ইসরা ১; তাছাড়া সূরা নজম ১১-১৮ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)*। ছহীহ হাদীছে এসেছে, তিনি 'বোরাক'-নামক বাহনের মাধ্যমে প্রতি আসমানে পৌঁছেছিলেন। সেখানে নবীদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। ফেরার পথে মূসা (আঃ)-এর সাথে ছালাত সম্পর্কে কথোপকথন হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৪, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*। এমনকি মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল নবী-রাসূলের ইমামতি করেছিলেন' *(মুসলিম হা/১৭২ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির জন্য কাফনের কাপড় কিনে রাখতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ নাজীব
দক্ষিণ দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : মৃত্যুর পূর্বে কাফনের কাপড় কিনে রাখায় শারঈ কোন বাধা নেই। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হ'ল তখন তিনি নতুন কাপড় আনালেন এবং পরিধান করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মৃত ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন সেই কাপড়ে উঠানো হবে, যে কাপড়ে সে মৃত্যুবরণ করবে' *(আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৪০, 'মৃতের গোসল ও কাফন দান' অনুচ্ছেদ)*। একদা রাসূল একটি চাদর উপঢৌকন পেয়ে তা পরিধান করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, চাদরটা কি চমৎকার! আমাকে এটা

পরতে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে তা দিয়ে দিলেন। লোকেরা বলতে লাগল যে, তুমি এটা ঠিক করোনি। তখন লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি এটা পরার জন্য চাইনি; বরং আমি আমার কাফন বানানোর জন্য চেয়ে নিয়েছি। সাহল (রাঃ) বলেন, যেদিন লোকটি মারা গেল সেদিন সেটিই তার কাফন হল *(আহমাদ হা/২২৮৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫৫)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : আমাদের সমাজে স্ত্রী প্রথম গর্ভবতী হওয়ার ৭-৮ মাস পর 'বৌ বিদায়' নামে একটি অনুষ্ঠান ঘটা করে পালন করা হয়। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

মিনহাজুল ইসলাম
উজানপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে এর কোন অস্তিত্ব নেই। অতএব এরূপ অনুষ্ঠান অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : দাড়ির মূল অংশ ঠিক রেখে আশে-পাশের দাড়ি অনেকে শেভ করে থাকেন। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?

মীযানুর রহমান, খলীফাপাড়া, রংপুর।

উত্তর : لحية বা দাড়ি বলা হয় ঐ সমস্ত লোমকে, যা পুরুষের দুই গাল ও থুতনীর নীচে হয়ে থাকে। অতএব গালের উপর ও থুতনীর নীচে যে সমস্ত লোম ওঠে, তা কাটা ও ছাটা যাবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর পরিষ্কার নির্দেশ হ'ল, তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও ও গোঁফ ছাটো এবং মুশরিকদের বিপরীত কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। অতএব যতটুকু দাড়ি, ততটুকু ছাড়তে হবে।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : অর্থনীতি, পলিটিক্যাল সাইন্স, ব্যাংকিং প্রভৃতি বিষয়ে অধিকাংশ পাঠ্য বই ইসলাম বিরোধী। এছাড়া এগুলি শেখার পর হারাম পেশা গ্রহণ করতে হয়। এসব বিষয়ে পড়াশুনা করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-রেযওয়ানুল ইসলাম
আত্রাই, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : হারাম রুযীর উদ্দেশ্যে হারাম কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে যে জ্ঞান হারাম উপার্জনে বাধ্য করে সে জ্ঞান অর্জন করাও বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না' *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে ইসলামী রীতি-নীতির উপর অটল থেকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বুঝে হক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানব রচিত আইন বা রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : চুরি করার পর কুরআনে হাত রেখে কসম করে তা অস্বীকার করার অনেকদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মূল মালিককে না পাওয়ায় ফেরত দিতে পারছে না। এক্ষণে এর কাফফারা স্বরূপ কি করণীয়?

ইমরান হোসাইন, ওমান।

উত্তর : চুরি করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮)*। যা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না *(নিসা ৪/৩১)*। যথাসাধ্য চেষ্টার পরেও যদি মালিককে খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন উক্ত টাকা তার নামে ছাদাক্বা করে দিতে হবে। তাহ'লে আশা করা যায় আল্লাহ ক্ষমা করবেন। উল্লেখ্য যে, মালিক শনাক্ত হওয়ার পরেও লজ্জা বা অপমান মনে করে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে না দিলে এবং তার নিকট মাফ না চাইলে মনে রাখতে হবে যে, ইহকালের শাস্তি ও অপমান হ'তে পরকালের শাস্তি ও অপমান অনেক কঠিন এবং ভয়াবহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : ইসলামের দৃষ্টিতে কোন দিবস পালন করা কোন পর্যায়ের শিরক? কিভাবে এটা শিরকের পর্যায়ভুক্ত গোনাহে পরিণত হয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুন্নাফ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : দিবস পালন শিরক নয়। তবে নিঃসন্দেহে বিদ'আত। যেমন- ঈদে মীলাদুন্নবী, শবেবরাত, শবেমি'রাজ ইত্যাদি। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় এসব দিবসের কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০)*। এতদ্ব্যতীত অমুসলিমদের অনুকরণে যেসব দিবস পালিত হয়, তার সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। এগুলি স্রেফ জাহেলিয়াত এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি মাত্র। যেমন- নববর্ষ, থার্টিফার্স্ট নাইট, ভালোবাসা দিবস, মা দিবস, বাবা দিবস, হাত ধোয়া দিবস ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত আছে কি? থাকলে তার স্বরূপ কি?

-বুরহানুদ্দীন
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মাগুরা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও হিজরতের নিয়ত অবশিষ্ট থাকবে' *(বুখারী হা/১৮৩৪; মুসলিম হা/১৩৫৩; মিশকাত হা/২৭১৫)*। এর অর্থ হ'ল, মক্কা থেকে কোন হিজরত নেই। তবে যে সকল দেশ ও অঞ্চলে ঈমান ও দ্বীন রক্ষা করা কঠিন সে সকল স্থান থেকে অন্যত্র হিজরত করা ফরয যেখানে দ্বীন রক্ষা করা সহজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবয করার সময় বলেন, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল' *(নিসা ৪/৯৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

Contents

‘হিজরত বন্ধ হবে না যতক্ষণ না তওবা বন্ধ হবে। আর তওবা বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়’ *(আবুদাউদ হা/২৪৭৯)*। তিনি আরো বলেন, ‘যে পর্যন্ত কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ থাকবে, সে পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না’ *(নাসাঈ হা/৪১৭২; ছহীহুল জামে‘ হা/৫২১৮)*।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : সূরা তওবার ২ নং আয়াতের প্রেক্ষাপট কি? প্রচলিত তিন চিল্লার সাথে সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে কি?

-মো‘আযেযম, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : এর সাথে প্রচলিত ‘চিল্লা’ প্রথার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন’ *(তওবা ৯/২)*। ৯ম হিজরীতে যখন রাসূল (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন এ সূরা নাযিল হয়। এসময় তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল ছাহাবীকে হজ্জ আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন এবং মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যে, পরের বছর থেকে তারা আর হজ্জ করতে পারবে না। পরক্ষণেই রাসূল (ছাঃ) ঘোষণাকারী হিসেবে আলী (রাঃ)-কে আবুবকর (রাঃ)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। মুশরিকদের যাদের সাথে চার মাসের কমে নিরাপত্তা চুক্তি ছিল এবং যাদের সাথে কোন চুক্তি ছিল না এবং যাদের সাথে সময় নির্ধারণ না করে চুক্তি ছিল তাদের সকলকে চার মাস মক্কায় নিরাপদে চলাফেরার অনুমতি প্রদান করা হয়। যা দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যাদের সাথে চার মাসের অধিক সময়ের জন্য নিরাপত্তা চুক্তি ছিল, চতুর্থ আয়াতে তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এর পরের বছর ১০ম হিজরীতে রাসূল (ছাঃ) মুশরিকমুক্ত মক্কায় বিদায় হজ্জ করেন।

অতএব মুশরিকদেরকে চার মাসের বা চার মাসের অধিক সময়ের চুক্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত মক্কায় নিরাপদে চলাফেরার অনুমতি প্রদানের সাথে বর্তমান যুগের ইলিয়াসী তাবলীগের তিন চিল্লার সম্পর্ক তৈরী করা কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে বুঝাতে কোন স্থানে ‘আমি’ আবার কোন স্থানে ‘আমরা’ ব্যবহার করেছেন। এরূপ করার কারণ কি?

-মাযহারুল ইসলাম, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : এর মাধ্যমে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বুঝানো হয়েছে মাত্র। এটা আরবী ভাষার অলংকারের অন্তর্ভুক্ত। অতএব একজন অনুবাদকের কর্তব্য হল, কুরআনের প্রতিটি আয়াত যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই অনুবাদ করা। নইলে তাতে কুরআনের ভাব ও ভাষাগত অলংকারের বিপরীত মর্ম প্রকাশ পাবে। যা অবশ্যই গোনাহের কারণ হবে।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : রাসূল (ছাঃ) কৃত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৩০ জন ভণ্ডনবীর মধ্যে এ পর্যন্ত কতজনের আবির্ভাব ঘটেছে? এটা কি ত্রিশ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

-মুহসিন আলম
ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : এটি ৩০ জনের মধ্যে সীমায়িত নয়। কেননা ভণ্ডনবীর সংখ্যা বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন রকম এসেছে। যেমন- কোন হাদীছে ২৭ জন যাদের মধ্যে ৪ জন হবে নারী *(আহমাদ, ছহীহুল জামে‘ হা/৪২৫৮)*। কোন হাদীছে ৩০ জন *(আবুদাউদ হা/৪৩৩৩)*। আবার কোন হাদীছে ৩০ জনের কাছাকাছি বলা হয়েছে *(বুখারী হা/৭১২১; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০)*। উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত ভণ্ডনবীর সংখ্যা ৩০ জন ছাড়িয়ে গেছে। অতএব উল্লিখিত হাদীছ সমূহে বর্ণিত ভণ্ডনবী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের অনুসারী হবে এবং দা‘ওয়াতী কার্যক্রম থাকবে। অর্থাৎ যারা মানুষের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করে অনুসারী বানাতে সক্ষম হয়েছে এবং ধোঁকার মাধ্যমে কিছুটা হলেও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং দা‘ওয়াতের দ্বারা প্রসারও লাভ করেছে। যেমন মুসাইলামা কায্যাব, তুলাইহা আসাদী, মুখতার ইবনু আবী ওবায়েদ আস-ছাক্বাফী, হারেস ও গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রমুখ। কারণ দাবীকারীদের মধ্যে অনেকে পাগল ও রোগীও ছিল *(শরহ ফাৎহুল মাজীদ ৩/৪০৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : জনৈক আলেম বলেন, তাফসীর পড়া যাবে না। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। বরং কুরআন ও হাদীছ পাঠ করতে হবে। উক্ত বক্তব্য সঠিক কি?

দীদার বখশ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়; বরং তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সঠিক বুঝ থেকে মানুষকে দূরে রাখার অপকৌশল মাত্র। কারণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ সঠিকভাবে বুঝার জন্য তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়তে হবে। আর কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে তাফসীরগ্রন্থ সমূহ; যদি সে তাফসীর ছহীহ-শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : জনৈক ব্যক্তি কম মূল্যে বাকীতে জমি ক্রয় করে অধিক মূল্যে অন্যের কাছে তা বিক্রি করে পরে টাকা পরিশোধ করে দেয়। এরূপ ব্যবসায় শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?

-মাসঊদ রানা, মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : জমির মূল মালিকের সম্মতিক্রমে প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ব্যবসা করা শরী‘আত সম্মত। তবে মালিকের সম্মতি না থাকলে অথবা গোপনে এরূপ ব্যবসা করা জায়েয নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) ক্রয়কৃত বস্তু মালিকানায় আসার পূর্বে অন্যের নিকট বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ হা/ ৩৫০৪; তিরমিযী হা/১২৩৪; মিশকাত হা/২৮৯১)*। আর জমি নিজের নামে রেজিস্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত মালিকানায় আসে না।

Contents

তবে যদি বিক্রেতা জমির মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং বলে যে, এর চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করতে পারলে তা তোমার। তাহলে তা জায়েয হবে।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : মহিলাদের কণ্ঠে ইসলামী গান শোনা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে শিশুদের কণ্ঠে উত্তম কথা সম্বলিত ইসলামী গান শোনা যাবে *(বুখারী হা/৯৮৭, ৩৫২৯; মিশকাত হা/১৪৩২)*। তবে প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের কণ্ঠে ইসলামী গান শোনা বৈধ নয়। মহিলাদের সুন্দর কণ্ঠস্বর পরপুরুষকে শুনাতে নিষেধ করা হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৩২)*। এতে ঐসব মহিলারা পরপুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্টকারীণী হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) অন্যকে আকৃষ্টকারী নারীর কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : একাধিক আযান শুনা গেলে সবগুলোরই কি উত্তর দিতে হবে, না যে কোন একটি দিলেই চলবে?

-শামসুদ্দীন মুন্সী
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : একাধিক আযানের মধ্যে একটির উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে। তবে যেহেতু আযানের উত্তর দেওয়া একটি ফযীলতপূর্ণ সুন্নাত, সেহেতু একাধিক আযানের উত্তর দিলে সে তার ছওয়াব পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল' *(বুখারী হা/৬১১; মুসলিম হা/৩৮৩)*। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আযানের উত্তর দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুসলিম হা/৩৮৫; মিশকাত হা/৬৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : গোসল ফরয হলে গোসলের নিয়তে পুকুরে ডুব দিলেই কি পবিত্রতা অর্জিত হবে? এছাড়া বদ্ধ পুকুরে ফরয গোসল করা যাবে কি?

-ফখরুল ইসলাম
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : গোসলের নিয়তে পুকুরের পানিতে ডুব দিলে পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। তবে সুন্নাতী নিয়ম হল, গোসলের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে, ফরয গোসলের নিয়ত করে মাথায় তিনবার পানি ঢালার পর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ধুয়ে গোসল করা *(বুখারী হা/২৪৮; মিশকাত হা/৪৩৫, ৪৩৬)*। বদ্ধ বড় পুকুরে ফরয গোসল করা জায়েয। একদা রাসূল (ছাঃ)-কে 'বুযা'আহ' কূপের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, পানি পবিত্র, কোন বস্তুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না *(আবুদাঊদ হা/৬৬; নাসাঈ হা/৩২৬; মিশকাত হা/৪৭৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : ছালাত ব্যতীত অন্যকোন প্রয়োজনে মসজিদে গমন করলে তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করতে হবে কি?

-শহীদুল ইসলাম
ইন্দিরা রোড, ঢাকা।

উত্তর : করাই সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে না বসে' *(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। উক্ত ছালাত মসজিদে প্রবেশের সাথে সম্পর্কিত, ছালাতের সময়ের সাথে নয়। এটি আদায়ে নেকী আছে। না করলে গোনাহ নেই।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : সংসার পরিচালনায় সক্ষম স্বামীর অমতে সরকারী চাকুরী করায় স্বামী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। অন্যদিকে আমার সন্তান হচ্ছে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-সেলিনা হোসেন
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রী সর্বদা স্বামীর অনুগত থাকবে। স্বামীর বৈধ আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আর এ জন্য যে, তারা তাদের (ভরণ-পোষণের জন্য) অর্থ ব্যয় করে, সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে' *(নিসা ৩৪)*। স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণ পার হয় না (অর্থাৎ কবুল হয় না)। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে ঐ মহিলা যে স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১২২)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ মহিলার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নাঈম, মিশকাত হা/৩২৫৪ 'নারীদের সাথে ব্যবহার' অনুচ্ছেদ সনদ হাসান)*। তবে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় স্বামী, পিতা ও কারুরই কোন আনুগত্য নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪-৬৫, ৯৬)*। এক্ষণে স্বামীর অনুমতি না পেলে চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে। একমাত্র আল্লাহর নিকটেই সন্তান চাইতে হবে এবং সাথে সাথে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। যেকোন বয়সে আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন। ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারাকে আল্লাহ বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিয়েছিলেন। অন্যদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) সন্তানের মুখ দেখেননি। অতএব সন্তান না হলে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের উপর স্বামী-স্ত্রী উভয়কে খুশী থাকতে হবে।